বাজেট ২০১০-১১

অর্থ মন্ত্রণালয়

বাজেট বক্তৃতা

আবুল মাল আবদুল মুহিত
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঢাকা

২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭
১০ জুন ২০১০

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	
সূচনা ও প্রেক্ষাপট প্রস্তাব, শুকরিয়া আদায় ও শ্রদ্ধার্ঘ্য, দায়মুক্তি, কৃতজ্ঞতা, সমবেদনা, প্রাক-বাজেট আলোচনা, অপারগতা প্রকাশ, রূপকল্পের স্বপ্ন, বাজেট বক্তৃতার রূপরেখা	১-৪
সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি প্রবৃদ্ধি, রপ্তানি, আমদানি, রেমিট্যান্স, চলতি হিসাবের ভারসাম্য, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, টাকার মূল্যমান, মুদ্রাখাত, মূল্যস্ফীতি	৪-৭
২০০৯-১০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট রাজস্ব পরিস্থিতি, ব্যয় পরিস্থিতি, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, বাজেট ঘাটতি	৭-৯
আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অঙ্গীকার প্রণোদনা প্যাকেজ, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব, বাংলাদেশ অবকাঠামো অর্থায়ন তহবিল, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১, মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো, পাঁচসালা এমটিবিএফ, বাজেট ও পরিকল্পনা অনুবিভাগ, জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট, একীভূত বাজেট, জেলা বাজেট	৯-১৩
২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেট কাঠামো বাজেটের অনুমান, রাজস্ব আয়, ব্যয়, বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়ন, এডিপি বরাদ্দ কাঠামো, এডিপি বাস্তবায়ন, সামগ্রিক ব্যয় কাঠামো	১৩-১৬
দ্বিতীয় অধ্যায়	
কতিপয় প্রধান খাত	১৭-৩৭
বিদ্যুৎ : বিদ্যুৎ ঘাটতি, বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ লাইন, নবায়নযোগ্য উৎস হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, চাহিদা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিদ্যুৎ সঞ্চয়, বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা **জ্বালানি:** গ্যাস উৎপাদন পরিস্থিতি, গ্যাস ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, জ্বালানি ও কয়লানীতি	১৭-২১

বিষয়	পৃষ্ঠা
কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন	**২২-৩০**
কৃষি : কৃষি উন্নয়ন, কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড, কৃষি কার্যক্রমে ভর্তুকি, কৃষি বীজ, মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা, সেচ ও জলাবদ্ধতা নিরসন, কৃষিঋণ, কৃষি গবেষণা, কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য, কৃষিবীমা	**২২-২৪**
প্রাণিসম্পদ: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন, জাটকা নিধন প্রতিরোধ এবং চিংড়ি ও পরিবেশ, প্রাণিসম্পদ খাতে প্রণোদনা ও উন্নয়ন, টিকা উৎপাদন ও সরবরাহ	**২৫**
পানিসম্পদ: পানিসম্পদের উন্নয়ন, গড়াই পুনরুদ্ধার, নদীশাসন ও টেকসই নদী ব্যবস্থাপনা, গঙ্গার পানি ব্যবস্থাপনা, নদী ভাঙ্গন রোধ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, লবণাক্ততার ঝুঁকি হ্রাস, হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন, ঢাকার চারপাশে বহমান নদীগুলোর বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ	**২৬-২৮**
পল্লী উন্নয়ন: পল্লী অবকাঠামো ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, একটি বাড়ি একটি খামার, বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানি সরবরাহ, নগরবাসীর পানির চাহিদা, ভূ-উপরিস্থ উৎসের ওপর নির্ভরতা বাড়ানো, স্যানিটেশন, গ্রামীণ আবাসন, পল্লী বিদ্যুতায়ন	**২৮-৩০**
খাদ্য নিরাপত্তা: খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি, খাদ্যশস্য সংরক্ষণের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি	**৩১-৩২**
যোগাযোগ খাত	**৩২-৩৭**
সড়ক ও সেতু: পদ্মা সেতু, দ্বিতীয় পদ্মা সেতু ও বেকুটিয়া সেতু, যানজট নিরসন	**৩২-৩৩**
রেলপথ: রেলওয়ে সংস্কার, রেলপথ সম্প্রসারণ	**৩৩-৩৪**
নৌপরিবহন: নদীপথের নাব্যতা বৃদ্ধি, চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি, গভীর সমুদ্রবন্দর স্থাপন, ঢাকাকে ঘিরে বৃত্তাকারে নৌপথ	**৩৪-৩৫**
ডাক ও টেলিযোগাযোগ - ডিজিটাল বাংলাদেশ: টেলিফোন ও ইন্টারনেটের আওতা সম্প্রসারণ, ডিজিটাল অবকাঠামো, দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল	**৩৫-৩৬**
বেসামরিক বিমান পরিবহন: নতুন সর্বাধুনিক বিমানবন্দর, অন্যান্য বিমানবন্দরের উন্নয়ন, বাংলাদেশ বিমানের সক্ষমতা বৃদ্ধি	**৩৬-৩৭**
মানবসম্পদ উন্নয়ন	**৩৭-৪৩**
সামগ্রিক শিক্ষা খাত: শিক্ষানীতি, শিক্ষার বৈষম্য দূরীকরণ ও গুণগত উৎকর্ষতা অর্জন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, শিক্ষায় জেন্ডার সমতা **প্রাথমিক ও গণশিক্ষা:** শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত কমিয়ে আনা, শিশুকে স্কুলমুখী করার সর্বাত্মক প্রয়াস, শিক্ষাখাতে বরাদ্দ	**৩৭-৪০**

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি - ডিজিটাল বাংলাদেশ: ICT Road Map বাস্তবায়ন, বিজ্ঞানচর্চা ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, তথ্য অবকাঠামো	**৪০-৪১**
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কমিউনিটি ক্লিনিক, প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম, জেলা ও উপজেলায় হাসপাতালের শয্যা বৃদ্ধি, মেডিকেল কলেজ ও নার্সিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা, স্বাস্থ্যখাতে জনবল বৃদ্ধি	**৪২-৪৩**
আবাসন মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের আবাসন, সমন্বিত আবাসন, রিয়েল এস্টেট	**৪৩-৪৪**
নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশুকল্যাণ নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর কর্মক্ষেত্র প্রসার, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধ, শিশুশ্রম নিরসন, শিশু অধিকার ও কল্যাণে শিশুবিকাশ কেন্দ্র স্থাপন, কর্মজীবী মায়েদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার	**৪৪-৪৬**
মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের রেশন প্রদান, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা বৃদ্ধি, মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের জন্য অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা, মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতি সংরক্ষণ, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট পুনরুজ্জীবিতকরণ	**৪৬-৪৭**
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, সম্ভাবনাময় নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান, অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল, দক্ষতা উন্নয়নে সমন্বয়	**৪৮-৪৯**
সংস্কৃতি দেশজ সংস্কৃতির বিকাশ ও বিদেশে আমাদের সংস্কৃতির প্রচার	**৪৯-৫০**
ধর্ম	**৫০**
সংখ্যালঘু ও অনুন্নত সম্প্রদায় মৃৎশিল্পীদের উন্নয়ন, গারো সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন	**৫১**
যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন যুব উন্নয়ন	**৫১-৫২**

বিষয়	পৃষ্ঠা
শিল্প ও বাণিজ্য	৫২-৫৬
শিল্পায়ন: যে সকল শিল্প প্রাধান্য পাবে, শ্রমঘন ও পরিবেশ-বান্ধব শিল্পোন্নয়ন, ব্যক্তিখাত বিকাশে সরকারের সহায়ক ভূমিকা, পাটশিল্প, পর্যটন শিল্প, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের মানোন্নয়ন	৫২-৫৪
ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প: এসএমই খাতে ঋণের লক্ষ্যমাত্রা, এসএমই পুনঃঅর্থায়ন তহবিল, এসএমই কার্যক্রম নারী-বান্ধব	৫৫
বাণিজ্য: বাণিজ্য সম্প্রসারণ, সুস্থ প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণ, টিসিবি'কে কার্যকর সংস্থায় রূপান্তর, ভোক্তা অধিকার	৫৫-৫৬
জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ দুর্যোগ প্রশমনে সক্ষমতা অর্জন, দুর্যোগ মোকাবেলায় আইনি ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ, বায়ু ও শিল্প দূষণের মাত্রা হ্রাস, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং পূর্বাভাস, সতর্কীকরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন	৫৬-৫৮
তৃতীয় অধ্যায়	
জনকল্যাণ ও সুশাসন	৫৯-৭৬
দারিদ্র্য নিরসন ও কর্মসংস্থান: দারিদ্র্য নিরসন ও সামাজিক নিরাপত্তা, ভিক্ষাবৃত্তির অবসান, কর্মসূচিসমূহ সমন্বয় ও ডাটাবেজ তৈরি, ঘরেফেরা কর্মসূচি, বিভিন্ন সরকারি সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি	৫৯-৬২
কর্মসংস্থান	৬৩
আর্থিক খাত সার্বভৌম ঋণমান নির্ধারণ, আর্থিক খাত সংস্কার, ব্যাংক ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ, বীমা খাত সংস্কার, পুঁজিবাজার সংস্কার, গৃহীত পদক্ষেপ, বিনিয়োগ, বিনিয়োগ আকর্ষণে গৃহীত পদক্ষেপ	৬৩-৬৭
পররাষ্ট্রনীতি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার, সফল কূটনৈতিক তৎপরতা, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা, সহযোগিতার ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ	৬৭-৬৯
প্রতিরক্ষা সশস্ত্রবাহিনীর আধুনিকায়ন, প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন	৬৯-৭০

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ভূমি ব্যবস্থাপনা, ভূমি সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, খাস জমি বিতরণ, বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা, অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন	৭০-৭১
জাতীয় সংসদের কার্যক্রম জাতীয় সংসদকে অর্থবহ করা	৭১-৭২
স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার	৭২
জনপ্রশাসন সংস্কার দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, কৃতিভিত্তিক মূল্যায়ন	৭৩
আইন-শৃঙ্খলা ও আইনের শাসন আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, পুলিশ বাহিনী শক্তিশালীকরণ, আইন ও বিচার, অসমর্থ বিচার প্রার্থীদের আইনি সহায়তা,	৭৩-৭৫
গণমাধ্যমের স্বাধীনতা	৭৫
দুর্নীতি প্রতিরোধ দুর্নীতি দমনে সর্বাত্মক সহযোগিতা	৭৫-৭৬
চতুর্থ অধ্যায়	
রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম সামগ্রিক আয়-ব্যয়ের ঘাটতি সীমিতকরণ, বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি	৭৭-৮৯
প্রত্যক্ষ কর **আয়কর:** 'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়নে সহায়ক আয়কর সংক্রান্ত প্রস্তাবাবলী, করজাল সম্প্রসারণ, পুঁজিবাজার, উৎস মূলে আয়কর সংগ্রহের হার যৌক্তিকীকরণ, আয়কর প্রশাসন পুনর্বিন্যাস ও আধুনিকায়ন	৮০-৮২
মূল্য সংযোজন কর: মূসক ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, বিচারিক প্রক্রিয়ার সংস্কার, মূসক ব্যবস্থার সংস্কার, ভারি শিল্পকে উৎসাহ প্রদান, টার্নওভার করের পরিধি সম্প্রসারণ, মূসক প্রত্যাহার, আবগারী শুল্ক আরোপ, প্রশাসনিক সংস্কার	৮২-৮৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
আমদানি শুল্ক: অভ্যন্তরীণ রাজস্বের ৩৮ ভাগ আমদানি পর্যায়ে আদায়, প্রধান খাদ্যদ্রব্য, ঔষধ, তুলা ও সারের ০ শুল্কহার বহাল, দেশীয় শিল্পকে প্রতিরক্ষণ, দেশীয় পরিবহন শিল্পকে সহায়তা প্রদান, চিনি শিল্প থেকে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে কতিপয় পণ্যের শুল্ক হ্রাস সুবিধা, পিএসআই ব্যবস্থার মেয়াদ বৃদ্ধি, মোটরগাড়ি আমদানি নিরুৎসাহিত করার জন্য গাড়ির শুল্ক হার পুনর্বিন্যাস, শুল্কায়ন সহজতর করার জন্য Customs Act এর FIRST SCHEDULE সংশোধন	**৮৫-৮৯**
পঞ্চম অধ্যায়	
উপসংহার দিনবদলের সনদ, জাতির জনকের স্বপ্ন, আমাদের রূপকল্প ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্ব, হতাশা-দারিদ্র্যমুক্ত এক উত্তর-প্রজন্ম এবং সুখী-সমৃদ্ধ ও সংবেদনশীল বাংলাদেশ	**৯১-৯২**
পরিশিষ্ট ক, খ ও গ	**৯৩-১১১**

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তায়ালার নামে

প্রথম অধ্যায়

মাননীয় স্পীকার

প্রস্তাব

১। ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেট ও ২০০৯-১০ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট মহান সংসদে উপস্থাপনের জন্য আপনার সানুগ্রহ অনুমতি কামনা করছি।

শুকরিয়া আদায় ও শ্রদ্ধার্ঘ্য

২। মহান আল্লাহতায়ালার অশেষ মেহেরবাণীতে এবং মাননীয় সংসদ সদস্য ও দেশবাসীর দোয়ায় আমি আজ এখানে এই বাজেট উপস্থাপনের সুযোগ পেয়ে শুকরিয়া আদায় করছি। এ বাজেট বক্তৃতার প্রারম্ভে আমি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি বাংলাদেশের সেইসব অকুতোভয় বীর সন্তানদের যাঁদের চরম আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা আজ স্বাধীন, সার্বভৌম ও গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বিশ্বসমাজে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছি। একই সঙ্গে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি বাঙালি জাতির মুক্তিসংগ্রামের মহানায়ক, আমাদের হাজার বছরের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনন্য ও অমর অবদানের কথা। সেই সাথে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি শহীদ জাতীয় চার নেতার সুমহান আত্মত্যাগের কথা। এদের মহান ত্যাগের কাছে আমরা দায়বদ্ধ এবং বাজেট প্রণয়ন করার সময় আমার বার বার মনে হয়েছে কি করে সে দায় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারি।

দায়মুক্তি

৩। এবারের বাজেট উপস্থাপন করতে গিয়ে আমি নিজেকে কিছুটা নির্ভার ও দায়মুক্ত মনে করছি। কেননা, জাতির জনক ও তাঁর পরিবারের প্রায় সকল সদস্যের নির্মম ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় কার্যকর হয়েছে। জাতি হিসেবে এতগুলো বছর যে গ্লানি ও কলঙ্কের দুর্বহ ভার আমরা বয়ে বেড়িয়েছি তা থেকে আমরা মুক্ত হয়েছি। অবশ্য কতিপয় পলাতক খুনীদের বিচারের নাগালে আনার গুরুদায়িত্ব এখনও অসম্পূর্ণ। পাশাপাশি দীর্ঘ প্রতীক্ষিত আর একটি বিচার প্রক্রিয়াও আমরা শুরু করেছি। আমি নিশ্চিত যে, এদেশের জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থনে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার অচিরেই এ বাংলার মাটিতে আমরা সম্পন্ন করতে সক্ষম হব। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় এগুলো হ'ল আমাদের দৃপ্ত পদক্ষেপ।

৪। এ বছর বাজেট প্রণয়নের প্রক্রিয়া আমরা অনেক আগে শুরু করি। বাজেট বাস্তবায়ন ও বাজেট সংশোধনের বিষয়ে আমরা মহান সংসদকে কয়েকবারই ইতোমধ্যে

কৃতজ্ঞতা

অবহিত করেছি। আমার অসুস্থতা আমার বাজেট প্রণয়নের কার্যক্রমকে সহসা বিঘ্নিত করে। কিন্তু সেই সময়ে কাণ্ডারির ভূমিকায় অবতীর্ণ হন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। আজ তিন দশক ধরে তিনি জাতিকে যে সুযোগ্য ও সাহসী নেতৃত্ব প্রদান করছেন তার আরেক মাত্রা আমি এবার অবলোকন করলাম। তিনি বাজেট প্রণয়নের কাজে ১১ মে-তে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং সমস্ত প্রক্রিয়াটিকে সুচারুভাবে এগিয়ে রাখেন। আমি আবার যখন আস্তে আস্তে বাজেট প্রণয়নে হাত দিলাম তখন দেখি যে, আমার এই কাজটিকে তিনি অনেক দূর এগিয়ে রেখেছেন। আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, এই বাজেট প্রণয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজেই বস্তুতপক্ষে তাঁর অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। আমার ওপর তাঁর আস্থা এবং আমার মঙ্গল কামনায় তাঁর আন্তরিকতায় আমি অভিভূত! আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকারের ভাষা নেই।

৫। আমি বাজেট বক্তৃতার গভীরে প্রবেশ করার পূর্বে গত সপ্তাহে ঢাকার বেগুনবাড়ি ও নিমতলীতে ঘটে যাওয়া দু'টি অনাকাঙ্ক্ষিত ও মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহতদের বিদেহী

সমবেদনা

আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। ঐ ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত সকল ব্যক্তি ও পরিবারের প্রতি রইল আমার গভীর সমবেদনা। এ দু'টি দুর্ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে আমাদের সকলের দায়িত্বহীনতার কথাই মনে করিয়ে দেয়।

৬। এ বছরের বাজেট প্রণয়নের পূর্বে আমি দেশের প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ, সংসদ সদস্য, সাংবাদিকবৃন্দ এবং উন্নয়ন বিশেষজ্ঞসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবদের সঙ্গে ৮টি

প্রাক-বাজেট আলোচনা

প্রাক-বাজেট আলোচনায় অংশগ্রহণ করি। এছাড়া, আগামী বাজেট বিষয়ে কৃষকের ভাবনা ও মতামত গ্রহণের জন্য আমি সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার বড়ধুল বাজারে একটি মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করি। তাঁরা সকলেই আমাকে বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে বাজেট প্রণয়নে নানা ধরনের মতামত প্রদান করেন। এর বাইরে দেশের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন ব্যবসায়ী এসোসিয়েশন এবং এনজিও, নানা চিন্তাকোষ ও গবেষণা গোষ্ঠী, পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এবং সর্বোপরি কয়েকটি সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সভাপতিবৃন্দ এবং অন্যান্য সংসদ সদস্যগণ আমাকে উপদেশ দিয়ে যে সহায়তা দিয়েছেন সে জন্য তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

৭। আমি দুঃখিত যে আরও কয়েকটি মতবিনিময় সভার সুযোগ আমি গ্রহণ করতে পারিনি এবং অনেকক্ষেত্রেই আমি অন্যান্য মতবিনিময় সভার প্রতিবেদনের ওপরই নির্ভর করেছি। তবে, অর্থ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটি অত্যন্ত পরিশ্রম করে আমাকে ৭৩টি পরামর্শ সংবলিত একটি কার্যপত্র প্রদান করেন। এখানে বিবৃত অনেক বিষয়েই আমি ইতোমধ্যে মন্তব্য রেখেছি এবং আরও কিছু বিষয়ে আজকের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখছি। তবে, মাননীয় সংসদ সদস্যগণ অবহিত আছেন যে, অনেক ভাল সুপারিশ এবং পরামর্শ সবসময় নানা কারণে সরকার গ্রহণ করতে পারে না। এক্ষেত্রে আমার অপারগতা স্বীকার করে মাননীয় স্পীকার, আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। বাজেট প্রণয়নের দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী বিভিন্ন বিষয়ে যে মতামত প্রদান করেছেন এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ে আমার সহকর্মিবৃন্দ যে ধৈর্য্য এবং শ্রম দিয়েছেন সেজন্য তাঁদেরও ধন্যবাদ। সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিকবৃন্দও আমাকে নানাভাবে যে সহায়তা দিয়েছেন তাও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। সর্বোপরি, আমার সহকর্মী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা যেভাবে আমার হাতকে শক্তিশালী করেছেন সেজন্য তাঁকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

অপারগতা প্রকাশ

মাননীয় স্পীকার

৮। ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম, 'আমাদের রূপকল্প অনুযায়ী ২০২০-২১ সাল নাগাদ আমরা এমন এক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে চাই, যেখানে অর্থনীতির চালিকাশক্তি হবে উন্নত প্রযুক্তি এবং উচ্চতর প্রবৃদ্ধি। সেই বাংলাদেশে স্থিতিশীল থাকবে দ্রব্যমূল্য, আয়-দারিদ্র্য ও মানব-দারিদ্র্য নেমে আসবে ন্যূনতম পর্যায়ে, সবার জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত হবে, ব্যাপকভাবে বিকশিত হবে মানুষের সৃজনশীলতা এবং সক্ষমতা, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পাবে, হ্রাস পাবে সামাজিক বৈষম্য, প্রতিষ্ঠা পাবে অংশীদারিত্বমূলক গণতন্ত্র এবং অর্জিত হবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট বিপর্যয় মোকাবেলায় সক্ষমতা। তথ্য-প্রযুক্তিতে বিকশিত হয়ে সেই বাংলাদেশ পরিচিত হবে **'ডিজিটাল বাংলাদেশ'** হিসেবে।'

রূপকল্পের স্বপ্ন

৯। বর্ণিত রূপকল্পের স্বপ্ন পূরণে গত বাজেট বক্তৃতায় আমি স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন নীতি-কৌশল, পরিকল্পনা, কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। আমাদের প্রতিশ্রুত অগ্রযাত্রার পথে গত এক বছরে আমরা অনেক প্রতিকূলতার মোকাবেলা করে আমাদের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছি। আমরা ২০১০ থেকে ২০২১ সালব্যাপী **'প্রেক্ষিত**

বাজেট বক্তৃতার রূপরেখা

পরিকল্পনা' অবশেষে প্রণয়ন করেছি। একইসঙ্গে ২০১০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত সময়ের জন্য **'ষষ্ঠ-পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা'**ও প্রণয়নের শেষ পর্যায়ে আছি। এই দু'টি দলিলই কিছুদিনের মধ্যেই এই মহান সংসদে পেশ করা হবে। এবারের বাজেট প্রণয়নে এই দু'টি দলিল সবিশেষ অবদান রেখেছে। ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়নে আমরা দেশের অপরিমেয় সুপ্ত সম্ভাবনা যেমন বিবেচনা করেছি, তেমনি মনে রেখেছি আমাদের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ আহরণযোগ্য সম্পদের কথাও। একইসঙ্গে আমাদের প্রতিশ্রুতি পূরণে আমাদের প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতাও বিবেচনায় রেখেছি। আমার বাজেট প্রস্তাবাবলী তুলে ধরার আগে আমি বৈশ্বিক এবং দেশীয় অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

মাননীয় স্পীকার

১০। চলতি বছরে বিশ্বমন্দায় বিশ্বের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। তবে বিশ্ব অর্থনীতি মন্দা কাটিয়ে প্রত্যাশার চেয়েও দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

প্রবৃদ্ধি

যদিও ঘুরে দাঁড়ানোর এ প্রক্রিয়াটি চলছে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন গতিতে। এ ঘুরে দাঁড়ানোর প্রক্রিয়ায় উন্নয়নশীল এশীয় অর্থনীতির অগ্রগতি সবচেয়ে বেশি। ২০০৯ সালে যেখানে বিশ্ব প্রবৃদ্ধি ০.৬ শতাংশে সংকুচিত হয়েছিল সেখানে ২০১০ সালে সর্বশেষ পূর্বাভাস অনুযায়ী তা ৪.২ শতাংশে পৌঁছাবে বলে ধারণা করা হয়েছে।

১১। এ পূর্বাভাস অনুযায়ী উন্নয়নশীল এশীয় অর্থনীতির দেশসমূহের প্রবৃদ্ধি ২০১০ সালে ৮.৭ শতাংশে দাঁড়াবে। দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষেত্রে এ প্রবৃদ্ধি হবে ৭.৪ শতাংশ। ২০০৯ সালে আসিয়ানভুক্ত পাঁচটি দেশের মধ্যে মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ড-এর প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক, ফিলিপাইন-এর প্রবৃদ্ধি ১ শতাংশ এবং ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনাম-এর প্রবৃদ্ধি ৫ শতাংশের কাছাকাছি ছিল। ২০০৮-০৯ অর্থবছরের চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার প্রাক্কলিত ৫.৯ শতাংশের স্থলে ৫.৭ শতাংশ হয়েছে। চলতি অর্থবছরে সামষ্টিক অর্থনীতির সূচকসমূহের যে প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে সে সম্বন্ধে আমি একটু পরেই সামষ্টিক অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকের বর্ণনাতে এই মহান সংসদকে জানাব। সংক্ষেপে এগুলো হ'ল- (১) এপ্রিল মাসে আমাদের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৯ শতাংশ, (২) কৃষিতে যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তাতে আমন ও বোরোতে প্রবৃদ্ধি এবং আলু ও ভুট্টার অতিরিক্ত ফলন আশা করা যাচ্ছে। অন্যান্য কৃষিপণ্য এবং

মাছ-মাংসের উৎপাদনও বেশি হচ্ছে, (৩) বেসরকারি খাতে ব্যাংকঋণ বেড়েছে ১৯.৫ শতাংশ এবং মেয়াদি শিল্পঋণের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪২.৫ শতাংশ। আমরা আরও জানি যে, কৃষি এবং এসএমই ঋণ মিলে প্রবৃদ্ধি ২০ শতাংশের কাছাকাছি, (৪) চলতি অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে ঋণপত্র খোলার ভিত্তিতে মূলধনী যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানি যথাক্রমে ৫৪.০ এবং ১২.৫ শতাংশ বেড়েছে, এবং (৫) অভ্যন্তরীণ চাহিদা প্রায় ২৫ শতাংশ বেড়েছে। স্বীকার করতে হবে যে, দু'টি খাতে আমাদের দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়েছে। আমরা জানি যে, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সরবরাহ বাড়লেও ক্রমবর্ধমান চাহিদা আমরা মেটাতে পারছি না। এছাড়া, জনশক্তি রপ্তানি ২০০৬ পূর্ববর্তী ধারায় বাড়লেও ২০০৭ ও ২০০৮ এমনকি ২০০৯ এর তুলনায় কমেছে। এসব বিবেচনা করে আমাদের প্রাক্কলন হ'ল যে, ২০০৯-১০ অর্থবছরে সার্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার হবে ৬ শতাংশ।

মাননীয় স্পীকার

১২। প্রথমেই রপ্তানি খাতের দিকে নজর দিচ্ছি। মন্দার কারণে ২০০৯ সালে যেখানে বিশ্বব্যাপী পণ্য ও সেবা রপ্তানি ২০.৪ শতাংশ সংকুচিত হয় সেখানে আমরা গত অর্থবছরে রপ্তানি খাতে ১০.৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হই। রপ্তানি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এ অর্জন নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

রপ্তানি

১৩। মন্দার প্রভাবে ২০০৯-১০ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে মোট রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১.০ শতাংশ মাত্র। লক্ষণীয় যে, মার্চ মাস থেকে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এপ্রিল মাসে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১৯.০ শতাংশ। এ ধারা ২০০৯-১০ অর্থবছরের পরবর্তী মাসগুলোতে এবং আগামী অর্থবছরেও অব্যাহত থাকবে বলে আশা করছি।

১৪। অর্থনৈতিক মন্দার কারণে বিশ্ববাজারে পণ্যমূল্য হ্রাসের পাশাপাশি আমদানির পরিমাণও (volume) হ্রাস পায়। ২০০৯ সালে উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহের আমদানির পরিমাণ ১২ শতাংশ এবং বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের আমদানির পরিমাণ ৮.৪ শতাংশ সংকুচিত হয়। অথচ ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের আমদানি প্রবৃদ্ধি ছিল ৪.১ শতাংশ। ২০০৯-১০ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত প্রথম ১০ মাসে আমদানি ব্যয় গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ০.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ঋণপত্র খোলার ভিত্তিতে জুলাই-এপ্রিল সময়ে আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে ২৪.৯ শতাংশ। আশার কথা যে, ঋণপত্র খোলার ভিত্তিতে এ সময়ে মূলধনী যন্ত্রপাতি ও শিল্পের কাঁচামাল আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে

আমদানি

যথাক্রমে ৫৪.০ ও ১২.৫ শতাংশ, যা আগামী দিনগুলোতে আমাদের অর্থনীতির চাঙ্গা হয়ে ওঠার ইতিবাচক সংকেত দেয়।

রেমিট্যান্স

১৫। ২০০৯ সালে বিশ্বব্যাপী রেমিট্যান্স প্রবাহ ৫.৩ শতাংশ হ্রাস পায়। অথচ ২০১০ সালে বাংলাদেশের রেমিট্যান্স প্রবাহ ১৯.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১০.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছে। এক্ষেত্রে আমি বলব, বিশ্বব্যাপী রেমিট্যান্স প্রবাহ যেখানে সংকুচিত হয়েছে, সেখানে আমাদের রেমিট্যান্স প্রবাহের এই প্রবৃদ্ধি নিঃসন্দেহে একটি বড় অর্জন। চলতি অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে রেমিট্যান্স প্রবাহ ১৪.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১০.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে।

চলতি হিসাবে ভারসাম্য

১৬। বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারসাম্যের দিকে তাকালে আমরা দেখব এক্ষেত্রে আমরা অত্যন্ত সুদৃঢ় অবস্থানে রয়েছি। চলতি হিসাবে ভারসাম্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে ২.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। যা জিডিপির ২.৬ শতাংশ।

মাননীয় স্পীকার

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

১৭। আপনি জানেন, রেমিট্যান্স প্রবাহের উচ্চ প্রবৃদ্ধির ফলে নভেম্বর ২০০৯-এ প্রথমবারের মত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করে। ১ জুন ২০১০ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ১০.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে স্থিতিশীল রয়েছে। যা দিয়ে সাড়ে ৫ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব।

টাকার মূল্যমান

১৮। টাকার মূল্যমানের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখব মুদ্রা বাজারে বৈদেশিক মুদ্রার পর্যাপ্ত যোগান থাকায় মুদ্রা বিনিময় হার বিশেষ করে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার স্থিতিশীল পর্যায়ে রয়েছে। চলতি অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার গড় বিনিময় হার ছিল ৬৯.২ টাকা। এ সময়ে টাকার মান অবচিতি (depreciation) হয়েছে মাত্র ০.৬ শতাংশ। টাকার কার্যকর বিনিময় হার (Real Effective Exchange Rate) নামিক (nominal) বিনিময় হার অপেক্ষা কম থাকায় বাংলাদেশী রফতানিকারকগণ এখনও প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে রয়েছেন।

মুদ্রাখাত

১৯। এবার আমি কথা বলব দেশের মুদ্রাখাত নিয়ে। মূল্য পরিস্থিতিকে স্থিতিশীল পর্যায়ে রেখে টেকসই উচ্চপ্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক (supportive) মুদ্রানীতি আমরা অনুসরণ করছি। মুদ্রানীতিতে কৃষি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে (SME) ঋণ যোগানে বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। মার্চ ২০১০

মাস শেষে, মুদ্রা সরবরাহ বার্ষিকভিত্তিতে বৃদ্ধি পায় ২১.৩ শতাংশ। বেসরকারি খাতের ঋণপ্রবাহ বেড়েছে ১৯.৫ শতাংশ। যা ব্যক্তিখাত চাঙ্গা হয়ে ওঠার ইঙ্গিত বহন করে।

২০। মূল্যস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণে রেখে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতাকে সমুন্নত রাখা আমাদের সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার। বিশ্ব-অর্থনীতি মন্দা অবস্থা কাটিয়ে ওঠার সাথে সাথে বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্যের আকস্মিক বৃদ্ধিতে বিভিন্ন দেশে মূল্যস্ফীতির কিছুটা উর্ধ্বমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতির হার মার্চ ২০১০ মাসে ৮.৮ শতাংশে পৌঁছে। উল্লেখ্য, এ সময়ে ভারতের মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৯.৯ শতাংশ এবং পাকিস্তানে ১২.৯ শতাংশ।

মূল্যস্ফীতি

২১। আমরা জানি, মূল্যস্ফীতির প্রথম শিকার দরিদ্র জনগণ। যে কারণে খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি ব্যাপকভাবে বাড়ানো হয়। কৃষি ও পল্লী-উন্নয়নের কার্যক্রমকে আমরা জোরালো করি। সামগ্রিক সরবরাহ ও চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় আমরা ব্রতী হই এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানির জন্য ব্যবস্থাও আমরা নিয়েছি। ইতোমধ্যে বোরো বাজারে এসেছে। মার্চ ২০১০-এ মূল্যস্ফীতি প্রায় দশমিক ৩ শতাংশ কমেছে। মূল্যস্ফীতির ওপর ব্যাংক ব্যবস্থায় তারল্যের আধিক্য যাতে কোন নেতিবাচক প্রভাব না ফেলে সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে তফসিলি ব্যাংকসমূহের নগদ জমা সংরক্ষণের হার (Cash Reserve Requirment-CRR) ও সংবিধিবদ্ধ তারল্যের হার (Statutory Liquidity Ratio-SLR) ইতোমধ্যে দশমিক ৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে। আশা করছি ২০০৯-১০ অর্থবছরে গড় মূল্যস্ফীতি ৬.৫ শতাংশের মধ্যে সীমিত রাখা সম্ভব হবে।

২০০৯-১০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট

মাননীয় স্পীকার

২২। মাত্র কিছুদিন আগে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত আমি ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং এ অর্থবছরের সম্ভাব্য সংশোধিত বাজেটের রূপরেখা এই মহান সংসদে উপস্থাপন করেছিলাম। উপস্থাপিত সংশোধিত বাজেট মোটামুটিভাবে ঐ রূপরেখার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রয়েছে। চলতি ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে মোট রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি মার্চ ২০১০ পর্যন্ত সন্তোষজনক রয়েছে। একারণে সংশোধিত বাজেটে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর রাজস্ব আহরণের প্রাক্কলন

রাজস্ব পরিস্থিতি

৬১ হাজার কোটি টাকায় (জিডিপি'র ৮.৮ শতাংশ) অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। এছাড়া, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-বহির্ভূত কর এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব আহরণের সংশোধিত প্রাক্কলন মূল লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা কিছুটা বাড়িয়ে ১৮ হাজার ৪৮৪ কোটি টাকায় (জিডিপি'র ২.৭ শতাংশ) নির্ধারণ করা হয়েছে।

২৩। আমরা জাতির সামনে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের বিভিন্ন মেয়াদি একটি লক্ষ্যমাত্রা উপস্থাপন করেছি। আমরা বলেছি ২০১৪ সাল নাগাদ জাতীয় প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশে এবং ২০১৭ সাল নাগাদ তা ১০ শতাংশে উন্নীত করতে চাই। এ লক্ষ্যমাত্রা পূরণে যে বিপুল বিনিয়োগের প্রয়োজন তার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আসা প্রয়োজন সরাসরি রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির মাধ্যমে। চলতি অর্থবছরে সরকারের রাজস্ব আয় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বৃদ্ধি (জিডিপি-র প্রায় ০.৭ শতাংশ) করতে আমরা সক্ষম হয়েছি। রাজস্ব আহরণের কার্যক্রমকে আরো বেগবান করার লক্ষ্যে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। আমার বক্তৃতার কর-রাজস্ব আহরণ অংশে এ বিষয়ে আমাদের পরিকল্পনা ও কার্যক্রম একটু পরেই আমি তুলে ধরছি।

ব্যয় পরিস্থিতি

২৪। আমরা এখন দৃষ্টি দেব সংশোধিত বাজেটে ব্যয়ের ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন সূচিত হয়েছে সে দিকে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে বাজেটে মোট ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছিল ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৮১৯ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৬.৬ শতাংশ)। সংশোধিত বাজেটে ৩৯টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের বরাদ্দ ১১ হাজার ৯৮৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং ১৭টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের বরাদ্দ ১৫ হাজার ২৮৩ কোটি টাকা হ্রাস পেয়েছে। সার্বিকভাবে ৩ হাজার ২৯৬ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে সংশোধিত বরাদ্দ ১ লক্ষ ১০ হাজার ৫২৩ কোটি টাকায় (জিডিপি'র ১৬.০ শতাংশ) দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে অনুন্নয়নসহ অন্যান্য মোট ব্যয় ৮৩ হাজার ৩১৯ কোটি টাকার স্থলে ৮২ হাজার ২৩ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১১.৯ শতাংশ) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বরাদ্দ ৩০ হাজার ৫০০ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে ২৮ হাজার ৫০০ কোটি টাকায় (জিডিপি'র ৪.১ শতাংশ) প্রাক্কলন করা হয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২৫। গত বাজেট বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম আমাদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হলো বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন হার বাড়াতে আমি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ওপর জোর দেয়ার কথা বলেছিলাম। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রতি একনেক সভায় দু'টি করে মন্ত্রণালয়/বিভাগের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য উপস্থাপন করা হচ্ছে। এছাড়া, বৃহৎ ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের এডিপি বাস্তবায়নে বিশেষ নজরদারির জন্য একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে এবং বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্ত সর্বাধিক

ব্যয়সাপেক্ষ ৫০টি প্রকল্পের তালিকা প্রণয়ন করে এসব প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর সভাপতিত্বে প্রায় প্রতি সপ্তাহে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জননীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নের ভিত্তি মজবুত ও তথ্যভিত্তিক করার লক্ষ্যে আমরা পুনরুজ্জীবিত করেছি পরিসংখ্যান বিভাগকে।

বাজেট ঘাটতি

২৬। এবারে দৃষ্টি ফেরাই সংশোধিত বাজেট ঘাটতির দিকে। মূল বাজেটে বাজেট ঘাটতি প্রাক্কলন করা হয়েছিল জিডিপি'র ৫.০ শতাংশ। সংশোধিত বাজেটে ঘাটতি কমে দাঁড়াবে জিডিপি'র ৪.৫ শতাংশ। ঘাটতির মধ্যে জিডিপি ২.০ শতাংশ মেটানো হবে বৈদেশিক উৎস হতে। জিডিপি'র ২.৫ শতাংশ মেটানো হবে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে।

আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অঙ্গীকার

মাননীয় স্পীকার

প্রণোদনা প্যাকেজ

২৭। আপনি জানেন, বাজেট বক্তৃতায় আমরা যেসব খাতকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলাম তার মধ্যে একটি হল মন্দা মোকাবেলায় প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখার জন্য ২০০৯ সালের এপ্রিল মাসে বিভিন্ন নীতি প্রণোদনাসহ ৩ হাজার ৪২৪ কোটি টাকার আর্থিক সুবিধা সংবলিত প্রথম প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়। প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় দেশের রপ্তানি খাতের উন্নয়নে নানাবিধ সুবিধা প্রদান করা হয়। রপ্তানি খাতের নগদ সহায়তা/ভর্তুকির পরিমাণ ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৩০০ কোটি টাকা বাড়িয়ে ২ হাজার ১০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। ইতোমধ্যে বরাদ্দকৃত অর্থ সম্পূর্ণ ছাড় করা হয়েছে। প্রথম প্রণোদনা প্যাকেজে ঘোষিত আর্থিক ও নীতিগত সহায়তার পাশাপাশি ২৫ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে ঘোষিত দ্বিতীয় প্যাকেজে ক্ষুদ্র ও মাঝারি বস্ত্র শিল্পখাতে নানাবিধ সহায়তা দেয়া হয়েছে। জাহাজ নির্মাণ শিল্প এবং ফিনিশড্ ও ক্রাস্ট লেদার শিল্পের উন্নয়নে নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়। এছাড়া, বস্ত্রখাতে নতুন পণ্য রপ্তানি ও নতুন বাজার প্রতিষ্ঠার জন্য রপ্তানি আয়ের ওপর বর্ধিত ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় প্রণোদনা প্যাকেজে কিছু সুবিধা পুনর্বিন্যাস করা হয়। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ক্ষুদ্র ও মাঝারি বস্ত্র শিল্পখাতের জন্য ২০০৯-১০ অর্থবছরে পূর্ববর্তী অর্থবছরের রপ্তানির ওপর অতিরিক্ত ৫ শতাংশ হারে রপ্তানি প্রণোদনা প্রদান করা।

২৮। বিশ্ব অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের পটভূমিতে দেশের রপ্তানি খাত স্থিতিশীলতা অর্জন না করা পর্যন্ত বর্তমানে ঘোষিত আর্থিক প্রণোদনা (কোর সাবসিডি) আগামী অর্থবছরে অব্যাহত থাকবে। এবং এ বাবদ ২০১০-১১ অর্থবছরে ২ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৯। অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের সম্ভাব্য বিনিয়োগ ঘাটতি পূরণে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (Public Private Partnership – PPP) আওতায় ব্যক্তিখাতকে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনায় রেখে আমরা ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে পিপিপি খাতে ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছিলাম। তবে, আমি বলব সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রকল্পে আমাদের পরিকল্পনামাফিক কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। গত অর্থবছরে পিপিপি সংক্রান্ত একটি সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়নের অভাবে এখাতে তেমন কোন বিনিয়োগ ঘটেনি।

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব

৩০। তা সত্ত্বেও বিদ্যুৎ খাতে ভাড়াভিত্তিক ৩০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ৪টি বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং দ্রুত ভাড়াভিত্তিক ২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন আরো ২টি বিদ্যুৎকেন্দ্র পিপিপি’র আওতায় বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে চুক্তিস্বাক্ষর হয়েছে। পিপিপি’র আওতায় ১৩টি স্থলবন্দরের মধ্যে ৫টি ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে। মংলা ও চট্টগ্রাম বন্দরে নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল ব্যবস্থাপনা সরকারি-বেসরকারি যৌথ অংশীদারিত্বে সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ঢাকায় elevated expressway-র প্রাক-যাচাই সম্পন্ন হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে পিপিপি'র অধীনে ২৩টি প্রকল্পের তালিকা উপস্থাপন করা হয়েছে। এগুলোর কয়েকটি চূড়ান্ত করতে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন এবং এর ফলে যে বিনিয়োগ হবে তার হিসাব করতেও সময় লাগবে।

৩১। তবে, দু'টি উদ্যোগ সম্বন্ধে আমি বক্তব্য রাখতে চাই। প্রথম, পিপিপি'র বিদ্যমান নির্দেশনা পরিবর্তন করে একটি নতুন নীতি ও কৌশল এবং প্রকল্প বাছাই ও অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। এছাড়া, একটি পিপিপি দফতরও প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে এবং এ দফতর পরিচালনায় বাজার থেকে দক্ষ ব্যক্তির অনুসন্ধান চলছে। আশা করছি, অতি শীঘ্রই এই উদ্যোগ মন্ত্রিসভার অনুমোদন লাভ করবে। আমি নিশ্চিত, পিপিপির নতুন নীতি ও কৌশল এবং প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতির সহজ, স্বচ্ছ ও সমন্বিত রূপ দেখে আপনারা আশ্বস্ত হবেন। পিপিপি'র নতুন কৌশল ও নীতির আলোকে আগামী অর্থবছর থেকে দেশে পিপিপি উদ্যোগে বেসরকারি

খাতের ব্যাপক অংশগ্রহণে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অনুকূল গতি পাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাই, আগামী অর্থবছরে আমি এখাতে ৩ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩২। দ্বিতীয় যে উদ্যোগের কথা আমি বলতে চাই তাহ'ল পিপিপি'র কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার জন্য এবং তাতে বিভিন্ন বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আমরা একটি **'বাংলাদেশ অবকাঠামো অর্থায়ন তহবিল' (BIFF)** গঠন করেছি। এই বিনিয়োগ তহবিলে চলতি অর্থবছরে পিপিপি খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ইতোমধ্যে ১ হাজার ৬০০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। এ তহবিল দেশি-বিদেশি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি বিশাল বিনিয়োগ তহবিলে পরিণত হবে। যা পিপিপি কাঠামোর আওতায় বাস্তবায়নযোগ্য ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো প্রকল্পের বিপুল অর্থায়নের চাহিদা মেটাবে বলে আমি আশা করছি।

বাংলাদেশ অবকাঠামো অর্থায়ন তহবিল

মাননীয় স্পীকার

৩৩। আমি গত বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করেছিলাম, মহাজোট সরকার দেশের উন্নয়নের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্পে বিশ্বাস করে। জাতি একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন লক্ষ্যে পৌঁছতে চায় তার একটি অভিক্ষেপ থাকবে একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনায়। সেই উদ্দেশ্যেই আমরা ২০২১ সালের রূপকল্পের ধারণা দিয়েছি। এই রূপকল্পকে বাস্তবায়নের জন্য আমরা **ষষ্ঠ-পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা** প্রণয়নের কাজে হাত দিয়েছি। আমরা ইতোমধ্যেই ২০২১ সাল পর্যন্ত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ২০১০-১৫ সালের ষষ্ঠ-পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নে মনোযোগ দিয়ে দু'টি খসড়া প্রণয়ন করেছি, যার ওপর মতামত সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১

৩৪। জাতীয় বাজেটকে সরকারের নীতির সাথে সংযুক্ত, সম্পদ বন্টনকে মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তরসমূহের কর্মকৃতির (performance) সাথে সম্পর্কিত এবং বাজেট বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আগামী অর্থবছরে বিদ্যমান ২০টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগসহ আরো ১৩টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে অবশিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে এই পদ্ধতির আওতায় আনার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে।

মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো

৩৫। গত বাজেট বক্তৃতায় আমি অঙ্গীকার করেছিলাম, তিনসালা মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোকে (Medium Term Budget Framework – MTBF) পাঁচসালা কাঠামোতে পরিণত করা হবে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে পাঁচসালা মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক কাঠামো (Medium Term Macro-economic Framework – MTMF) প্রণয়ন করা হয়েছে। যার ভিত্তিতে আগামী অর্থবছর থেকে পাঁচসালা মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো প্রণীত হবে।

পাঁচসালা এমটিবিএফ

৩৬। এছাড়া, গত বাজেটে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদার ও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে এ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় বাজেট ও পরিকল্পনা অধিশাখা বা অনুবিভাগ সৃষ্টির নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল। ইতোমধ্যে ২৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ বাজেট অধিশাখা/অনুবিভাগ সৃজন করেছে।

বাজেট ও পরিকল্পনা অনুবিভাগ

৩৭। আমি গত বছরের বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করেছিলাম, আমরা উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নারীসমাজকে সম্পৃক্ত করতে চাই। এ লক্ষ্যে গত বছর আমি ৪টি মন্ত্রণালয়ে নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে কী পরিমাণ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেছিলাম এবং অঙ্গীকার করেছিলাম আগামীতে এর কলেবর আরও বৃদ্ধি পাবে। আমি আনন্দের সাথে এই মহান সংসদকে জানাতে চাই, ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটে ১০টি মন্ত্রণালয়ের নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে কী পরিমাণ বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে সে সম্পর্কে একটি পৃথক প্রতিবেদন আমি উপস্থাপন করেছি।

জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট

৩৮। উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের ভেতরকার সমন্বয়হীনতা ও দ্বৈততা দূর করার লক্ষ্যে একীভূত বাজেট এবং জেলা পর্যায়ে সরকারি অর্থ বরাদ্দের চিত্র তুলে ধরার লক্ষ্যে জেলা বাজেট প্রণয়নের কথা গত বাজেট বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম। এ লক্ষ্যে আমরা এখনও কাজ করে যাচ্ছি। জাতীয় বাজেট একীভূতভাবে প্রণয়নের সাথে সাথে জেলা বাজেট প্রণয়নের জন্য আমাদের পদ্ধতিগত বেশকিছু সংস্কারের কাজ করতে হবে। এ সংক্রান্ত একটি ধারণাপত্র আমি এই মহান সংসদে পেশ করেছি এবং সেখানে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেছি। যেমন- বিকেন্দ্রায়ণ এবং জেলা-উপজেলা পর্যায়ে ক্ষমতার প্রতিসংক্রম, হিসাব ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সংস্কার, উন্নয়ন প্রকল্প ছকের পরিবর্তন, বাজেটের শ্রেণীবিন্যাস কাঠামোর পুনর্বিন্যাস এবং সর্বোপরি সরকারি হিসাব-নিকাশের ডিজিটাইজেশন। আমরা একটি সম্ভাব্য কার্যক্রমও উপস্থাপন করেছি।

একীভূত বাজেট ও জেলা বাজেট

কিন্তু সেই কার্যক্রম শুরু করার আগে অনেকগুলো মৌলিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আশা করি, এ সংস্কার কাজগুলো সম্পন্ন করে আগামীতে আমরা আপনাদের সামনে একীভূত ও জেলা বাজেট তুলে ধরতে সক্ষম হবো।

২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেট কাঠামো

মাননীয় স্পীকার

৩৯। এখন আমি ২০১০-১১ অর্থবছরের সামগ্রিক বাজেট কাঠামো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করতে চাই। একটি মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে অন্তর্নিহিত কতিপয় অনুমানের ভিত্তিতে আগামী অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। মন্দা থেকে বিশ্ব অর্থনীতির দ্রুত ঘুরে দাঁড়ানো, কৃষিখাতে ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ চাহিদা বজায় রাখার সক্ষমতা আমাদেরকে আগামী ২০১০-১১ অর্থবছরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উর্ধ্বমুখী সংশোধনে সহায়তা করেছে। এ কাঠামোতে অনুমান করা হয়েছে যে, আগামী অর্থবছরে আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার হবে ৬.৭ শতাংশ। আমরা আশা করছি, রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগকে সহায়তা প্রদান (crowding in private sector investment), পিপিপিসহ বেসরকারি খাতে ঋণ যোগান বৃদ্ধির মাধ্যমে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগকে বেগবান করা এবং মুদ্রার বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা বজায় রেখে বৈদেশিক খাতকে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে রাখার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন সম্ভব। পাশাপাশি, মূল্যস্ফীতিকে সহনশীল পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যেও আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

বাজেটের অনুমান

৪০। কৃষিখাতে টেকসই প্রবৃদ্ধি ধরে কৃষি গবেষণা জোরদার করার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনে শস্য-নিবিড়তা (crop-intensity) বৃদ্ধি ও কৃষিপণ্য বহুমুখীকরণের (crop-diversification) মাধ্যমে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেয়া হয়েছে। এছাড়া, কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক সরকারি সহায়তা – যেমন, পর্যাপ্ত ভর্তুকি প্রদান, সেচের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, কৃষিঋণের প্রবাহ বৃদ্ধি, প্রতিকূল আবহাওয়া ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু বীজ উদ্ভাবন এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পের বিকাশে সহায়তা প্রদান, কৃষিক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হবে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ ও অবকাঠামে খাতে পিপিপি উদ্যোগে বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিল্পখাতকে এগিয়ে নেয়ার মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনায় রয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে ৬.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছরে তা ক্রমান্বয়ে ৮.০ শতাংশে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে রাজস্ব আহরণ গড়ে জিডিপি'র ০.৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি, এডিপি বরাদ্দ

বর্তমানের জিডিপি'র ৪.১ শতাংশ থেকে ৬.০ শতাংশে উন্নীত করা এবং বিনিয়োগকে বর্তমানের জিডিপি'র ২৪.২ শতাংশ থেকে প্রায় ৩২.০ শতাংশে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। পাশাপশি, মূল্যফীতিকে আগামী অর্থবছরে ৬.৫ শতাংশে স্থিতিশীল রাখা এবং ক্রমান্বয়ে তা কমিয়ে আনার প্রচেষ্টাও অব্যাহত থাকবে।

৪১। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যে স্থবিরতা ছিল ইতোমধ্যে তা কাটতে শুরু করেছে। রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধির হার ক্রমশ কমে ইতোমধ্যে ধনাত্মক ধারায় ফিরে এসেছে। রেমিট্যান্স প্রবাহের উচ্চপ্রবৃদ্ধি, কৃষি ও মেয়াদি শিল্পঋণ বিতরণ বৃদ্ধি, মূলধনী যন্ত্রপাতি ও শিল্পের কাঁচামাল আমদানির প্রবৃদ্ধি এবং বেসরকারি খাতের ঋণপ্রবাহের প্রবৃদ্ধি আমাদেরকে প্রস্তাবিত বাজেটের সামষ্টিক অর্থনৈতিক লক্ষ্যমাত্রাসমূহ নির্ধারণে সহায়তা করেছে।

মাননীয় স্পীকার

৪২। এবার আমি আগামী ২০১০-১১ অর্থবছরে প্রস্তাবিত আয় ও ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরব। ২০১০-১১ অর্থবছরে মোট রাজস্ব আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ৯২ হাজার ৮৪৭ কোটি টাকা – যা জিডিপি'র ১১.৯ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সূত্রে ৭২ হাজার ৫৯০ কোটি টাকার কর রাজস্ব প্রাক্কলন করা হয়েছে (জিডিপি'র ৯.৩ শতাংশ)। এনবিআর-বহির্ভূত সূত্র থেকে কর রাজস্ব প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩ হাজার ৪৫২ কোটি টাকা এবং কর-বহির্ভূত খাত থেকে রাজস্ব আহরিত হবে ১৬ হাজার ৮০৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ২.৬ শতাংশ)।

রাজস্ব আয়

৪৩। ২০১০-১১ অর্থবছরে বজেটের মোট ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ১ লক্ষ ৩২ হাজার ১৭০ কোটি টাকা – যা জিডিপি'র ১৬.৯ শতাংশ এবং ২০০৯-১০ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দ অপেক্ষা ১৯.৬ শতাংশ বেশি। এবারে বাজেটে অনুন্নয়নসহ অন্যান্য খাতে মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৯৩ হাজার ৬৭০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১২.০ শতাংশ) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ ৩৮ হাজার ৫০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৪.৯ শতাংশ)।

ব্যয়

৪৪। ২০০৯-১০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অপেক্ষা অনুন্নয়ন ব্যয় ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় বেড়েছে যথাক্রমে ১৪.২ শতাংশ ও ৩৫.১ শতাংশ। অনুন্নয়ন ব্যয়ের ১৫.4 শতাংশ মূলত উন্নয়ন ব্যয়, যা ব্যয়িত হবে অতি দরিদ্রদের জন্য প্রণীত বিভিন্ন নিরাপত্তা বেষ্টনিমূলক কর্মসূচি ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বহির্ভূত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচিতে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও এসব উন্নয়ন কর্মসূচি মিলে মোট উন্নয়নমূলক ব্যয় দাঁড়াবে জিডিপি'র ৬.৮ শতাংশে।

৪৫। সার্বিকভাবে বাজেট ঘাটতি দাঁড়াবে ৩৯ হাজার ৩২৩ কোটি টাকা, যা' জিডিপি'র ৫.০ শতাংশে। ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক সূত্র হতে ১৫ হাজার ৬৪৩ কোটি টাকা (জিডিপি'র ২.০ শতাংশ) এবং অভ্যন্তরীণ সূত্র হতে ২৩ হাজার ৬৮০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৩.০ শতাংশ) নির্বাহ করা হবে। অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সংগৃহীত হবে ১৫ হাজার ৬৮০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ২.০ শতাংশ) এবং ব্যাংক-বহির্ভূত খাত থেকে নির্বাহ করা হবে ৮ হাজার কোটি টাকা (জিডিপি'র ১ শতাংশ), যার সিংহভাগ আসে জাতীয় সঞ্চয়পত্র থেকে। ঘাটতি অর্থায়নে এবারও আমরা সহজ শর্তে স্বল্প সুদের বৈদেশিক উৎসকে গুরুত্ব দিয়েছি।

বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়ন

৪৬। গত বাজেটে আমি যেমন দেশের কোন একটি বিশেষ অঞ্চলের দিকে না তাকিয়ে নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী আঞ্চলিক সমতা, উন্নত অবকাঠামো এবং গুণগত ব্যয় বিবেচনায় রেখে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার নির্ধারণ করেছিলাম এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। প্রস্তাবিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মানবসম্পদ (শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি) খাতে ২৪.২ শতাংশ, সার্বিক কৃষিখাতে (কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান এবং পানিসম্পদ) ২১.২ শতাংশ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ১৫.৭৮ শতাংশ, যোগাযোগ (সড়ক, রেল, সেতু, নৌ, বিমান ও টেলিযোগাযোগ) খাতে ১৫ শতাংশ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

এডিপি বরাদ্দ কাঠামো

৪৭। আমি গত অর্থবছরের বাজেটে উল্লেখ করেছিলাম, আমাদের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন হার আশাব্যঞ্জক নয়। মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়া বিকেন্দ্রায়িত হলেও এখনও তা ফলপ্রসূ হয়ে ওঠেনি। এ কারণে আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বাজেট ও পরিকল্পনা অনুবিভাগ জোরদারকরণ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে। কেবল ১০টি মন্ত্রণালয় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৭৭ শতাংশ বাস্তবায়ন করছে। আমি নিশ্চিত যে, পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা হলে বাস্তবায়ন হার আরও বৃদ্ধি পেত। এখন মন্ত্রণালয়গুলো বাজেট ঘোষণার পরপরই তাদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করতে পারে এবং আগামী ৩ বছরে বরাদ্দ কি হতে পারে তার আভাস তাদের জানা থাকে। তাই, প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয় টেন্ডার প্রক্রিয়াসহ অনেক কাজ এগিয়ে রাখতে পারে। অধীনস্থ বিভাগসমূহকে এবিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে পারে। প্রতিসংক্রম করতে পারে কেন্দ্রায়িত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা।

এডিপি বাস্তবায়ন

৪৮। আমি ইতোমধ্যে ২০১০-১১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ কাঠামো উপস্থাপন করেছি। প্রস্তাবিত বাজেটের সামগ্রিক ব্যয় কাঠামো (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন) সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এ মহান সংসদে তুলে ধরতে চাই যা থেকে সমগ্র বাজেটের খাতওয়ারি বিভাজন ও অগ্রাধিকার সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

সামগ্রিক ব্যয় কাঠামো

৪৯। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সম্পাদিত কাজের শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী আমরা এগুলোকে ৩টি প্রধান ভাগে ভাগ করতে পারি – সামাজিক অবকাঠামো, ভৌত অবকাঠামো ও সাধারণ সেবা খাত। প্রস্তাবিত বাজেটে সামাজিক অবকাঠামো খাতে বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে মোট বরাদ্দের ৩৩.৩ শতাংশ, যার মধ্যে মানবসম্পদ খাতে (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাতে) বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে ২৩.৯ শতাংশ। ভৌত অবকাঠামো খাতে প্রস্তাব করা হয়েছে মোট বরাদ্দের ৩০.৪ শতাংশ – এর মধ্যে সার্বিক কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাতে ১৬.৯ শতাংশ, বৃহত্তর যোগাযোগ খাতে ৭ শতাংশ এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ৪.৬ শতাংশ। সাধারণ সেবা খাতে ২১.১ শতাংশ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে – এর মধ্যে ৯.৬ শতাংশ বরাদ্দ রয়েছে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP), বিভিন্ন শিল্পে আর্থিক সহায়তা এবং গত অর্থবছরে ঘোষিত পে-কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নজনিত ব্যয় বাবদ। এই ৩টি প্রধান খাতের বাইরে সুদ পরিশোধ ও নীট ঋণদান (net lending) বাবদ ব্যয়িত হবে অবশিষ্টাংশ ১৫.১ শতাংশ – যার মধ্যে সুদ পরিশোধের হিস্যা হ'ল ১১.১ শতাংশ।

৫০। সরকারের অভ্যন্তরীণ ঋণের একটি বড় অংশ আসে জাতীয় সঞ্চয়পত্র থেকে। আমরা জানি অনেক মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত পরিবারের সামাজিক নিরাপত্তা হিসেবে এ স্কিমগুলো তাঁদের অনেক উপকারে আসে। তাই আমরা চাই এসব স্কিমের সুদের হার সরকারের অন্যান্য ঋণ মাধ্যমের সুদের হারের তুলনায় বেশি থাকুক। তবে, সবগুলো ঋণমাধ্যমের সুদের হারের একটি সামঞ্জস্যতাও আবশ্যক। আগামী অর্থবছরে আমরা ঋণসীমা, ঋণের পরিমাণ, সুদের হারসমূহের যৌক্তিকীকরণের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য নীতিমালা প্রণয়নের আশা করছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কতিপয় প্রধান খাত

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

মাননীয় স্পীকার

৫১। প্রথমেই আমি বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত সম্পর্কে আমাদের সরকারের পরিকল্পনা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব। উন্নয়ন কার্যক্রমে সার্বিক অগ্রাধিকার বিবেচনা করলে বৃহত্তর কৃষিখাতই হ'ল সবচেয়ে প্রধান। কিন্তু আমাদের সামনে আছে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট এবং এই সংকট দেশের বিনিয়োগ পরিবেশকে ব্যাহত করছে।

৫২। আমি অন্যান্য বাজেট পুস্তিকার সাথে **'বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত উন্নয়নে পথনকশা'** সংবলিত একটি প্রতিবেদন এই মহান সংসদে উপস্থাপন করছি। এ থেকে জাতি এ দু'টি খাতে আমরা যে বিরাট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছি তার একটি স্পষ্ট ধারণা যেমন পাবেন, তেমনি আমাদের সদিচ্ছা ও কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে পাঠকরা নিশ্চিত হবেন। অন্যদিকে, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ভবিষ্যৎ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এর অনিশ্চয়তা সে সম্বন্ধেও ওয়াকিবহাল হবেন। এই পথনকশায় আগামী পাঁচ বছরের কর্মপরিকল্পনাই সবিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে।

বিদ্যুৎ

বিদ্যুৎ ঘাটতি

৫৩। বিদ্যুৎ ঘাটতির কারণে জনগণের ভোগান্তি বেড়েছে, শিল্প উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্য। ২০০৯ সালের জানুয়ারি বিদ্যুৎ উৎপাদনে আমাদের সামর্থ্য (ডিরেটেড ক্ষমতা) ছিল ৫০০০ মেগাওয়াট, কিন্তু আমাদের প্রকৃত উৎপাদন ছিল মাসিক গড় অনুযায়ী ৩৫২৫ মেগাওয়াট। আমাদের সামর্থ্য এবং প্রকৃত উৎপাদনের মধ্যে এই বিরাট তফাতের কারণ হ'ল- প্রথমত, প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বিদ্যুৎ কেন্দ্র অত্যন্ত পুরনো এবং সেগুলোকে অবসর দেয়া উচিত। দ্বিতীয়ত, আমাদের গ্যাস সরবরাহ সবসময় যথোপযুক্ত না হওয়ায় অনেক বিদ্যুৎ কেন্দ্র অনেক সময় অচল থাকে। তৃতীয়ত, আমাদের সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা দারুণভাবে ত্রুটিপূর্ণ এবং অপর্যাপ্ত।

৫৪। ২০১০ সালের মে মাসে আমাদের উৎপাদনের ডিরেটেড ক্ষমতা ৫৫২০ মেগাওয়াটে উন্নীত হলেও প্রকৃত উৎপাদন মাসিক গড় ৪০৭০ মেগাওয়াটের বেশি হচ্ছে না। এক্ষেত্রে গ্যাস সংকট প্রধান অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছে। বিদ্যুৎ খাতে সংকটের অতিরিক্ত কারণ হ'ল আমাদের প্রলম্বিত টেন্ডার প্রক্রিয়া এবং অনেক সময় টেন্ডারের বিপরীতে যথোপযুক্ত সাড়া না পাওয়া। আমরা ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বরে ৫৩০ মেগাওয়াটের জন্য দরপত্র আহ্বান করে ৬৩টি দরপত্র পাই এবং ৩০০ মেগাওয়াটের জন্য এওয়ার্ড প্রদান করতে পেরেছি। একইসঙ্গে আইপিপি'র অধীনে ২০০০ মেগাওয়াট উৎপাদনের জন্য দরপত্র আহ্বান করে ব্যাপক সাড়া পেয়েছি। এই দরপত্র আহ্বান ও এওয়ার্ডের মাধ্যমে আমরা ক্রয় প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা এবং গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি এবং একইসঙ্গে বাজারমূল্যের একটি ধারণা পাওয়া গেছে। এর পরেই আমরা বিদ্যুৎ খাতকে জরুরি খাত হিসেবে ঘোষণা করেছি এবং রাষ্ট্রীয় জরুরি প্রয়োজন বিবেচনা করে বিদ্যুৎ ভাড়া/ক্রয়/উৎপাদনে সরাসরি পদ্ধতি গ্রহণ করেছি। এই উদ্যোগের আওতায় আমরা ইতোমধ্যে ১১০৭ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের চুক্তি সম্পাদন করেছি। যার মধ্যে দু'টি ডিজেল এবং ৯টি ফার্নেস ওয়েলভিত্তিক। আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা ২০১৫ সালের মধ্যে সর্বমোট ৯৪২৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা নিয়েছি।

২০১০	৭৯২ মেগাওয়াট
২০১১	৯২০ মেগাওয়াট
২০১২	২২৬৯ মেগাওয়াট
২০১৩	১৬৭৫ মেগাওয়াট
২০১৪	১১৭০ মেগাওয়াট
২০১৫	২৬০০ মেগাওয়াট

৫৫। এখানে উল্লেখ্য যে, নতুন কর্মপরিকল্পনায় আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদনের উৎস হিসেবে গ্যাস ছাড়াও ফার্নেস ওয়েল এবং ডিজেলকে বিবেচনায় নিয়েছি। এতে বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ বেশি পড়বে এবং যে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হবে তা ভর্তুকি এবং বিক্রয়মূল্যের নতুন বিন্যাস করে মেটাতে হবে। আমরা একইসঙ্গে কয়লা এবং আমদানিকৃত এলএনজিকেও বিদ্যুৎ উৎপাদনের উৎস হিসেবে চিন্তা করেছি এবং তাতে বাস্তবায়নে অতিরিক্ত সময় ব্যয় হবে।

বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ লাইন

৫৬। গত বাজেটে বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ সুবিধা জোরদার করার লক্ষ্যে পরবর্তী ৩ বছরের প্রতিশ্রুত ৮৩৭ কিলোমিটার নতুন সঞ্চালন লাইন,

১৭টি উপকেন্দ্র এবং ১৫ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি বিদ্যুৎ বিতরণ লাইনের মধ্যে জানুয়ারি ২০০৯ থেকে এখন পর্যন্ত ২৫২ কিলোমিটার নতুন সঞ্চালন লাইন, ১০টি উপকেন্দ্র এবং ৬ হাজার ৯১ কিলোমিটার বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার

৫৭। অনবায়নযোগ্য (Non-renewable) উৎস হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি আমরা নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে পরিবেশ-বান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সময় উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। ইতোমধ্যে ২০১৫ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৫ শতাংশ এবং ২০২০ সালের মধ্যে ১০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে **'নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা'** প্রণয়ন করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়নে Sustainable Energy Development Authority (SEDA) গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। একই সাথে আমরা বায়ু, বর্জ্য, সৌরশক্তি ইত্যাদি নবায়নযোগ্য উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি।

নবায়নযোগ্য উৎস হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন

৫৮। বিদ্যুতের বর্ধিত চাহিদা মেটানোর জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি বিভিন্নভাবে লোড/ডিমান্ড সাইড ম্যানেজমেন্টের চেষ্টা অব্যহত রয়েছে। শপিংমল ও দোকানপাট বন্ধের সময় পরিবর্তন করে প্রায় ৩৫০ মেগাওয়াট ও এলাকাভিত্তিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান/সুপার মার্কেটের সাপ্তাহিক বন্ধের সময় পরিবর্তন করে প্রায় ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের চাহিদা কমানো গেছে। এনার্জি সেভিং বাল্ব ব্যবহারের মাধ্যমেও আগামী জুনের মধ্যেই প্রায় প্রতিদিন ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সাশ্রয় করা সম্ভব হবে। এছাড়া বিল্ডিং কোডে সৌরশক্তির ব্যবহার অন্তর্ভুক্তকরণ, সরকারি প্রতিষ্ঠানে সৌরপ্যানেল স্থাপন ও Incandescent বাতির পরিবর্তে সাশ্রয়ী Compact Flourescent Lamp (CFL) বাল্ব ব্যবহার এবং সকল রাস্তার Conventional বাল্ব পরিবর্তন করে লেড ও সোলার বাল্ব ব্যবহারের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

চাহিদা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিদ্যুৎ সঞ্চয়

৫৯। আমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে চাই যে, আমাদের সরকার বর্তমান মেয়াদেই বিদ্যুৎ সমস্যার একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান বাংলাদেশের জনগণকে উপহার দিতে চায়। এলক্ষ্যে তাৎক্ষণিক, স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্প্রসারণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আমি আশা করছি, এখাতে সরকারের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়নের

বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা

মাধ্যমে ২০১২ সালের মধ্যে বিদ্যুতের চাহিদা ও উৎপাদনের পার্থক্য আমরা দূর করতে সক্ষম হব এবং ২০১৫ সালে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ, উন্নয়নের কোন প্রতিবন্ধকতা বলে বিবেচিত হবে না। লক্ষণীয় হ'ল যে, ভবিষ্যতে বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ অনেক বেড়ে যাবে এবং গ্যাস ছাড়াও অন্যান্য জ্বালানিসূত্রের ব্যবহার প্রসার লাভ করবে। তবে, বলে রাখা দরকার যে, অনেক সময় বিদ্যুৎ উৎপাদনের চুক্তি হওয়ার পরেও নানা কারণে উৎপাদন সময়মত হয় না। আমরা সে সম্বন্ধে অনেক সাবধানতা অবলম্বন করেছি কিন্তু তবুও হয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নে সময়ের কিছু হেরফের হতে পারে।

৬০। মোট কথা আমরা বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানকে সর্বাপেক্ষা অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করে এর উন্নয়নে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছি। আশা করছি, আমরা এখাতে উন্নয়নের বিরল এক নজির সৃষ্টি করতে সক্ষম হব।

জ্বালানি

মাননীয় স্পীকার

৬১। আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন মূলত প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধি এবং নতুন গ্যাসের উৎস আবিষ্কারে আমরা সবসময় সচেষ্ট থাকিনি। আমরা নবায়নযোগ্য উৎস হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে তেমন নজর দেইনি। আমরা আমাদের নিজস্ব সম্পদ কয়লা উত্তোলনেও তত দৃষ্টি দিইনি। ভবিষ্যৎ চিন্তা করে আমরা LNG (তরলীকৃত স্বাভাবিক গ্যাস) আমদানিরও কোন উদ্যোগ নেইনি। আমরা আণবিক শক্তি ব্যবহারের চিন্তা-ভাবনা অনেক দিন হয় ছেড়ে দিয়েছিলাম। এখন এই প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের সবিশেষ নজর দিতে হবে।

৬২। বর্তমানে দেশের ২৩টি গ্যাস ক্ষেত্রের মধ্যে ১৭টি গ্যাস ক্ষেত্র হতে দৈনিক প্রায় ২ হাজার মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। দেশের সার্বিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে ইতোমধ্যে সামগ্রিক গ্যাস চাহিদা প্রায় দৈনিক ২ হাজার ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট-এ উন্নীত হয়েছে। চাহিদার তুলনায় গ্যাস সরবরাহ অপ্রতুল হওয়ায় দেশে গ্যাস সংকট সৃষ্টিসহ বিভিন্ন স্থানে স্বল্পচাপ পরিস্থিতি বিরাজ করছে। সে কারণে যথাসম্ভব দ্রুত গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে গৃহীত/বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমসমূহ বেগবান করার লক্ষ্যে খনন কার্যক্রমের সিডিউল পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

গ্যাস উৎপাদন পরিস্থিতি

৬৩। গত বাজেটের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দেশের সমুদ্রাঞ্চলে ৩টি ব্লকে গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য ২টি কোম্পানির সাথে চুক্তিস্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বাপেক্স কাপাসিয়া, মোবারকপুর, সুন্দলপুর ও শ্রীকাইল ভূগঠনে অনুসন্ধান কূপ খননের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। দ্রুততার সাথে গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নতির লক্ষ্যে প্রচলিত ব্যবস্থার বাইরে উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য পেট্রোবাংলা হতে Fast Track Program গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, তৈল-গ্যাস অনুসন্ধানে বাপেক্সের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত বাজেটে প্রতিশ্রুত **'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল'** গঠন করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত একটি নীতিমালাও প্রণয়ন করা হয়েছে।

৬৪। দেশের সর্বত্র, বিশেষ করে, পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাস সুবিধা সম্প্রসারণে ৩৫৬ কিলোমিটার গ্যাস ট্রান্সমিশন পাইপলাইন নির্মাণ করা হবে। গাড়িতে ব্যাপকহারে রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার ক্রমবর্ধমান গ্যাস সংকটকে জটিল করে তুলছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের যথেচ্ছা ব্যবহার রোধে প্রি-পেইড মিটার ব্যবহারসহ একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। চলমান গ্যাস সংকটের কারণে স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো হতে দৈনিক প্রায় ৮০০ থেকে ১ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে না।

গ্যাস ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

৬৫। গত বাজেটে আমরা একটি যুগোপযোগী জ্বালানি ও কয়লানীতি চূড়ান্ত করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছিলাম। ইতোমধ্যে জাতীয় কয়লানীতির খসড়া প্রণীত হয়েছে এবং জ্বালানিনীতি হালনাগাদ করা হচ্ছে, যা শীঘ্রই চূড়ান্ত করা হবে। এছাড়া, বর্তমানে বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল) কর্তৃক উক্ত কয়লাক্ষেত্র হতে বার্ষিক ১ মিলিয়ন মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে। উত্তোলিত কয়লার মধ্যে বার্ষিক ৭ লক্ষ মেট্রিক টন কয়লা বড়পুকুরিয়ায় অবস্থিত ২৫০ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত হচ্ছে।

জ্বালানি ও কয়লানীতি

৬৬। আমি আগামী অর্থবছরে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন মিলিয়ে ৬ হাজার ১১৫ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাব করছি। এ বরাদ্দ চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ৬১.৫ শতাংশ বেশি।

কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন

কৃষি

৬৭। গত বাজেট বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম, ২০১২ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে চাই। সে ধারাবাহিকতায় আরো উল্লেখ করেছিলাম, কৃষিকে আমরা আলাদা করে দেখছি না। গ্রামীণ অকৃষি খাত, পল্লী উন্নয়ন তথা পল্লী অবকাঠামো, পল্লী বিদ্যুতায়ন, গ্রামীণ বসতি, ভূমি ও পানিসম্পদের ব্যবহার এবং গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশকে কৃষির সাথে আমরা এক করে দেখছি। এছাড়া, গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপশি সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে আরো বেগবান করা সম্ভব হবে বলেও আমি আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলাম।

কৃষি উন্নয়ন

৬৮। আমরা বিশ্বাস করি, কৃষির উন্নতি হলে কৃষক বাঁচবে, দেশ বাঁচবে। সে লক্ষ্যে আমরা এ বছরের বাজেটে সারের মূল্য কৃষকের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখতে চাই। এছাড়া, প্রাকৃতিক সারের ব্যবহার কৃষকদের মাঝে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে সারাদেশে ৯৭ লক্ষ পরিবারের মাঝে বসতভিটার চারদিকে জৈবসার, সবুজসার ও জীবাণু সারের মাধ্যমে কৃষিপণ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে একটি কার্যক্রম আমরা হাতে নিয়েছি।

৬৯। কৃষিতে বর্তমান সরকারের অন্যতম আর একটি বড় সাফল্য হল সারাদেশের ১ কোটি ৮২ লক্ষ কৃষক পরিবারের মধ্যে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ। এ কার্ডের মাধ্যমে ২০০৯-১০ অর্থবছরের বোরো মৌসুমে সারাদেশে প্রায় ৯২ লক্ষ বোরো চাষীকে ডিজেল ক্রয়ে সহায়তা বাবদ ৭৫০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। মাত্র ১০ টাকার মাধ্যমে কৃষি উপকরণ সহায়তার কার্ড প্রদর্শন করে কৃষকগণ এখন ব্যাংক একাউন্ট খুলতে পারছেন। এ কার্ডের মাধ্যমে ভবিষ্যতে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে কৃষি উপকরণ সহায়তা সরাসরি কৃষকের হাতে পৌঁছানো সম্ভব হবে বলে আশা করছি।

কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড

৭০। কৃষিপণ্যের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করার জন্য ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমে ভর্তুকি বাবদ ৩ হাজার ৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। পরবর্তীতে আমরা তা ৪ হাজার ৯৫০ কোটি টাকায় উন্নীত করেছি। আগামী ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটে আমি কৃষিখাতে ভর্তুকি বাবদ ৪ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি।

কৃষি কার্যক্রমে ভর্তুকি

৭১। কৃষির আর একটি প্রধান উপকরণ বীজ। কৃষকদের মাঝে উন্নতজাতের বীজ সরবরাহ কার্যক্রমের আওতায় ২০১০-১১ অর্থবছরে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর অধিদপ্তরের মাধ্যমে যথাক্রমে ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৪৫০ এবং ৮৪ হাজার ৮৩৮ মেট্রিক টন উন্নতমানের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া, বীজ সংরক্ষণের জন্য বীজ গুদামের ধারণক্ষমতা ৪০ হাজার মেট্রিক টন থেকে ১ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত করার কার্যক্রম চলছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে ১২ লক্ষ হেক্টর জমিতে হাইব্রিড ধানের চাষ এবং ১০ লাখ হেক্টর লবণাক্ত এলাকার ৫০ শতাংশ জমিতে লবণাক্ততা প্রতিরোধক ব্রী ৪৭ ধান আবাদের কার্যক্রম আমরা হাতে নিয়েছি।

কৃষি বীজ

৭২। মৃত্তিকা জরিপের মাধ্যমে মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা, ভূমিসম্পদ চিহ্নিতকরণ এবং উৎপাদন সক্ষমতা অনুযায়ী সঠিক ফসল উৎপাদনের পদক্ষেপ আমরা গ্রহণ করেছি। এ কার্যক্রমের আওতায় কৃষকের মাঝে ভূমি, মাটি, সার ব্যবহার সুপারিশ সহায়িকা হস্তান্তর, পাহাড়ী মাটির ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং লবণাক্ত মাটির ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রযুক্তি হস্তান্তর করা হয়েছে।

মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা

৭৩। অনেক দিন ধরে সেচ সুবিধার বিশেষ সম্প্রসারণ হয়নি। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ভূ-উপরস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচসুবিধা সম্প্রসারণ, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জমির জলাবদ্ধতা নিরসন, হাওর এলাকায় পানি নিষ্কাশন করে জমির আওতা সম্প্রসারণ ও একাধিক ফসল উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি করার পরিকল্পনা নিয়ে আমরা গত বাজেটে ৪২৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছিলাম। এসব কাজ করার জন্য ৩৭৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৬৬টি কর্মসূচির বাস্তবায়ন কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। এখাতে আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আগামী অর্থবছরে ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

সেচ ও জলাবদ্ধতা নিরসন

৭৪। চলতি অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠনের মাধ্যমে মোট ১১ হাজার ৫১২ কোটি টাকার কৃষিঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এপ্রিল ২০১০ পর্যন্ত কৃষিঋণ বিতরণ করা হয়েছে ৮ হাজার ৯৪৯ কোটি টাকা, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৬ শতাংশ বেশি। আগামী অর্থবছরে আমরা কৃষিঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ১২ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত করব।

কৃষিঋণ

৭৫। কৃষি গবেষণার মাধ্যমে ফসলের উন্নতজাত ও উন্নত উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবনের জন্য গত বাজেটে ১৮৫ কোটি ২১ লক্ষ টাকা রবাদ্দ প্রদান

কৃষি গবেষণা

করেছিলাম। এ অর্থ উন্নতজাতের ধান, বিশেষ করে লবণাক্ততা ও বন্যার পানি সহনশীল জাতের ধান উদ্ভাবনসহ কৃষি গবেষণা কার্যক্রমে ব্যয় হচ্ছে। আগামী অর্থবছর থেকে ইতোমধ্যে গঠিত কৃষি গবেষণা ফান্ড আমরা সচল করছি। এই ফান্ডের আকার বর্তমানে ৪১২ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। শস্যবûমুখীকরণের (crop-diversification) মাধমে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা (productivity) বৃদ্ধির লক্ষ্যে এন্ডাওমেন্ট ফান্ডে বরাদ্দকৃত অর্থ সদ্ব্যবহারের জন্য গবেষণা প্রস্তাব আহ্বান করা হয়েছে।

কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য

৭৬। এখন আমি যে বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হচ্ছে কৃষক যাতে তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পায় সেটা নিশ্চিত করা। এ বিষয়টির প্রতি জোর দিয়ে আমরা কৃষকের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের নিমিত্তে সারাদেশে **'কৃষক বিপণন দল'** (Farmers Marketing Group), **'কৃষক ক্লাব'** গঠনের পাশাপাশি উপজেলা পর্যায়ে ১২৮টি ও জেলা পর্যায়ে ৩০টি কৃষি বাজারের উন্নয়ন সাধনের পদক্ষেপও গ্রহণ করেছি। এছাড়া, উত্তরাঞ্চলের ১৫টি জেলায় ১টি করে পাইকারি বাজার অবকাঠামো এবং ১৬টি জেলায় ৬০টি গ্রোয়ার্স মার্কেট অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। এ সকল বাজারের সাথে লিংকেজ তৈরির জন্য ঢাকার গাবতলীতে একটি সেন্ট্রাল মার্কেট নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

কৃষিবীমা

৭৭। দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের উৎপাদিত শস্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিনষ্ট হওয়ার কারণে তাঁদেরকে শস্যমূল্য সহায়তার জন্য আমরা **'কৃষিবীমা'** চালু করার উদ্যোগ নিয়েছি।

৭৮। সর্বোপরি, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও এখাতের সার্বিক উন্নতি সাধনের জন্য জাতীয় কৃষিনীতি, জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি, জাতীয় বীজনীতি, সমন্বিত সার বিতরণ নীতিমালা এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা নীতি আমরা অনুসরণ করছি। ১৯৯৯ সনের জাতীয় কৃষিনীতি যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে **'জাতীয় কৃষিনীতি ২০১০'** প্রণয়নের কার্যক্রমও গ্রহণ করা হয়েছে।

৭৯। উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে আমি ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটে কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য ৭ হাজার ৪৯২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

প্রাণিসম্পদ

মাননীয় স্পীকার

৮০। গত বাজেট বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম, দেশের প্রোটিনের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে মাছ, দুধ, মুরগি ও গবাদিপশু উৎপাদনে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে আমাদের সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। তাই, আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী **'জাল যার জলা তার'** নীতির বাস্তবায়নের নিমিত্তে **'সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০০৯'** প্রণয়ন করেছে। যার সুফল প্রকৃত দরিদ্র মৎস্যচাষীগণ পেতে শুরু করেছেন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন

৮১। সরকার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও নদী তীরবর্তী সুফলভোগীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যাপক জাটকা নিধন প্রতিরোধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। চিংড়ি উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যন্ত সকল স্তরে নির্ধারিত মাননিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বজায় রাখার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া চিংড়ি চাষের ফলে পরিবেশ বিপর্যয়ের বিষয়টি কিভাবে কাটিয়ে ওঠা যায় সে সম্পর্কেও আমরা সক্রিয় চিন্তা-ভাবনা করছি।

জাটকা নিধন প্রতিরোধ এবং চিংড়ি ও পরিবেশ

৮২। মাংস ও দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে খামারিদের প্রণোদনা এবং সহায়তা প্রদানের কার্যক্রম চলছে। প্রাণিসম্পদ খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য সিমেন উৎপাদন, প্রুভেন ষাঁড় উৎপাদন, কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম এবং ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে গবাদিপশুর জেনেটিক বৈশিষ্ট্য উন্নয়ন ও শংকর জাতের পশুসংখ্যা বৃদ্ধি কার্যক্রমও আমরা চালিয়ে যাচ্ছি।

প্রাণিসম্পদ খাতে প্রণোদনা ও উন্নয়ন

৮৩। ২০১০-১১ অর্থবছরে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির টিকা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৪১ কোটি ৬৩ লক্ষ ডোজ। টিকা উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য টিকা উৎপাদন প্রযুক্তি আধুনিকীকরণ ও গবেষণাগার সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। স্বল্পমূল্যে হাঁস-মুরগির বাচ্চা সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য হ্যাচারিসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার স্থাপন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

টিকা উৎপাদন ও সরবরাহ

৮৪। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে আগামী অর্থবছরের বাজেটে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে আমি ৮৬১ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

পানিসম্পদ

মাননীয় স্পীকার

৮৫। কৃষিনির্ভর অর্থনীতির উন্নয়নে পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা অপরিহার্য। আমরা আমাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী পানিসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে নদী খনন, পানি ধারণ, বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, লবণাক্ততা রোধ এবং সমুদ্র হতে ভূমি উদ্ধার প্রকল্পসহ গঙ্গা ব্যারেজ নির্মাণের মত বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এ লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠিত হয়েছে। ইতোমধ্যে আমরা **'পানি ব্যবহার নীতিমালা'**-এর খসড়া প্রণয়ন এবং **'পানিসম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২'** সংশোধন করেছি।

পানিসম্পদের উন্নয়ন

৮৬। গত বাজেটে আমাদের অঙ্গীকার ছিল আমরা গড়াই নদী পুনরুদ্ধার করব। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার সাথে সাথেই বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহে দ্রুততম সময়ে ৯৪২ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৪ বছর মেয়াদি গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পের কাজ আমরা হাতে নিয়েছি এবং বর্তমানে গড়াই নদী খনন কাজ চলছে।

গড়াই পুনরুদ্ধার

৮৭। পানি সম্পদের যথার্থ ব্যবহার এবং পরিবেশ সংরক্ষণের স্বার্থে টেকসই নদী ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরি। ক্যাপিটাল ড্রেজিং-এর মাধ্যমে নদীশাসন ও টেকসই নদী ব্যবস্থাপনার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষ ১৫ বছর মেয়াদি 'Captial Dredging and River Management Strategy of Bangladesh' শীর্ষক একটি কর্মকৌশল সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে। এতে বিশদ সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসহ স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা থাকবে। চলতি অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ড্রেজিং ও পদ্মা সেতু বাবদ ১ হাজার ৫৮৮ কোটি টাকার একটি থোক বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি।

নদীশাসন ও টেকসই নদী ব্যবস্থাপনা

৮৮। এছাড়া, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বৃহত্তর জেলাসমূহে (রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর ও বরিশাল) সমন্বিত গঙ্গার পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এ অঞ্চলের প্রবৃদ্ধি ও পরিবেশ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে গঙ্গা নদীর ওপর ব্যারেজ নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের বিষয়ে আমরা অনুমোদন দিয়েছি। আগামী বছরের মধ্যে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ সম্পন্ন করে ব্যারেজ নির্মাণের নকশা চূড়ান্ত করে বাস্তবায়ন কাজ আরম্ভ করা যাবে বলে আশা করছি।

গঙ্গার পানি ব্যবস্থাপনা

৮৯। নদী ভাঙ্গনের হাত থেকে দেশের ভূখণ্ড, ছোট-বড় শহর এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষার জন্য ২০১০-১১ অর্থবছরে ২৭০ কিলোমিটার বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও ২ হাজার ৫২০ কিলোমিটার মেরামত, ১ হাজার ৬০০টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ/মেরামত, ৪০ কিলোমিটার নতুন নদী তীর সংরক্ষণ এবং ৭৫ কিলোমিটার মেরামত কাজের লক্ষ্যমাত্রা আমরা নির্ধারণ করেছি।

নদী ভাঙ্গন রোধ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ

৯০। সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আগামী ২০১০-১১ অর্থবছরে ১৫ হাজার হেক্টর এলাকায় সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করা হবে। এছাড়াও ২৫ কিলোমিটার সেচ খাল খনন, ৩৭০ কিলোমিটার পুনঃখনন, ২০টি সেচ অবকাঠামো নির্মাণ এবং ৭০টি অবকাঠামো পুনঃনির্মাণ ও ৩টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হবে। ফলে প্রান্তিক ও দরিদ্র চাষীরা সেচ সুবিধা পাবেন এবং ৩ কোটি কর্মদিবস কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ

৯১। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের ১৯টি জেলা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার। এ প্রেক্ষিতে উপকূলীয় অঞ্চলে সার্বিক ও সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। লবণাক্ততার ঝুঁকিপূর্ণ বর্তমান ২৬.৩৭ লক্ষ হেক্টর এলাকার মধ্যে প্রায় ১২.৪০ লক্ষ হেক্টর রক্ষা করা হয়েছে এবং এভাবে প্রতিবছর অতিরিক্ত ২০ হাজার হেক্টর এলাকাকে লবণাক্ততামুক্ত করার কর্মসূচি নেয়া হবে। উপকূলীয় এলাকায় বেড়িবাঁধ নির্মাণ করে ১৮ হাজার হেক্টর ভূমি পুরুদ্ধারের ব্যবস্থা নেয়া হবে। এছাড়া, প্রায় ১১ হাজার ৫৫ হেক্টর এলাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ১৬ হাজার পরিবারকে পুনর্বাসন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

লবণাক্ততার ঝুঁকি হ্রাস

৯২। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর এলাকার জনগণ অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অধিক দারিদ্র্যপীড়িত। আগাম পাহাড়ী ঢলে এসব এলাকায় ফসল প্রায়ই বিনষ্ট হয়। ফসল রক্ষা এবং ঢেউয়ের আঘাত থেকে রক্ষাসহ হাওর এলাকার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমগ্র হাওর ও জলাভূমির অতীত ও বর্তমান অবস্থা মূল্যায়ন করে লাগসই ও টেকসই প্রায়োগিক কৌশল ও ব্যবস্থাপনার একটি সমন্বিত মাস্টার প্লান তৈরি করা হচ্ছে।

হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন

৯৩। তাছাড়া, ঢাকা মহানগরীর চারপাশে বহমান নদীগুলোতে বিশুদ্ধ পানি প্রবাহ অব্যাহত রেখে পরিবেশ উন্নত করা, অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করা, নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে এনে নৌ-চলাচল

ঢাকার চারপাশে বহমান নদীগুলোতে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ

অব্যাহত রাখা এবং নদীগুলোকে স্ব-প্রশস্ততায় প্রবাহে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, পুংলি ও ধলেশ্বরী নদীসমূহে পানি প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে এবং দূষণ সমস্যা বহুলাংশে হ্রাস পাবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই ঢাকা সমন্বিত বন্যা প্রতিরোধ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঢাকা মহানগর এলাকার মধ্যে শুধুমাত্র পশ্চিমাংশের ১৩৬ বর্গ কিলোমিটার এলাকা বন্যামুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। পূর্বাংশের প্রায় ১২৪ বর্গ কিলোমিটার এলাকা এখনও বন্যাপ্রবণ এলাকা হিসেবেই রয়ে গেছে। এই বৃহৎ এলাকাকে বন্যামুক্ত করার লক্ষ্যে আমরা একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছি। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে পশ্চিমাঞ্চলের ন্যায় পূর্বাঞ্চলকেও বন্যা ও জলাবদ্ধতার হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

৯৪। আমি আগামী অর্থবছরে পানিসম্পদ খাতে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে ২ হাজার ৪৯ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

পল্লী উন্নয়ন

মাননীয় স্পীকার

৯৫। গ্রামপ্রধান আমাদের এদেশের উন্নয়ন মূলত পল্লী-উন্নয়নের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। কৃষি ও পল্লীখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে আমরা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি। চলতি অর্থবছরে আমরা ৩ হাজার ৬২০ কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন করেছি এবং রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামত করেছি ৯ হাজার ২৩০ কিলোমিটার। ২০১০-১১ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে ৩ হাজার ৯০০ কিলোমিটার নতুন সড়ক নির্মাণ এবং ১৬ হাজার ৫০০ কিলোমিটার সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করার পরিকল্পনা আমরা হাতে নিয়েছি। এছাড়া ২০১০-১১ অর্থবছরে ২০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, ২০৭টি গ্রামীণ হাট-বাজার উন্নয়ন এবং ১৮ হাজার ৬০০ কিলোমিটার সড়কে বনায়নের লক্ষ্যমাত্রা আমরা নির্ধারণ করেছি। এর ফলে বিপুলসংখ্যক গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।

পল্লী অবকাঠামো ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি

৯৬। **'একটি বাড়ি একটি খামার'** আমাদের আর একটি প্রতিশ্রুত প্রকল্প। এ প্রকল্পকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা সুনির্দিষ্ট কর্মকাণ্ড ও কর্মকৌশল স্থির করেছি। প্রকল্পটি ২০০৯ হতে ২০১৪ মেয়াদে মোট ১ হাজার ১৯৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে ৫টি গ্রাম এবং প্রতিটি গ্রাম থেকে আমরা ৬০টি পরিবারকে এ কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসার কার্যক্রম শুরু

একটি বাড়ি একটি খামার

করেছি। এতে ৫ লক্ষ ৭৮ হাজার ৪০০ পরিবারকে এ কার্যক্রমের আওতায় আনা যাবে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকারভোগীর সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ২৯ লক্ষ।

বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানি সরবরাহ

৯৭। আগামী ২০১১ সালের মধ্যে সবার জন্য বিশুদ্ধ এবং নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার বিষয়ে গত বাজেটে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলাম। সে লক্ষ্যে ইতোমধ্যে আমরা বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। ২০১০-১১ অর্থবছরে সারাদেশে নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ২ লক্ষ পানির উৎস নির্মাণের পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করেছি। গ্রামাঞ্চলে ৪১ হাজার ৮৫০টি নিরাপদ পানির উৎস নির্মাণের কার্যক্রম চলমান। ১৩৩টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অচিরেই নতুন আরও ১৫৫টি পৌরসভাকে পানি সরবরাহ কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসা হবে।

নগরবাসীর পানির চাহিদা

৯৮। ঢাকা শহরে প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ নগরবাসীর পানির চাহিদা মেটানোর জন্য দৈনিক ১৯৫ কোটি লিটার পানি উৎপাদন করা হচ্ছে। চলতি অর্থবছরে ৪৬টি গভীর নলকূপ স্থাপন এবং ৪৫ কিলোমিটার পানি সরবররাহ লাইন পুনঃস্থাপন করা হয়। আগামী ২০১০-১১ অর্থবছরে ঢাকা শহরে আরো ৯৭টি গভীর নলকূপ স্থাপন এবং ৬৩ কিলোমিটার পানির লাইন পুনঃনির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা আমরা নির্ধারণ করেছি।

মাননীয় স্পীকার

ভূ-উপরিস্থ উৎসের ওপর নির্ভরতা বাড়ানো

৯৯। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর প্রতিবছর হ্রাস পাওয়ায় ঢাকাসহ দেশের অনেক অঞ্চলে অনেক গভীর নলকূপ অকেজো হয়ে পড়ছে। এ সমস্যা নিরসনকল্পে ভূগর্ভস্থ ও ভূউপরিস্থ উৎসের ওপর নির্ভরতা ৫০ঃ৫০ করার লক্ষ্যে ৫ বছরমেয়াদি পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করেছি। এ পরিকল্পনার আওতায় দৈনিক ২২ কোটি ৫০ লক্ষ লিটার পানি সরবরাহের নিমিত্তে সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার নির্মাণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের কাজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিগত এপ্রিল মাসে উদ্বোধন করেছেন। এর বাইরে দৈনিক ৪৫ কোটি লিটার পানি সরবরাহের নিমিত্তে পাগলা/কেরানিগঞ্জ পানি শোধনাগার প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। চট্টগ্রাম ও খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পানি সরবরাহ বাড়ানোর জন্য আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

স্যানিটেশন

১০০। সবার জন্য স্যানিটেশন আমাদের সরকারের আরেকটি অগ্রাধিকার কর্মসূচি। দেশের সকল মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের সঙ্গে

স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ কারণে বর্তমান বছরে আমরা ৫ লক্ষ স্যানিটারি ল্যাট্রিন উৎপাদন ও স্থাপন কার্যক্রম শুরু করেছি। আগামী ২০১০-১১ অর্থবছরে আরও ১ লক্ষ ৯ হাজার সেট স্যানিটারি ল্যাট্রিন উৎপাদন ও স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হবে।

১০১। আমরা ২০১০ সালের মধ্যে জন্মনিবন্ধীকরণ শতভাগে উন্নীতকরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। জন্মনিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ১৬টি নাগরিক সুবিধা পেতে হলে জন্মসনদ দেখানোর বিধান প্রবর্তন করছি।

গ্রামীণ আবাসন

১০২। আমি আমার গত বাজেট বক্তৃতায় বলেছিলাম, আমাদের জমির স্বল্পতা এবং একইসঙ্গে তার উৎপাদন ক্ষমতা বিবেচনা করে আমাদের জমি ব্যবহারে অত্যন্ত দূরদর্শী হতে হবে। গ্রামীণ এলাকায় নানা স্থাপনা জমির অপচয় সাধন করে সেজন্য আমাদের প্রয়োজন জমির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে পরিকল্পিত জনবসতি কেন্দ্র গড়ে তোলা। গ্রামীণ এলাকায় বিভিন্ন সেবা সরবরাহের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করে এরই চারপাশে জনবসতি গড়ে তুলতে হবে। এ ধরনের জনবসতি কেন্দ্র তৈরিতে ব্যক্তি-উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। এ ধরনের কার্যক্রমে সরকারি ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি প্রণোদনা দেয়ার চিন্তা আমরা করছি।

১০৩। আগামী অর্থবছরে পল্লী উন্নয়ন ও স্থানীয় সরকারের জন্য উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতে ১০ হাজার ৩০৯ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এ বরাদ্দ ২০০৯-১০ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দের চেয়ে ১৮.৮ শতাংশ বেশি।

পল্লী বিদ্যুতায়ন

১০৪। পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ পল্লী জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটায়। ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা ও মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার সাথে তাল মিলিয়ে বিগত এক বছরে বিদ্যুতায়িত গ্রামের পরিমাণ ২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৬৭ শতাংশে, মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৫ লক্ষ বৃদ্ধি পেয়ে ৮১ লক্ষে এবং মোট বিতরণ লাইনের পরিমাণ ৩ হাজার ৫০০ কিলোমিটার বৃদ্ধি পেয়ে ২ লক্ষ ২১ হাজার ৮৩৩ কিলোমিটারে পৌঁছেছে। বর্তমানে পল্লীবিদ্যুৎ বোর্ড সারাদেশে প্রায় ২ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। কিন্তু এজন্যে যে ধরনের প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন তা মোটেই নেই। পল্লী বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাকে সংস্কার করে ঢেলে সাজাতে হবে।

খাদ্য নিরাপত্তা

মাননীয় স্পীকার

১০৫। গত বাজেট বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম, এদেশের হতদরিদ্র মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা একটি খাদ্য নীতিমালা প্রণয়ন করে কর্মপরিকল্পনার কাজ সম্পন্ন করেছি। ইতোমধ্যে জাতীয় খাদ্যনীতি যুগোপযোগী করা হয়েছে এবং কর্মপরিকল্পনা পরিবীক্ষণের নিমিত্তে মনিটরিং রিপোর্ট ২০১০ প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ২০০৯ সালে রোমে কৃষি ও খাদ্য শীর্ষ সম্মেলন বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তার দিকে সকলের নজর আকর্ষণ করেছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম এখন বিবেচনা করা হচ্ছে। যেমন- জলপ্রবাহ থেকে সেচ, খাদ্য গুদামজাতকরণের উন্নত ব্যবস্থা, সহজ মূল্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা, খাদ্য নিরাপত্তার জন্য ন্যূনতম মজুদ সংরক্ষণ এবং হতদরিদ্র ও বঞ্চিতের জন্য খাদ্য নিরাপত্তাবেষ্টনি প্রণয়ন। এইসব বিভিন্ন উপদান বিবেচনা করে আমরা আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রম প্রণয়ন করছি।

১০৬। চলতি অর্থবছরে বিভিন্ন খাদ্য নিরাপত্তা বেষ্টনি কর্মসূচির আওতায় প্রায় ১৬ লক্ষ ৪ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে। এসব কর্মসূচির মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২ কোটি ২ লক্ষ। আগামী ২০১০-১১ অর্থবছরে ভিজিএফ খাতে ৫ লক্ষ ৫০ হাজার মেট্রিক টন, কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) খাতে ৪ লক্ষ মেট্রিক টন, ভিজিডি খাতে ২ লক্ষ ৬৫ হাজার মেট্রিক টন, টেস্ট রিলিফ (টিআর) খাতে ৪ লক্ষ ১০ হাজার মেট্রিক টন, খয়রাতি সাহায্য (জিআর) খাতে ৮০ হাজার মেট্রিক টন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য ৭৫ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ করার প্রস্তাব করছি। ভিজিএফ এবং খয়রাতি সাহায্য (জিআর) মূলতঃ দুর্যোগ ও মন্দাকালীন কর্মসূচি। এ কর্মসূচি দু'টি ক্ষুধা ও ক্রান্তিকালীন সংকট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তবে, এক্ষেত্রে একটি বিষয়ের দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, এ কর্মসূচিগুলো যেন কর্মক্ষম প্রান্তিক জনসাধারণকে কর্মবিমুখ না করে তোলে। সে দৃষ্টিকোণ থেকে এ কর্মসূচি সংক্রান্ত পরিকল্পনা পুনর্বিন্যাসের সক্রিয় চিন্তা-ভাবনা আমরা করছি। দুর্যোগকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য ১৬ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য মজুদ নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা থাকবে।

খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি

১০৭। গত বাজেটে আমি আরও অঙ্গীকার করেছিলাম অতিরিক্ত প্রায় ৪ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য সংরক্ষণের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করব। সে অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যে খাদ্যশস্য সংরক্ষণে

খাদ্যশস্য সংরক্ষণের ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধি

ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য চলতি অর্থবছরে দেশের উত্তরাঞ্চলে **১৩৯টি** খাদ্যগুদাম নির্মাণ কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। এছাড়াও, সারাদেশে **২** লক্ষ **১৯** হাজার মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার **৩৩৩টি** নতুন খাদ্যগুদাম নির্মাণের লক্ষ্যে **২টি** প্রকল্প একনেকের চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

যোগাযোগ খাত

মাননীয় স্পীকার

১০৮। আমি গত বাজেট বক্তৃতায় যোগাযোগ খাতের সমন্বিত উন্নয়নের কথা বলতে গিয়ে একটি Integrated Multimodal Transport Policy (IMTP) প্রণয়নের কথা বলেছিলাম। কেননা, আমাদের দেশে সড়কক্ষেত্র যেভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে, সেভাবে রেলপথ কিংবা নৌপথের কোন উন্নয়ন হয়নি। এ অসামঞ্জস্যতা দূর করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে আমরা এসংক্রান্ত একটি নীতি প্রণয়ন করেছি যা চূড়ান্ত করার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। আশা করি নীতিটি চূড়ান্ত হলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় সমন্বিত উন্নয়ন ঘটবে। এখন আমি দেশের যোগাযোগ খাতের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে আমার বক্তব্য উপস্থাপন করছি।

সড়ক ও সেতু

পদ্মা সেতু

১০৯। আমি পদ্মা সেতুর নির্মাণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করার কথা বলেছিলাম। ইতোমধ্যে এ সেতুর scheme design চূড়ান্ত করা হয়েছে। ডিজাইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। আশার কথা হচ্ছে, সেতু নির্মাণের সম্ভাব্য ব্যয় মেটানোর জন্য ২.৪ বিলিয়ন ডলার সহজ শর্তে ঋণ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা পাওয়া গিয়েছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১০ সালের মধ্যে সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে ২০১৩ সালে সেতু নির্মাণ সম্পন্ন হবে। এই প্রথম কোন বৃহৎ প্রকল্প এত অল্প সময়ের মধ্যে বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় পদ্মা সেতু ও বেকুটিয়া সেতু

১১০। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর যাতায়াত ব্যবস্থাসহ তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনায় এনে পাটুরিয়া-গোয়ালন্দ এলাকায় প্রায় ৬ কিলোমিটার দীর্ঘ দ্বিতীয় পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণের পদক্ষেপও আমরা গ্রহণ করেছি। এছাড়া বরিশাল ও

খুলনা বিভাগের মধ্যে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের লক্ষ্যে পিরোজপুর-ঝালকাঠি সড়কে কচা নদীর ওপর গুরুত্বপূর্ণ বেকুটিয়া সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছি।

১১১। গত বাজেটে আমার আর একটি ঘোষণা ছিল রাজধানীতে পরিবেশ-বান্ধব নগর পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান যানজট নিরসনে ব্যবস্থা নেয়া। সে ঘোষণার সূত্রে আমি বলতে চাই, এ শহরের যানজট সমস্যা একটি নিত্য-নৈমিত্তিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে যা দৈনিক কয়েক হাজার শ্রমঘন্টা নষ্ট করছে। সে কারণে আগামী অর্থবছরে আমরা সিএনজি'র দাম বৃদ্ধি করে গাড়ি আমদানির ওপরে শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করছি। এছাড়া, ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে উত্তরা হতে যাত্রাবাড়ী পর্যন্ত প্রায় ৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ Elevated Expressway নির্মাণের পদক্ষেপ আমরা গ্রহণ করেছি। এর বাইরে বিশ্বরোড, বিমানবন্দর সড়কের সংযোগস্থলে ও মিরপুর হতে বিমানবন্দর সড়কে ফ্লাইওভার এবং বনানী রেলক্রসিংয়ে ওভারপাস নির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে।

যানজট নিরসন

রেলপথ

মাননীয় স্পীকার

১১২। আপনি আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, যোগাযোগের ক্ষেত্রে রেলওয়ে কম ঝুঁকিপূর্ণ ও মালামাল পরিবহনে সাশ্রয়ী। এ কারণেই আমরা এ খাতের উন্নয়নে সবসময়ই সচেষ্ট। আমি আমার গত অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় বলেছিলাম বাংলাদেশ রেলওয়েকে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের পাশাপাশি রেলওয়েকে ঢেলে সাজাতে চাই এবং বাংলাদেশ রেলওয়েকে ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ের সঙ্গে যুক্ত করতে চাই। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের সংস্কার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলদেশ রেলওয়েকে একটি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের কাজ এগিয়ে চলছে। ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়েতে যুক্ত হওয়ার বিষয়ে এবং এর বিকল্প রুট নিয়েও আমরা চিন্তা করছি। এছাড়া রেলপরিবহন খাতের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তা সমাধানের জন্য ২০ বছর মেয়াদি মাস্টার প্লান বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। **পাতাল রেল** নির্মাণের ওপর একটি মাস্টার প্লান প্রণয়ন করা হচ্ছে।

রেলওয়ে সংস্কার

১১৩। বাংলাদেশ রেলওয়ে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে প্রায় ৩ হাজার ৬০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ে সেক্টর ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্টের চলমান কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। সে কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রায় ৩ হাজার কোটি

রেলপথ সম্প্রসারণ

টাকা ব্যয়ে উপ-আঞ্চলিক রেল যোগাযোগ পুনঃস্থাপনসহ ৬৮৬ কিলোমিটার রেলপথ সংস্কার এবং টঙ্গী-ভৈরববাজার সেকশনের ডাবল লাইন নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। তারাকান্দি হতে বঙ্গবন্ধু সেতু পর্যন্ত রেল সংযোগ বর্তমান অর্থবছরে সমাপ্ত হবে। এ লাইন চালুর মাধ্যমে পশ্চিমাঞ্চলের সাথে স্বল্প সময়ে বৃহত্তর ময়মনসিংহসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হবে। এছাড়া, রাজধানী ঢাকার ওপর জনসংখ্যার চাপ কমানোর উদ্দেশ্যে ঢাকার চারপাশে **সার্কুলার রেল** স্থাপনের বিষয়ে আমি গত বাজেটে উল্লেখ করেছিলাম। যদিও এবিষয়ে অগ্রগতি খুবই সামান্য, তবুও আমি আশা করি আগামীতে আমরা এবিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারব।

১১৪। আগামী অর্থবছরে সড়ক ও রেলপথ বিভাগ এবং সেতু বিভাগের অনুকূলে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে মোট ৭ হাজার ৫৪৯ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি – যা গত অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের চেয়ে ২৬.৬ শতাংশ বেশি।

নৌ-পরিবহন

মাননীয় স্পীকার

১১৫। নদীমাতৃক এদেশের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগে নৌপথের নাব্যতা বৃদ্ধি ও নৌবন্দরসমূহের উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এজন্য সমন্বিত ড্রেজিং কার্যক্রম অপরিহার্য। সমন্বিত এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে সমুদ্রবন্দরগুলোর প্রধান প্রধান চ্যানেল ও অভ্যন্তরীণ নৌযান চলাচলের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ চ্যানেলসমূহের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৪৮ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে কাজ শুরু করে। ইতোমধ্যে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ তথা পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া, মাওয়া-চর জানাজাত, ঢাকা-বরিশাল, পাটুরিয়া-বাঘাবাড়ী এবং ভৈরব-ছাতক নৌ-রুটসহ আরো কিছু রুটে ড্রেজিং কার্যক্রম চলমান আছে। এ সকল রুটে ড্রেজিং কার্যক্রম সম্পন্ন হলে তা নৌ চলাচলের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে।

নদীপথের নাব্যতা বৃদ্ধি

১১৬। আমাদের আর একটি ঘোষিত অঙ্গীকার ছিল চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও মংলা বন্দরকে অধিকতর কার্যকর করা। এ অঙ্গীকার পূরণে আমরা সচেষ্ট আছি। ইতোমধ্যে ৫ শত কোটি টাকা ব্যয়ে নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এ টার্মিনালের সুবিধাদি আরো বাড়ানোর জন্য প্রায় ১১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে আরো

চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি

একটি প্রকল্প আমরা হাতে নিয়েছি। মংলা বন্দরের জন্য কার্গো হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলছে। এ বন্দরে ৯ মিটার ড্রাফটের জাহাজ হ্যান্ডলিং-এর সুবিধার্থে ড্রেজিং কার্যক্রম চলছে। এছাড়া এ বন্দরের উন্নয়নে মাল্টি-পারপাজ জেটি নির্মাণ, পশুর নদী ও পোতাশ্রয় এলাকায় খনন কার্যক্রমের জন্য বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

১১৭। সোনাদিয়ায় গভীর সমুদ্রবন্দর স্থাপনের লক্ষ্যে বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তির প্রচেষ্টা নেয়ার পাশাপাশি প্রকল্পের বিস্তারিত ডিজাইন প্রণয়নের উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে।

গভীর সমুদ্রবন্দর স্থাপন

এর বাইরে আমাদের আর একটি অঙ্গীকার ছিল ১২টি স্থলবন্দর BOT (Build, Operate and Transfer) ভিত্তিতে উন্নয়ন ও পরিচালনা কার্যক্রমের। এর অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ৫টি বন্দরে BOTভিত্তিক অপারেটর নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। আরো ৫টি বন্দরের জন্য অনুরূপ নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে।

১১৮। রাজধানী ঢাকার জলপরিবহন সমস্যার সমাধান ও যানবাহনের ওপর চাপ কমানোর নিমিত্তে ঢাকা শহরের চারদিকে বৃত্তাকার নদীপথ চালুকরণ প্রকল্পকে শক্তিশালী

ঢাকাকে ঘিরে বৃত্তাকার নৌপথ

ও কার্যকর করার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের অঙ্গীকারও আমি গত বাজেটে করেছিলাম। এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে আশুলিয়া হতে ডেমরা পর্যন্ত নৌপথে, বাড্ডা, গোবিন্দপুর ও রামপুরায় ড্রেজিং কার্যক্রম চলমান এবং ইছাপুর ও বেরাইদ এলাকায় ড্রেজিং ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ : ডিজিটাল বাংলাদেশ

মাননীয় স্পীকার

১১৯। আমি আমার ষান্মাষিক বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনে বলেছিলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার তাঁর নির্বাচনী ইশতেহারে প্রকাশ করে জাতিকে যে নতুন স্বপ্ন দেখিয়েছেন, জাতি আজ তার

টেলিফোন ও ইন্টারনেটের আওতা সম্প্রসারণ

সুযোগ্য নেতৃত্বে সেই স্বপ্ন পূরণে ব্রতী হয়েছে। নির্বাচনী অঙ্গীকার মতে আমরা গত বাজেটে জনগণের ইন্টারনেট ও তথ্য-যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে টেলিফোন ও ইন্টারনেটের আওতা বাড়ানো এবং সেবার মূল্য কমানোর প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলাম। আমরা দাবি করতে পারি যে, আমাদের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে আমরা বহুলাংশে সফল।

১২০। দেশের পার্বত্য জেলাগুলোসহ সকল উপজেলাকে মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসাসহ ইন্টারনেট সুবিধা গ্রহণের ব্যবস্থা আমরা করেছি।

ডিজিটাল অবকাঠামো

আগামী ৫ বছরের মধ্যে দেশের সকল উপজেলাকে ইন্টারনেট সুবিধার আওতায় আনার কাজও অনেকখানি এগিয়েছে। যেসব উপজেলায় ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ আছে সেখানে ডায়ালআপ ইন্টারনেট সংযোগ চালু করা হয়েছে। দেশব্যাপী ইন্টারনেট সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য প্রতিশ্রুত অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের জন্য Next Generation Network (NGN) ভিত্তিক টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থা প্রকল্পের মাধ্যমে ২০০টি উপজেলাকে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের আওতায় এনে ব্রডব্যান্ড সংযোগ প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দ্রুতগতিসম্পন্ন ব্রডব্যান্ড সার্ভিস প্রদানের জন্য ২টি WiMAX লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। ৪ হাজার ৪০৯টি ইউনিয়ন পরিষদ ভবনকে অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগের আওতার মধ্যে আনা হবে। অল্পসময়ের মধ্যে সারাদেশে এক কোটি ল্যান্ডফোন সংযোগ প্রদান ও দেশের ৮ হাজার গ্রামীণ ডাকঘরকে পর্যায়ক্রমে কমিউনিটি ইনফরমেশন সেন্টারে রূপান্তরের প্রক্রিয়াও ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে।

১২১। সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে দেশে টেলিডেনসিটি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে এ টেলিডেনসিটি প্রতি ১০০ তে ৩৮ জনে উন্নীত হয়েছে এবং ইন্টারনেট

দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল

ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রতি ১০০ তে ৬ জনে উন্নীত হয়েছে। এছাড়া, গত বাজেটে আমাদের আরেকটি অঙ্গীকার ছিল দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলের সঙ্গে বাংলাদেশকে যুক্ত করা। নতুন এ সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগ স্থাপনের জন্য লাইসেন্সিং নীতিমালা ইতোমধ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এর ওপর জনগণের মতামত আহবান করা হয়েছে।

বেসামরিক বিমান পরিবহন

মাননীয় স্পীকার

১২২। আপনি জানেন ক্ষমতা গ্রহণের পর বেসামরিক বিমান পরিবহনের উন্নয়নে আমরা বহুমুখী কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। এরই মধ্যে ঢাকার অদূরে সর্বাধুনিক সুযোগ-

নতুন সর্বাধুনিক বিমানবন্দর

সুবিধা সংবলিত **'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর'** নির্মাণের উদ্দেশ্যে প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহনের প্রাণকেন্দ্র (HUB) হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার সকল সুবিধাদি থাকবে।

১২৩। এছাড়া, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আধুনিকায়নের কাজ ২০১১-১২ অর্থবছরে সমাপ্ত হবে। এর বাইরে ইতোমধ্যে কক্সবাজার এবং বরিশাল বিমানবন্দরের উন্নয়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে যার বাস্তবায়ন আগামী অর্থবছর থেকে শুরু হবে। তাছাড়া, **'খান জাহান আলী স্টল পোর্ট'**কেও পূর্ণাঙ্গ অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরে রূপান্তরের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই কাজ চলছে।

অন্যান্য বিমান বন্দরের উন্নয়ন

১২৪। বাংলাদেশ বিমানকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে ২০১৩-২০১৫ সালের মধ্যে বোয়িং কোম্পানির ১০টি নতুন প্রজন্মের উড়োজাহাজ ক্রয়ের একটি চুক্তি রয়েছে। ইতোমধ্যে ২টি উড়োজাহাজ ক্রয়ের প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত করা হয়েছে। এছাড়া বিমানে ভ্রমণ ও মালামাল পরিবহনকে ই-বাণিজ্যের আওতায় নিয়ে আসা এবং বিমানের পণ্য পরিবহনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বাংলাদেশ কাস্টমসকেও Automation-এর আওতায় আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ বিমানের বিভিন্ন প্রকার সার্ভিস ডেলিভারি সহজীকরণ, নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানটিতে দুর্নীতি অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। বিমানের কিন্তু এখনও অনেক সমস্যা বিদ্যমান। প্রতিষ্ঠানটির জনবল কাঠামো ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন এবং এর চরিত্রটি পেশাজীবী সংস্থায় রূপান্তর করতে হবে।

বাংলাদেশ বিমানের সক্ষমতা বৃদ্ধি

মানবসম্পদ উন্নয়ন

মাননীয় স্পীকার

১২৫। **'মানবসম্পদ উন্নয়ন'** আমাদের সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এই প্রেক্ষিতে আমি আগামী ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন মিলিয়ে শিক্ষা ও প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য খাতে ৩১ হাজার ৫৬২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি, যা মোট বাজেটের ২৩.৯ শতাংশ এবং চলতি অর্থবছরের বাজেট থেকে ১৭.৭ শতাংশ বেশি।

সামগ্রিক শিক্ষা খাত

১২৬। শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার এবং একটি সামাজিক পুঁজি। শিক্ষাকে দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়নের অন্যতম প্রধান কৌশল হিসেবে গ্রহণ করে আমাদের সরকার বরাবরই শিক্ষাখাতে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে

শিক্ষানীতি

এসেছে। সে লক্ষ্যে একটি যুগোপযোগী ও কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের পদক্ষেপ হিসেবে ২৪টি লক্ষ্য নিয়ে প্রণীত **'জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০'** সরকার ইতোমধ্যে অনুমোদন করেছে। এই শিক্ষানীতি বাস্তবায়িত হলে জ্ঞানভিত্তিক ও প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধারার সমন্বয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রবর্তন করা সম্ভব হবে এবং একইসঙ্গে জাতীয় মৌলিক চেতনা ও মূল্যবোধ সমুন্নত রাখা যাবে।

১২৭। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্কুলভিত্তিক মূল্যায়ন পাইলট ভিত্তিতে চালু করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নে তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক মাদ্রাসা স্থাপন ছাড়াও পাঠ্যক্রম সংস্কারের নীতিমালা প্রশংসনীয়। এই শিক্ষানীতিতে ব্যাপকভাবে কারিগরি শিক্ষা প্রসারেরও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে এবং এ স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে। নতুন বছরের শুরুতে নবম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের নিকট পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে দিয়ে আমরা আমাদের ওয়াদা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছি। কয়েক বছর পরে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্তির কার্যক্রম শুরু করার জন্য নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং কিছু প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। নতুন নীতিমালার বাস্তবায়ন সময় সাপেক্ষ এবং সেজন্য চাহিদা অনুযায়ী এমপিওভুক্তি ততটা সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়নি। এছাড়াও, বরিশাল, রাঙ্গামাটি ও গোপালগঞ্জে প্রতিশ্রুত একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে।

শিক্ষার বৈষম্য দূরীকরণ ও গুণগত উৎকর্ষতা অর্জন

১২৮। দেশের উচ্চ শিক্ষার মান উন্নীতকরণও উচ্চশিক্ষার ক্রমবর্ধমান বহুমুখী চাহিদা পূরণে বিদ্যমান আইন অপর্যাপ্ত। এ কারণে বেসরকারি পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং তার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে গত বাজেটে প্রতিশ্রুত **বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৯** বিল মন্ত্রিসভার অনুমোদনের পর জাতীয় সংসদে পেশ করা হয়েছে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন

১২৯। আশার কথা হচ্ছে, শ্রীলঙ্কা ব্যতীত দক্ষিণ এশিয়ায় শুধু বাংলাদেশ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে জেন্ডার-বৈষম্য বিলোপ করে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংখ্যাসাম্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে নারীদের ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক

শিক্ষায় জেন্ডার সমতা

কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রী উপবৃত্তি প্রদান, বই ক্রয়ের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান ও পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য পরীক্ষার ফি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা

মাননীয় স্পীকার

শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত কমিয়ে আনা

১৩০। গত বছর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত কমিয়ে আনার জন্য আমরা ৪৫ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিই। যার মধ্যে ২০ হাজার জনকে ইতোমধ্যে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বাকিদের নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। তাছাড়া, প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে রেজিস্টার্ড ও কমিউনিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের অনুরূপ শতকরা ১০০ ভাগ সরকার থেকে অনুদান হিসেবে প্রদানের সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে – যা আমরা গত বাজেটে বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম।

শিশুকে স্কুলমুখী করার সর্বাত্মক প্রয়াস

১৩১। আমাদের আর একটি ঘোষিত অঙ্গীকার ছিল ২০১০ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণ। এটা হয়তো বেশ উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা ছিল। তবে দ্রুততম সময়ে এ লক্ষ্যমাত্রা পূরণে দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি, বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১ হাজার ৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, নতুন ৪০ হাজার শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ (৩১ হাজার ৬৫০টি ইতোমধ্যে নির্মিত), সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুকরণ এবং চর, হাওর, চা-বাগান ও দুর্গম এলাকায় শিশুবান্ধব শিক্ষণকেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম আমরা হাতে নিয়েছি। এর বাইরে দারিদ্র্যের কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী বিপুলসংখ্যক শিশুর শিক্ষা যাতে ব্যাহত না হয় সেজন্য ২০১৩ সাল পর্যন্ত সারাদেশে সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে ৪ হাজার ৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচি অব্যাহত রাখা হবে। সম্প্রতি উপবৃত্তি কর্মসূচির আওতায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭৮ লক্ষ ১৭ হাজারে উন্নীত করা হয়েছে।

শিক্ষাখাতে বরাদ্দ

১৩২। প্রসঙ্গক্রমে আমি একটি কথা জোর দিয়ে বলতে চাই, বর্তমান সরকার দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ, দক্ষ ও গতিশীল একটি শিক্ষা প্রশাসন গড়ে তোলার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করছে। আর্থিক বরাদ্দের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার শিক্ষা খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। রাজস্ব ও

উন্নয়ন খাতে শিক্ষাখাতে উত্তরোত্তর বরাদ্দ বাড়ানো হচ্ছে। শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ২০১০-১১ অর্থবছরে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে আমি মোট ১৭ হাজার ৯৫৯ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এ বরাদ্দ ২০০৯-১০ অর্থবছরে সংশোধিত বরাদ্দ অপেক্ষা প্রায় ১৩.৫ শতাংশ বেশি।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি : ডিজিটাল বাংলাদেশ

১৩৩। আমি গত বাজেট বক্তৃতায় ২০১৩ সালের মধ্যে মাধ্যমিক স্তরে এবং ২০২১ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে কম্পিউটার ও কারিগরি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলাম। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে দেশের ৭টি বিভাগে উপজেলা পর্যায়ে মোট ১ হাজার ২০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং ৬টি মেট্রোপলিটন শহরের ২০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। ইতোমধ্যে উপজেলা পর্যায়ের ১ হাজার ২০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

১৩৪। আমাদের আরেকটি অঙ্গীকার, ২০১৪ সালের মধ্যে ই-গভর্ন্যান্স এ উত্তরণের লক্ষ্যে আমাদেরই প্রণীত ICT Road Map বাস্তবায়নের কাজ চলছে। ই-গভর্ন্যান্স এর সুষ্ঠু এবং সফল বাস্তবায়নের নিমিত্তে সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর/জেলা/ উপজেলাসমূহকে একটি পাবলিক নেটওয়ার্কের আওতায় আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ২০১২ সালের মধ্যে ই-কমার্স সূচনার জন্য **'ডিজিটাল স্বাক্ষর'** প্রবর্তনের নিমিত্তে প্রত্যয়নকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রকের (Controller of Certifying Authority, CCA) কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ফাইলভিত্তিক প্রশাসনকে ডিজিটাল প্রশাসনে রূপান্তরের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ সকল দপ্তরে **'ডিজিটাল পদ্ধতির নথি ব্যবস্থাপনা'** চালু করা হয়েছে।

ICT Road Map বাস্তবায়ন

১৩৫। বিজ্ঞানচর্চা ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধির যে অঙ্গীকার আমি করেছিলাম তার ধারাবাহিকতায় বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষায়িত যোগ্যতাসম্পন্ন বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, গবেষক ও একাডেমিশিয়ান তৈরির লক্ষে পিএইচডি পর্যায়ের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বঙ্গবন্ধু ফেলোশীপ পুনঃপ্রবর্তন আমরা করেছি। ২০১৪ সালের মধ্যে ৪ হাজার কম্পিউটার

বিজ্ঞানচর্চা ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি

প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানী তৈরির লক্ষ্যে দেশের **১৩টি** সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স ও প্রত্যাশিত সংখ্যক প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানী তৈরির জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের আওতায় ICT Capacity Development Company নামে একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১৩৬। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে ইতোমধ্যে **'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০০৯'** অনুমোদিত হয়েছে। এ নীতিমালায় স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি মিলিয়ে মোট ৩০৬টি কর্মপরিকল্পনা (Action Plan) প্রণয়ন করা হয়েছে। এ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা

কর্মপরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়িত হলে আগামী ৫ বছরের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে যে উন্নতি সাধিত হবে তা ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার পথকে প্রশস্ত করবে।

১৩৭। দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের উন্নয়নেও আমরা গুরুত্ব প্রদান করেছি। সে লক্ষ্যে জাতীয় তথ্য ও

তথ্য অবকাঠামো

যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালার আলোকে **'হাইটেক পার্ক প্রতিষ্ঠা'** ও ঢাকার মহাখালীতে **'আইসিটি ভিলেজ'** স্থাপনের পদক্ষেপ আমরা ইতোমধ্যে গ্রহণ করেছি। অঞ্চলভিত্তিক প্রযুক্তি-বৈষম্য কমিয়ে আনতে দেশের **১৩৩টি** উপজেলায় **'কমিউনিটি ই-সেন্টার'** আমরা স্থাপন করেছি। এসব সেন্টারের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তির সেবায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া, উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার লক্ষ্যে ভারত, নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের মধ্যে Connectivity প্রতিষ্ঠাকল্পে South Asian Sub-regional Economic Co-operation (SASEC) Information Highway প্রকল্প আমরা গ্রহণ করেছি।

১৩৮। আইসিটি খাতের উন্নয়নের জন্য গত অর্থবছরের বাজেটে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। উক্ত অর্থ হতে ৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ১৮টি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। আগামী অর্থবছরেও আইসিটি খাতের উন্নয়নের জন্য **১১২** কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। একইসাথে আইটি খাতে উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য বিদ্যমান সমমূলধন তহবিলে আরও ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

মাননীয় স্পীকার

১৩৯। সকলের জন্য মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি আমরা দিয়েছিলাম। আমাদের অঙ্গীকার ঘোষিত **১৩** হাজার ৫০০টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন ও চালুকরণ কার্যক্রমের আওতায় ইতোমধ্যে ৯ হাজার ৫২৫টি ক্লিনিক আমরা চালু করেছি। ৪৫টি উপজেলায় গর্ভবতী মহিলাদের জন্য মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার কর্মসূচি সম্প্রসারণের আওতায় ইতোমধ্যে ৩৫টি উপজেলায় এ সেবা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। আরো **১৭**টি উপজেলা চিহ্নিত করা হয়েছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রজনন নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ইতোমধ্যে **২১৩** কোটি টাকার বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। অপুষ্টি সমস্যার সমাধানে চলতি অর্থবছরের মধ্যে জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রমকে **১২৩**টি উপজেলায় সম্প্রসারিত করার প্রকল্পটি চলমান। এনজিওদের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কমিউনিটি ক্লিনিক, প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম

১৪০। আমরা সকল উপজেলা হাসপাতালকে ৫০ শয্যা এবং সকল জেলা হাসপাতালকে পর্যায়ক্রমে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছিলাম। তারই ধারাবাহিকতায় ইতোমধ্যে মোট **১৪২**টি উপজেলা হাসপাতাল ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ সমাপ্ত হয়েছে; আরও **১৪৪**টি উপজেলা হাসপাতাল উন্নীতকরণ বাস্তবায়নাধীন। এছাড়া ৯টি জেলা হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। গত বাজেট বক্তৃতায় উল্লিখিত ৫টি নতুন মেডিকেল কলেজের মধ্যে ৩টিতে অস্থায়ীভাবে ক্লাস শুরু হয়েছে। বাকি ২টির নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন। একইভাবে আমরা যে ৫টি নতুন ইন্সটিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি নির্মাণের অঙ্গীকার করেছিলাম তার মধ্যে ২টি সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্টগুলোর নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। **১২**টি নার্সিং ইন্সটিটিউটের মধ্যে **১১**টির নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং চলতি অর্থবছরে সেগুলোতে ছাত্রী ভর্তি শুরু হয়েছে। অবশিষ্ট **১**টি ইন্সটিটিউটে আগামী অর্থবছরে ছাত্রী ভর্তি করা হবে। ৬টি নার্সিং ইন্সটিটিউটকে নার্সিং কলেজে রূপান্তরের ক্ষেত্রে ৩টির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকি ৩টি প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রস্তাবিত ইন্সটিটিউট অব ট্রপিক্যাল এন্ড ইনফেকশাস ডিজিজ স্থাপনের প্রকল্প এ অর্থবছরে সম্পন্ন হবে। মোটকথা আমরা আমাদের প্রতিশ্রুত পথেই অগ্রসর হচ্ছি।

জেলা ও উপজেলায় হাসপাতালের শয্যা বৃদ্ধি, মেডিকেল কলেজ ও নার্সিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা

১৪১। এর বাইরে গত বাজেটে প্রতিশ্রুত ঔষধ খাতের উন্নয়নের পদক্ষেপ হিসেবে ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে রূপান্তরসহ এর আধুনিকায়নে একটি বিশ্বমানের ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে; রোগীকল্যাণ তহবিল নীতিমালার খসড়া প্রণীত হয়েছে। তবে, জাতীয় ঔষধনীতি, ২০০৫ এর যুগোপযোগীকরণে আমরা এখনও কোন কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারিনি। এটি যুগোপযোগী করার ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি।

স্বাস্থ্যখাতে জনবল বৃদ্ধি

১৪২। জনগণকে অধিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে এ খাতে জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনার আওতায় চলতি অর্থবছরে ৬৩৯১ জন স্বাস্থ্য সহকারী নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই আরো ১৪ হাজার স্বাস্থ্য সহকারী নিয়োগ প্রদান করা হবে। এডহক ভিত্তিতে ৪ হাজার ১৩৩ জন চিকিৎসক নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া, সেবা পরিদপ্তরের আওতাধীন ২ হাজার ৬২৭ জন নার্স নিয়োগের কার্যক্রম শেষ হয়েছে। প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য ১টি করে মোট ১৩ হাজার ৫০০ কমিউনিটি হেলথকেয়ার প্রভাইডার এবং জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রমের আওতায় মাঠ পর্যায়ে পুষ্টি সেবা প্রদান করার নিমিত্তে প্রায় ৪৬ হাজার কর্মকর্তা/কর্মচারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে – যা প্রতিটি পরিবারের একজন সদস্যের কর্মসংস্থান সৃষ্টি সংক্রান্ত সরকারের নির্বাচনী ওয়াদা পূরণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। আগামী অর্থবছরেও স্বাস্থ্যখাতে আমরা আমাদের প্রতিশ্রুত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখব।

১৪৩। উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে আগামী ২০১০-১১ অর্থবছরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে আমি ৮ হাজার ১৪৯ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

আবাসন

মাননীয় স্পীকার

মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের আবাসন

১৪৪। আমরা আমাদের রূপকল্পে ২০২১ সাল নাগাদ সবার জন্য বাসস্থান নিশ্চিত করার সংকল্প ব্যক্ত করেছিলাম। এর প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা গত ২১ মে উত্তরা সম্প্রসারিত প্রকল্প এলাকায় মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তের জন্য ২২ হাজারের অধিক ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে এটাই প্রমাণ করেছেন সকলের জন্য আবাসন বিষয়টি এ সরকার কতটা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে। এর বাইরে ঢাকার মিরপুরে ১১ হাজার এবং মোহাম্মদপুরে ১ হাজার ২০টি ফ্ল্যাটের

নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছে। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমেও ৪০ হাজার ৭০০টি প্লট উন্নয়নের কাজ বাস্তবায়নাধীন। আগামীতে এ ধরনের আরও কার্যক্রম হাতে নেয়া হবে।

১৪৫। আবাসানের পাশাপাশি ঢাকার সৌন্দর্যবর্ধন, জলাবদ্ধতা নিরসন, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে **'হাতির ঝিল'** প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ এগিয়ে চলছে। রাজধানী ঢাকার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ হ্রাস করার লক্ষ্যে রাজধানীর আয়তন বৃদ্ধির মাধ্যমে রাজধানী ঢাকাকে একটি পরিকল্পিত মহানগরীতে পরিণত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। পাশাপাশি, ঢাকার চারদিকে চারটি সর্বাধুনিক স্যাটেলাইট সিটি নির্মাণের বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। রাজউক-এর নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা ব্যতীত দেশের অন্যান্য স্থানে পরিবেশ অনুকূল ও জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা সংবলিত হাউজিং এস্টেট গড়ে তোলা হবে। এ লক্ষ্যে **'হাউজিং প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা'** শীর্ষক একটি বিধিমালা প্রণয়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।

সমন্বিত আবাসন

১৪৬। গত বাজেটে আমাদের অঙ্গীকার অনুযায়ী জাতীয় গৃহায়ণ নীতিমালা সংশোধন পূর্বক তা শীঘ্রই চূড়ান্ত হতে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে আমি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দেশের অর্থনীতিতে রিয়েল এস্টেট বর্তমানে একটি সম্ভাবনাময় খাত। এখাতে ব্যাপক বিনিয়োগসহ প্রচুরসংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাই রিয়েল এস্টেট খাতের গুরুত্ব বিবেচনা করে খাতটির সুষ্ঠু বিকাশের উদ্দেশ্যে রিয়েল এস্টেট আইন ২০০৯ বিলটি অনুমোদনের জন্য সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে। পরিবেশ-বান্ধব, নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত ইমারত নিমার্ণের লক্ষ্যে Bangladesh National Building Code (BNBC) সংশোধনপূর্বক যুগোপযোগী করার কাজ চলমান রয়েছে।

রিয়েল এস্টেট

১৪৭। গ্রামীণ আবাসনের বিষয়টি নগরের আবাসন সমস্যা থেকে একেবারে ভিন্ন। সেখানে আবাসনের জন্য বড় সহায়তা হচ্ছে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা। ইতোমধ্যে এবিষয়টি আমি পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত আলোচনায় উল্লেখ করেছি।

নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশুকল্যাণ

মাননীয় স্পীকার

১৪৮। বিশ্বায়নের এ যুগে একুশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নারী-পুরুষের সমসুযোগ ও সমঅধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তাই নির্বাচনী

নারীর ক্ষমতায়ন

অঙ্গীকার অনুযায়ী নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক ও প্রগতিশীল সমাজ গড়ে তোলার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আমাদের লক্ষ্য রাষ্ট্র ও সমাজের মূল স্রোতধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করা। এজন্য নারীর অধিকার, ক্ষমতায়ন ও কর্মবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করার বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে নারী উন্নয়ন নীতিকে যুগোপযোগী করার পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

নারীর কর্মক্ষেত্র প্রসার

১৪৯। আমরা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য নতুন কার্যক্রম গ্রহণের পরিকল্পনা নিয়েছি। এর মাধ্যমে সমাজের অনগ্রসর নারী ও শিশুর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রবর্তন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যার পদক্ষেপ নেয়া হবে। নারীর কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ৩৪টি জেলায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্প্রসারণ করব। এর ফলে প্রযুক্তিনির্ভর চাকুরীতে নারীদের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। নতুন নতুন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি করে অনগ্রসর নারীদের আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা হবে।

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধ

১৫০। গত বাজেট বক্তৃতায় নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে আমি উল্লেখ করেছিলাম। সে লক্ষ্যে নারী ও শিশুর অধিকার তাঁদের বিরুদ্ধে সহিংসতা, নারী ও শিশু পাচারসহ শিশু অধিকার সংক্রান্ত সকল বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এ প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে ছয়টি বিভাগীয় শহরের হাসপাতালে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। আমরা আগামী অর্থবছরে এ কার্যক্রমকে দেশব্যাপী সম্প্রসারণ করব। এর ফলে সারাদেশে সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুদের জরুরি সেবা প্রদান ও আইনি সহায়তা প্রদান করা সম্ভব হবে।

শিশুশ্রম নিরসন

১৫১। শিশুশ্রম নিরসনকল্পে জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি, ২০১০ আমরা প্রণয়ন করেছি। ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে শিশুদের বিরত রাখার জন্য শিশুশ্রম নিরসন কার্যক্রম আমরা অব্যাহত রেখেছি। আগামী ৩ বছরে ৪০ হাজার শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে সরিয়ে এনে তাদেরকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা হবে। এতে করে তারা পিতামাতাকে তাদের কাজে সহায়তা করতে সক্ষম হবে।

শিশু অধিকার ও কল্যাণে শিশুবিকাশ কেন্দ্র স্থাপন

১৫২। শিশু অধিকার সংরক্ষণ ও শিশুকল্যাণে আমাদের সরকার সচেতন রয়েছে। শিশুর সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ, পুষ্টি, শিক্ষা ও বিনোদনের উপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে যা আগামী অর্থবছরে বাস্তবায়ন করা হবে। বড় বড় শহরে ৬টি শিশু

বিকাশ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করেছি। ক্রমান্বয়ে এ কার্যক্রমের বিস্তার আমরা করতে চাই।

১৫৩। বর্তমানে ঢাকাতে কর্মজীবী মায়েদের শিশুদের যথাযথ যত্ন নিশ্চিত করার নিমিত্তে ১৮টি ডে-কেয়ার সেন্টার রয়েছে। এর মধ্যে ১২টি নিম্নবিত্ত ও ৬টি মধ্যবিত্ত কর্মজীবী মায়েদের জন্য। সরকার আরও ১০টি ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। এর মধ্যে ৭টি নিম্নবিত্ত ও ৩টি মধ্যবিত্ত কর্মজীবী মায়েদের জন্য।

কর্মজীবী মায়েদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার

১৫৪। আমরা জেন্ডার সমতা বিধানের জন্য বাজেটে নারীর যথাযথ হিস্যা যথাসম্ভব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ খাতের বরাদ্দ ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি করছি। আগামী অর্থবছরে নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশুকল্যাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্ভাব্য বিভিন্ন কর্মসূচির বিপরীতে ১২৫ কোটি টাকা থোক বরাদ্দসহ উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে ১ হাজার ২৪১ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এবিষয়ে উল্লেখ করতে চাই, ২০১০-১১ অর্থবছরে প্রস্তাবিত মোট ব্যয়ের প্রায় ২৫.৯ শতাংশ (জিডিপি'র ৪.৪ শতাংশ) ব্যয়িত হবে জেন্ডার-সমতা নিশ্চিতকল্পে।

মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ

মাননীয় স্পীকার

১৫৫। মুক্তিযোদ্ধারা এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। আমি গত বাজেট বক্তৃতায় জাতির এ বীর সন্তানদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং স্মৃতি সংরক্ষণের বিষয়টিতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়ার বিষয়ে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলাম। এরই ধারাবাহিকতায় মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে আমাদের সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা আপনার মাধ্যমে মহান সংসদে তুলে ধরছি।

১৫৬। চলতি ২০০৯-১০ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা আমরা ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি করেছিলাম। আগামী ২০১০-১১ অর্থবছরে এ সম্মানী ভাতার পরিমাণ বাড়িয়ে ৬১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা করার প্রস্তাব করছি। রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের রেশন প্রদানের বিষয়ে একটি নীতিমালা প্রণয়নের কথাও আমি গত বাজেটে অঙ্গীকার করেছিলাম। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আমি এ মহান সংসদে জানাতে চাই, আমরা এ নীতিমালা চূড়ান্ত করে ২৫ হাজার ৮১৬ জন সদস্যের মধ্যে রেশন বিতরণ কার্যক্রম শুরু করেছি।

রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের রেশন প্রদান

১৫৭। গত অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় সম্মানীভাতাপ্রাপ্ত অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা আমরা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ১ লক্ষ ২৫ হাজারে উন্নীত করেছিলাম। আগামী ২০১০-১১ অর্থবছরে এ ভাতাভোগীর সংখ্যা আরও ২৫ হাজার বাড়িয়ে ১ লক্ষ ৫০ হাজারে করার প্রস্তাব আমি করছি। একইসঙ্গে মাসিক ভাতার পরিমাণ ১ হাজার ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২ হাজার টাকা করার প্রস্তাব করছি। ২০১০-১১ অর্থবছরে সকল জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়মিত ভাতার আওতায় নিয়ে আসার যে অঙ্গীকার গত বাজেটে আমি করেছিলাম সে লক্ষ্যে ইতোমধ্যে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাই কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ কার্যক্রম শেষ হলে আমরা একটা নীতিমালা চূড়ান্ত করে আমাদের ঘোষিত কার্যক্রম শুরু করব।

অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা বৃদ্ধি

১৫৮। উপরোক্ত ঘোষিত কার্যক্রমের বাইরে প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে অনুদান প্রদানের হার বৃদ্ধি, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেশে চিকিৎসা প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা চূড়ান্তকরণ, খেতাবপ্রাপ্ত ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের ভিআইপিদের ন্যায় সুযোগ-সুবিধা প্রদান, সকল মুক্তিযোদ্ধাকে সম্মানিত নাগরিক হিসেবে রেল, বাস ও লঞ্চে বিনামূল্যে চলাচলের সুযোগ প্রদানের বিষয়টিও আমাদের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের জন্য অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা

১৫৯। আমরা মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি রক্ষার্থে সবসময়ে যথেষ্ট যত্নবান ছিলাম, আছি ও থাকব। এর অংশ হিসেবে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণে ভূগর্ভস্থ মিউজিয়াম, প্লাজা, এমফিথিয়েটার ইত্যাদি অবকাঠামোসহ প্রথম পর্যায়ের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যক্রম স্ফটিকস্তম্ভ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়া, সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ আগামী ২০১০-১১ অর্থবছর হতে শুরু হবে।

মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতি সংরক্ষণ

১৬০। আমি আর একটি বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত অনিয়মের কারণে সৃষ্ট দেউলেত্ব থেকে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে আমরা ইতোমধ্যে ১৭ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট পুনরুজ্জীবিতকরণ

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান

মাননীয় স্পীকার

১৬১। বর্তমান সরকার জনশক্তি রফতানি খাতকে একটি অগ্রাধিকার খাত হিসেবে সবিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। সে লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রবাসীদের কল্যাণে একটি প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপনের অঙ্গীকার আমরা করেছিলাম। **'প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক লিমিটেড'** নামে একটি সরকারি পরিচালনায় ব্যাংকিং কোম্পানি স্থাপনের নিমিত্তে একটি আইন ইতোমধ্যে মন্ত্রিসভা চূড়ান্ত অনুমোদন করেছে। অতি সত্বর এ ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে বলে আমি আশাবাদী। একইসঙ্গে বলে রাখি যে, আগামী বছরে আমরা প্রবাসী মূলধনে, প্রবাসী পরিচালনায় অন্ততঃ একটি প্রবাসী ব্যাংক ব্যক্তিমালিকানা খাতে প্রতিষ্ঠা করবো।

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

১৬২। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও ২০০৯ সনে ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার জন কর্মী বিদেশে গিয়েছেন। আমি ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি, ২০০৯ সালে তাঁদের অর্জিত আয় থেকে ১০.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স এসেছে, যা এ পর্যন্ত সর্বাধিক। বর্তমানে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণে সৌদি আরব, মালয়েশিয়া ও কুয়েতে পূর্বের তুলনায় শ্রমিক রপ্তানি সংকুচিত হয়েছে। প্রচলিত শ্রমবাজারের বাইরে অন্যান্য দেশে যেমন- লিবিয়া, লেবানন, সুদান, আলজেরিয়া ইত্যাদি দেশে জনশক্তি রপ্তানি শুরু হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য সম্ভাবনাময় শ্রমবাজার অনুসন্ধান অব্যাহত আছে।

সম্ভাবনাময় নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান

১৬৩। আশার কথা জনশক্তি রপ্তানি অব্যাহত রাখার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজেই নানা উদ্যোগ ও কর্মপ্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। ইতোমধ্যে তিনি সৌদি আরব, কুয়েত ও কাতার এবং সম্প্রতি মালয়েশিয়া সফর করেছেন। মধ্যপ্রাচ্য ছাড়াও নিউজিল্যান্ড, কানাডাসহ ইউরোপের শ্রমবাজারে বাংলাদেশী কর্মী রপ্তানির প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। **২০১০-১১** অর্থবছরে ৫ লক্ষ ৭৭ হাজার জন কর্মী বিদেশে প্রেরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

১৬৪। আমরা দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব আরোপ করছি। কেননা, প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে হলে এর বিকল্প নেই। সে লক্ষ্যে গত বাজেটে আমরা অভিবাসন ও দক্ষতা-উন্নয়ন তহবিল গঠন করে সে খাতে ৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছি। আগামী **২০১০-১১** অর্থবছরেও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিলে ৭০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এ তহবিলের মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের বাজার অন্বেষণে বিদেশ

অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল

গমণেচ্ছু ও বিদেশ ফেরত এবং দেশীয় শ্রমজীবী কর্মীদের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো হবে। ৩৫টি নতুন জেলায় ৩০টি নতুন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ৫টি মেরিন টেকনোলজি ইন্সটিটিউট স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এতে প্রতি বছর ১ লক্ষের বেশি দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা সম্ভব হবে।

দক্ষতা উন্নয়নে সমন্বয়

১৬৫। বাংলাদেশের সকল অঞ্চল হতে কর্মী গমনের হার সমান নয়। শ্রমশক্তি বিভাজনে আঞ্চলিক সমতা বিধানের বিষয়েও আমরা সজাগ রয়েছি। তবে, এ সুযোগে আমি বলতে চাই দেশের সার্বিক প্রেক্ষাপটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে **'জাতীয় দক্ষতা কাউন্সিল'** জাতীয় উন্নয়নে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় নিশ্চিত করতে পারে।

সংস্কৃতি

মাননীয় স্পীকার

দেশজ সংস্কৃতির বিকাশ

১৬৬। আমাদের রয়েছে এক গৌরবময় উদারনৈতিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। যা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে নিরন্তর অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। দীর্ঘদিন অবহেলিত থাকায় সংস্কৃতি অঙ্গনকে পুনরুজ্জীবিত করতে এখাতের জন্য একটি মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণের বিষয়ে আমি গত বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করেছিলাম। এ প্রেক্ষিতে পরিকল্পিত ও সমন্বিত উদ্যোগের অংশ হিসেবে দেশজ সংস্কৃতির বিকাশ শীর্ষক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের লুপ্ত প্রায় লোকজ সংস্কৃতির প্রসার এবং অঞ্চলভিত্তিক সংস্কৃতিচর্চার জন্য আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও সংরক্ষণে আরো কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। আদিবাসী ও উপজাতীয় সংস্কৃতির বিকাশে সহায়তা প্রদান করা হবে। আমরা আগামীতে দেশের গুণী ও খ্যাতনামা সংস্কৃতিসেবীদের কর্মের স্বীকৃতির পাশাপাশি আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করব। আমরা সংস্কৃতির বিকাশে বেসরকারি উদ্যোগকেও উৎসাহিত করতে চাই। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে নাটক ও যাত্রার প্রসারে বেসরকারি উদ্যোগের সাথে সরকারের অংশীদারিত্ব বাড়ানো হবে।

বিদেশে আমাদের সংস্কৃতির প্রচার

১৬৭। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে তোলার জন্য আমাদের ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের বিকল্প নেই। তাই এ লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে সংস্কৃতি মেলা আয়োজনের পাশাপাশি নিউইয়র্ক এবং কলকাতায় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। আমার বিশ্বাস সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী সৃজনশীল সংস্কৃতিচর্চার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য এ সমন্বিত কার্যক্রম ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

১৬৮। আমি গত বাজেট বক্তৃতায় গণগ্রন্থাগার স্থাপন এবং বই সরবরাহে সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়নের বিষয় উল্লেখ করেছিলাম। আমরা এ বছর যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছি তাতে গ্রন্থাগার স্থাপন ও আধুনিকীকরণকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলা ভাষা ও অন্যান্য আদিবাসীদের ভাষা সংরক্ষণ ও উন্নয়নে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

১৬৯। এ লক্ষ্যে আগামী অর্থবছরের দেশজ সংস্কৃতির বিকাশ কার্যক্রমের জন্য ১০০ কোটি টাকা বিশেষ বরাদ্দসহ বিদ্যমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে সর্বমোট ৩১৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। যা গত অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের চেয়ে প্রায় ১৬১ কোটি টাকা বা ১০৫.৩ শতাংশ বেশি।

ধর্ম

১৭০। আমি একথা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে পারি আওয়ামী লীগ সরকার ধর্ম-বর্ণ-জাতি-গোত্র নির্বিশেষে সবার মধ্যে সম্প্রীতিতে বিশ্বাস করে এবং দেশের প্রত্যেকটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি সর্বাপেক্ষা সহনশীল। আমাদের সরকারের কর্মমেয়াদে সকল ধর্মপ্রাণ মানুষ সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ও সহনশীল পরিবেশে স্বাধীনভাবে যাঁর যাঁর ধর্মীয় আচার-আচরণ পালন করতে পারেন। আপনি জানেন, হজ্জব্রত পালনে আমাদেরকে প্রতিবছর কী ধরনের হয়রানির সম্মুখীন হতে হয়। গত বছর অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে আমাদের সরকার জনগণের জন্য একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর হজ্ব উদ্‌যাপনে সক্ষম হয়। আমরা, ইতোমধ্যে একটি জাতীয় হজ্বনীতি প্রণয়ন করেছি, যা হজ্ব পালনে আমাদেরকে ব্যাপক সহায়তা করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। তাছাড়া, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও মেরামত খাতে গত অর্থবছরে আমাদের সরকার অসংখ্য মসজিদ, মন্দির এবং ইসলামী সংগঠনে অনুদান প্রদান করেছে। মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১০ লক্ষ শিক্ষার্থীকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, ৯৬ হাজার শিক্ষার্থীকে গণশিক্ষা এবং ২১ লক্ষ শিক্ষার্থীকে কুরআন শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, দেশের ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ৮ হাজার জন ইমামকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মন্দিরভিত্তিক শিশু গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায়ও ১ লক্ষ ৬৭ হাজার শিক্ষার্থীকে প্রাক-প্রাথমিক ও ৫ হাজার ৮৫০ শিক্ষার্থীকে বয়স্ক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।

সংখ্যালঘু ও অনুন্নত সম্প্রদায়

মাননীয় স্পীকার

১৭১। আমরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর সন্ত্রাস, বৈষম্যমূলক আচরণ এবং নির্যাতন চির অবসানের লক্ষ্যে আমাদের ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছি এবং করছি। এ লক্ষ্যে আমরা রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও আইনগত এবং সামাজিক নিশ্চয়তা বিধানে দৃঢ় থেকেছি। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা আমরা অব্যাহত রেখেছি।

১৭২। অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নয়নে কতিপয় কার্যক্রম আমরা হাতে নিয়েছি। বিলুপ্তপ্রায় মৃৎশিল্পীদের উন্নয়নে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। প্রতিষ্ঠা করেছি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও উন্নতমানের চুল্লী। এতে করে মৃৎশিল্পীরা পেশাগত উৎকর্ষতা অর্জনে সক্ষম হবে এবং উন্নতমানের পটারি সামগ্রী উৎপাদন করে লাভবান হবে।

মৃৎশিল্পীদের উন্নয়ন

১৭৩। একইভাবে দেশের অনগ্রসর গারো সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। এর মাধ্যমে দেশের গারো অধ্যুষিত ৪টি জেলার ৬টি উপজেলার প্রায় ২ হাজার ৪০০টি আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন সম্পদ হস্তান্তরের মাধ্যমে তাদের জীবন-জীবিকা উন্নীত করা হবে।

গারো সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন

যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন

মাননীয় স্পীকার

১৭৪। তিন মাস আগে ৬ মার্চে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা কুড়িগ্রাম জেলায় **'ন্যাশনাল সার্ভিস'** কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। ইতোমধ্যে বরগুনা ও গোপালগঞ্জ জেলাকেও আমরা এ কার্যক্রমের আওতায় এনেছি। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নকাল ২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩ পর্যন্ত। এটি মূলতঃ একটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। যার মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। এ সময়ে ৭৯ হাজার ৪৫২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও অস্থায়ী কর্মসংস্থানে নিযুক্ত করা হবে। সমগ্র দেশে এ কার্যক্রমের মাধ্যমে আমাদের লক্ষ্য হলো এদেশের বেকার, শিক্ষিত যুবসমাজকে কর্মসংস্থান বা আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করা এবং জাতি গঠনে তাদের ভূমিকা নিশ্চিত করা।

যুব-উন্নয়ন

১৭৫। সংস্কৃতির মত খেলাধুলাও একটি দেশের জনসাধারণের সৃজনশীলতা বিকাশের প্রধান মাধ্যম। মানুষের মেধা ও মনন বিকাশের পাশাপাশি শারীরিক সক্ষমতা ও সুস্থ দেহ-মনের জন্য এ দুটো মাধ্যমের চর্চা ও লালন অত্যন্ত জরুরি। গত বছর অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আমরা দক্ষিণ এশিয়ার খেলাধুলার আয়োজন সম্পন্ন করি এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় আমাদের অগ্রগতির সাক্ষর রাখি। টীম স্পিরিটের বলে বলীয়ান হয়ে আমরা এই সাফল্য অর্জন করি। এই টীম স্পিরিট এখন আমাদের ধরে রাখা অবশ্য কর্তব্য। এই আয়োজন সর্বাঙ্গ-সুন্দর করার সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন জেলা ক্রীড়া অবকাঠামো উন্নয়ন, বিভিন্ন ইনডোর ও আউটডোর খেলার মানোন্নয়নে বিভাগীয় পর্যায়ে মাল্টি-পারপাস কমপ্লেক্স নির্মাণের কার্যক্রম আমরা হাতে নিয়েছি। ক্রীড়া-উন্নয়নে আমরা দেশের ৫টি স্টেডিয়ামকে আইসিসি বিশ্বকাপ মানের স্টেডিয়ামে রূপান্তর করেছি। আমরা বিশ্বসমাজে আমাদের খেলাধুলায় কৃতিত্বের পরিচয় দিতে বদ্ধপরিকর। তাই, আমরা খেলোয়াড় নির্বাচন ও তাদের প্রশিক্ষণে সবিশেষ প্রাধান্য দিচ্ছি।

শিল্প ও বাণিজ্য

শিল্পায়ন

মাননীয় স্পীকার

১৭৬। আমাদের রূপকল্পের প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে জাতীয় আয়ে শিল্পের অবদান ৪০ শতাংশ এবং এখাতে শ্রমশক্তি নিয়োজনকে ২৫ শতাংশে উন্নীত করতে চাই। আর সেটা করতে গিয়ে বিদ্যমান শিল্পনীতি পর্যালোচনা করে একটি নতুন যুগোপযোগী শিল্পনীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নেন আমাদের শিল্প মন্ত্রণালয়। আমরা ইতোমধ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় আলোচনার মাধ্যমে শিল্পনীতি ২০১০ এর খসড়া চূড়ান্ত করেছি। অচিরেই বিষয়টি মন্ত্রিসভায় বিবেচিত হবে বলে আশা করছি। এ নীতিতে সরকারের শিল্প সংক্রান্ত নীতি ও কৌশলের যথাযথ প্রতিফলন ঘটবে বলে আমার বিশ্বাস।

১৭৭। শিল্পায়নের কৌশল হিসেবে কৃষি ও শ্রমঘন শিল্পের উৎপাদন বিকাশকে আমরা অগ্রাধিকার দেব বলেও উল্লেখ করেছিলাম। সে লক্ষ্যে যে সকল শিল্প প্রাধান্য পাবে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, পোশাক ও নীটওয়্যার, জাহাজ নির্মাণ ও বাংলাদেশের নিজস্ব মার্চেন্ট ফ্লিটের পরিবর্ধন, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, ফার্মাসিউটিক্যালস্, পাটজাত ও চামড়াজাত পণ্য ও আসবাবপত্র। এক্ষেত্রে নতুন শিল্পনীতিতে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতের

যে সকল শিল্প প্রাধান্য পাবে

অধীনে রপ্তানিমুখী শিল্পগুলোকে বিশেষ সুবিধা ও ঝুঁকি তহবিল সহায়তা প্রদান করা হবে। সকল প্রকার নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে বিদেশি ও প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। এছাড়াও উৎপাদিত দ্রব্যের মান নির্ণয় ও তা বজায় রাখার জন্য ব্যক্তিমালিকানা খাতে বিএসটিআই ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য প্রণোদনা দেয়া হবে।

শ্রমঘন ও পরিবেশ-বান্ধব শিল্পোন্নয়ন

১৭৮। শ্রমঘন ও পরিবেশ-বান্ধব শিল্পোন্নয়নের লক্ষ্যে সাভার ও কেরানীগঞ্জ উপজেলার ধলেশ্বরী নদীর তীরে ২০০ একর আয়তনবিশিষ্ট চামড়াশিল্প নগরী স্থাপনের অবস্থাগত উন্নয়ন কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার স্থাপন এবং ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল তৈরির কারখানা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি ঔষধ শিল্পপার্ক স্থাপনের কাজ চলছে। এখানে প্রায় ২৫ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে। দেশের ইউরিয়া সারের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫.৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন শাহজালাল ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। দেশীয় পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে বিএসটিআইকে আধুনিকীকরণ ও শক্তিশালী করার মাধ্যমে পণ্যের মান আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে আমরা বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছি।

ব্যক্তিখাত বিকাশে সরকারের সহায়ক ভূমিকা

১৭৯। ব্যক্তিখাতের সুস্থ বিকাশই হবে অর্থনীতির প্রাণশক্তি। তবে, সচেতন সরকারি হস্তক্ষেপহীন মুক্তবাজার অর্থনীতি টেকসই নয়। একইসঙ্গে ব্যক্তিখাতকে সরকার মুখাপেক্ষী হলে চলবে না। তাই, বেসরকারি খাতের দক্ষতা এবং গতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে সরকার সহায়ক ও তদারকিমূলক ভূমিকা পালন করবে। নতুন শিল্পস্থাপন এবং বিদ্যমান শিল্পসমূহের পুনর্বাসনসহ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে শিল্পখাতে চলতি ও মেয়াদি ঋণ বিতরণ আমরা অব্যাহত রেখেছি। রুগ্নশিল্পকে হয় দক্ষতা অর্জন করে এবং উৎপাদনের পুনর্বিন্যাস করে টিকে থাকতে হবে অথবা যেসব প্রতিষ্ঠান বহুদিন ধরে বন্ধ হয়ে আছে সেগুলোকে গুটিয়ে ফেলতে হবে। এবিষয়ে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে এবং এই সমস্যার আশু সমাধান আমাদের কাম্য। মার্চ, ২০১০ পর্যন্ত শিল্পখাতে বিতরিত এবং আদায়কৃত ঋণের মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৬১ হাজার ১৬৬ কোটি টাকা ও ৪৬ হাজার ১১৮ কোটি টাকা। যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের মোট বিতরিত ও আদায়কৃত ঋণের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ৩২.৫৩ ভাগ এবং শতকরা ২০.৯৩ ভাগ বেশি।

মাননীয় স্পীকার

১৮০। জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে পাটশিল্প বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। একদা বাংলাদেশের সোনালী আঁশ পাট আবার বাংলার কৃষকের মুখে সোনালী হাসি ফুটিয়েছে। দেশের পাটখাতকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন (বিজেএমসি)-এর নিয়ন্ত্রণাধীন পাটকলসমূহকে সরকারি তহবিল হতে নগদ ও ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে মোট ১ হাজার ৯২ কোটি টাকা অর্থায়ন করা হয়। তাছাড়া পাটপণ্য রপ্তানির বিপরীতে সরকারি তহবিল হতে ১০ শতাংশ নগদ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। তারল্য সংকট হতে উত্তরণের লক্ষ্যে সরকারি মালিকানাধীন পাটকলসমূহের ৫০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে। মোটকথা, এই খাতটির হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারে আমরা অর্থনৈতিকভাবে যুক্তিসঙ্গত সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবো। কিন্তু একইসঙ্গে এই শিল্পটিকে ব্যক্তিমালিকানা খাতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে এবং বিজেএমসি'র কেন্দ্রায়িত আওতা থেকে মুক্ত হয়ে উন্নত প্রতিষ্ঠান হিসেবে উঠে দাঁড়াতে হবে।

পাটশিল্প

১৮১। পর্যটন খাত আমাদের দেশের একটি সম্ভাবনাময় খাত। এ খাতের উন্নয়নে আমরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছি। ইতোমধ্যে দেশের পর্যটন শিল্প ও সেবার সার্বিক উন্নয়ন, পরিচালনা ও বিকাশের লক্ষ্যে **'বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড আইন, ২০১০'** সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া পর্যটন সম্ভাবনাময় এলাকা চিহ্নিতকরণ ও সংরক্ষণ, বিশেষ পর্যটন অঞ্চল ঘোষণা, এসব অঞ্চলে দেশী/বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং পর্যটন সংরক্ষিত এলাকায় অপরিকল্পিত স্থাপনা নির্মাণ ও কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণকল্পে **"বাংলাদেশ পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন আইন, ২০১০"** অনুমোদন করা হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পর্যটন সুবিধাদির উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম আমরা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

পর্যটন শিল্প

১৮২। গত অর্থবছরে বাজেট বক্তৃতার সূত্র ধরে আমি আবারও উল্লেখ করতে চাই যে, বিরাষ্ট্রীয়করণ না করে আমরা চালু শিল্প-কারখানাসমূহ সংস্কার করে উৎপাদনমুখী করব। ইতোমধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-কারখানাগুলোর শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য আমরা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করেছি। এ পর্যন্ত ৮২টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ২ হাজার ৪৩০ জন কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যেসব রুগ্নশিল্প পুনরায় চালু করার সুযোগ বা সম্ভাবনা নেই, সেসব শিল্প এবং বিগত ১৫ বছর ধরে যেসব শিল্প রুগ্ন অবস্থায় আছে সেগুলো শনাক্ত করে শিল্পখাত হতে বহির্গমনের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের মানোন্নয়ন

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প

মাননীয় স্পীকার

১৮৩। এসএমই খাতকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম এজেন্ডা হিসেবে বিবেচনায় এনে ২০১০ সালে প্রথমবারের মতো ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক এসএমই ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ২৩ হাজার ৯৯৫ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং মহিলা উদ্যোক্তভিত্তিক ঋণ বিতরণ করবে।

এসএমই খাতে ঋণের লক্ষ্যমাত্রা

১৮৪। বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এসএমই পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় ৩টি তহবিল হতে এপ্রিল, ২০১০ পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যাংক ও নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ১ হাজার ৫৪১ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে, যা হতে সুবিধাভোগী এসএমই এর সংখ্যা ১৫ হাজার ৬৭২টি।

এসএমই পুনঃ অর্থায়ন তহবিল

১৮৫। দেশে শিল্প উন্নয়নকে সুষম ও সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ শর্তে অধিকতর প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রতিটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আবশ্যিকভাবে Women Enterpreneur's Dedicated Desk স্থাপনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

এসএমই কার্যক্রম নারী-বান্ধব

বাণিজ্য

১৮৬। বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রভাবে বিশ্ববাণিজ্যে সূচিত ব্যাপক পরিবর্তন ও পণ্যের অবাধ চলাচলের কারণে বিশ্বব্যাপী যে বাণিজ্য প্রতিযোগিতা চলছে তা মোকাবেলায় গত বাজেটে আমাদের ঘোষিত অঙ্গীকার অনুযায়ী ইতোমধ্যে আমদানি ও রপ্তানি নীতি আমরা যুগোপযোগী করেছি। গত বাজেটে আমি বাণিজ্য ব্যয় হ্রাসের উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলেছিলাম। তারই ধারাবাহিকতায় যে সকল পদক্ষেপ ইতোমধ্যে আমরা নিয়েছি তার মধ্যে প্রণিধানযোগ্য হচ্ছে আমদানি নীতি আদেশ ২০০৯-১২ এর আওতায় ঋণপত্র খোলা ছাড়াই (১) নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী আমদানির সুবিধা প্রদান (২) সম্পূর্ণ বিদেশি উদ্যোগে স্থাপিত শিল্পের মেশিনারিজ ও যন্ত্রাংশ আমদানির সুবিধা প্রদান

বাণিজ্য সম্প্রসারণ

(৩) পোশাকশিল্পে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে মূল্যসীমা নির্বিশেষে আমদানির সুবিধা প্রদান। নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী আমদানির ক্ষেত্রে ব্যাংকঋণের সুদের হার **১৫-১৬** শতাংশ হ্রাস করে **১২** শতাংশে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে **১৩** শতাংশে নির্ধারণ।

১৮৭। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতা অব্যাহত রাখা এবং প্রতিযোগিতা বিরোধী কার্যক্রম প্রতিরোধ ও এ ধরনের কার্যক্রমের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে কম্পিটিশন আইন, ২০১০ প্রণয়নের উদ্যোগ বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এই আইনের আওতায় কম্পিটিশন কমিশন গঠন ও তার কার্যাবলী নির্ধারণ করা হবে।

সুস্থ প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণ

১৮৮। নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর বাজার মূল্য স্থিতিশীল ও ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার লক্ষ্যে টিসিবিকে একটি দক্ষ ও কার্যকর সংস্থায় রূপান্তরের কার্যক্রম হাতে নেয়া অত্যন্ত সময়োপযোগী একটি বিষয়। সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ ও প্রয়োজনীয় বরাদ্দের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানকে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার কথা আমি গত বাজেটে ঘোষণা দিলেও আমরা তা এখনও বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হইনি। তবে, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এবিষয়ে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সে অনুযায়ী আমরা সামনে এগুতে চাই।

টিসিবি'কে কার্যকর সংস্থায় রূপান্তর

১৮৯। ভোক্তা সাধারণের স্বার্থ রক্ষা এবং সুলভমূল্যে মানসম্পন্ন পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর আওতায় ইতোমধ্যেই জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর গঠনসহ জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ গঠন করা হয়েছে। একই আইনের আওতায় অচিরেই জেলা পর্যায়েও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ গঠন করা হচ্ছে।

ভোক্তা অধিকার

জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ

মাননীয় স্পীকার

১৯০। এখন আমি কথা বলব বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত এবং আমাদের বিরাট জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু জলবায়ু ও পরিবেশ নিয়ে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হ্রাস ও পরিবেশ বিপর্যয় রোধে নদী এবং খাল নিয়মিত ড্রেজিং, উপকূলীয় এলাকায় বেড়িবাঁধ শক্তিশালীকরণ এবং পর্যাপ্ত আশ্রয়কেন্দ্র

স্থাপন, যানবাহন ও জ্বালানি খাতে বায়ুদূষণের মাত্রা হ্রাস, শিল্পায়নে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বনায়নের প্রসার এবং বাংলাদেশের সীমিত বনভূমি সংরক্ষণ এবং পর্যাপ্তসংখ্যক পরিবেশ বিশেষজ্ঞ তৈরি করার উদ্দেশ্যে আমরা নিরলস কাজ করে যাচ্ছি।

১৯১। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঘটমান বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমন এবং স্থানচ্যুত মানুষের পুনর্বাসনের প্রয়োজন বিবেচনা করে আমরা গত বাজেটে ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিলাম। আগামী বাজেটেও এসকল কার্যক্রমের জন্য ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এ বরাদ্দ থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যেসব এলাকার মানুষ স্থানচ্যুত হয়েছেন তাঁদেরকে পুনর্বাসনের জন্য ইতোমধ্যে খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের আইলা বিধ্বস্ত জেলাসমূহে ঘূর্ণিবাত্যা-সহিষ্ণু গৃহনির্মাণের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারের পূর্ণ তত্ত্বাবধানে উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার উদ্দেশ্যে **'বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন সক্ষমতা তহবিল'** (Bangladesh Climate Change Resilience Fund, BCCRF) শীর্ষক ১১০ মিলিয়ন ডলারের একটি তহবিল গঠন করা হয়েছে।

দুর্যোগ প্রশমনে সক্ষমতা অর্জন

১৯২। এর বাইরে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত **'জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড নীতিমালা'** ইতোমধ্যে মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত প্রণীত আইনটিও চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয়ে সকল ধরনের প্রকল্প প্রণয়নে পরিবেশ অগ্রাধিকার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। প্রতি জেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের নিজস্ব অফিস খোলার পাশাপাশি প্রধান কার্যালয়ে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত একটি তথ্যভাণ্ডার তৈরি করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

দুর্যোগ মোকাবেলায় আইনি ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ

১৯৩। পরিবেশ বিপর্যয় রোধে বিগত বছরের অঙ্গীকার অনুযায়ী যানবাহন ও জ্বালানি খাতে বায়ু দূষণের মাত্রা হ্রাসের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। খুলনাসহ দেশের অন্যান্য বড় বড় শহরগুলোতে বায়ুমান পরিবীক্ষণের জন্য মনিটরিং স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। শিল্প দূষণের ক্ষেত্রেও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়মিত এনফোর্সমেন্ট এন্ড মনিটরিং কার্যক্রম প্রয়োগ করা হচ্ছে। তীব্র দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে Effluent Treatment Plant স্থাপন অপরিহার্য বিবেচনায় এ প্ল্যান্ট স্থাপন করা হলে

বায়ু ও শিল্প দূষণের মাত্রা হ্রাস

পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হচ্ছে। Effluent Treatment Plant স্থাপন সহজলভ্য করার জন্য ৩০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

১৯৪। ঢাকা শহরের সরকারি/বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বিভিন্ন হাসপাতাল/ক্লিনিকে গার্হস্থ্য বর্জ্য এবং ক্লিনিক্যাল বর্জ্য আলাদাভাবে সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা আইন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০১০ প্রণয়নের উদ্যোগ আমরা নিয়েছি। এছাড়া, কঠিন আবর্জনা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১০ প্রণয়নের প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা

১৯৫। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং বনজসম্পদের স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য দেশের মোট ভূমির ২০ শতাংশ বনায়নের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে আগামী অর্থবছরে ১৬টি বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া, চলমান সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম দেশের দারিদ্র্য নিরসনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন

১৯৬। আমরা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন অব্যাহত রেখেছি। উন্নততর প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় বন্যা-পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা ভবিষ্যতে স্বয়ংক্রিয় করার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। Climate Change Adaptation এবং Disaster Risk Reduction সহায়ক উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততার পূর্বাভাস ও বেসিন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম আমরা হাতে নেব।

তৃতীয় অধ্যায়

জনকল্যাণ ও সুশাসন

মাননীয় স্পীকার

১৯৭। একটি গণতান্ত্রিক সরকারের সনাতনী কর্তব্য হচ্ছে দেশের সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং দেশে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। আধুনিক রাষ্ট্রের কিন্তু প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে জনকল্যাণ এবং সেজন্য সুশাসনের ও শক্তিশালী উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রয়োজন। বাংলাদেশে জনকল্যাণের লক্ষ্যে দারিদ্র্য নিরসন এবং কর্মসংস্থান হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম।

দারিদ্র্য নিরসন ও কর্মসংস্থান

দারিদ্র্য নিরসন ও সামাজিক নিরাপত্তা

১৯৮। এতক্ষণ ধরে বিভিন্ন খাত সম্পর্কে আমি যেসব কথা বলেছি তার মূল লক্ষ্য হচ্ছে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে দ্রুত দারিদ্র্য নিরসন। আমাদের সকল দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচির উদ্দেশ্য হচ্ছে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নিরাপত্তা প্রদান এবং কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাঁদেরকে ক্ষমতায়ন করা।

১৯৯। গত বাজেট বক্তৃতায় আমি উল্লেখ করেছিলাম, আমাদের সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনির সামগ্রিক কাঠামো চারটি খাতে বিন্যস্তঃ

- জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন বঞ্চিত অংশের জন্য বিশেষ বিশেষ ভাতা প্রদান যাতে দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষ দারিদ্র্যের কষাঘাত মোকাবেলায় কিছুটা হলেও সক্ষমতা লাভ করে,
- দারিদ্র্য নিরসনে ক্ষুদ্রঋণ ও বিভিন্ন তহবিল/কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মসৃজন,
- দুর্যোগ মোকাবেলা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে খাদ্য নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম এবং
- দারিদ্র্যকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য তৈরির উদ্দেশ্যে নতুন প্রজন্মকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ ও কারিগরি বিষয়ে সহায়তা প্রদান।

২০০। উপর্যুক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমরা A‡bK¸‡jv পদক্ষেপ ইতোমধ্যে নিয়েছি| আগামী বছরে সেগুলোর ব্যাপ্তি আরও বাড়বে।

- চলতি অর্থবছরে **'বয়স্ক ভাতা'**র পরিমাণ ৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছিল। সুবিধাভোগীর সংখ্যা ছিল ২২ লক্ষ ৫০ হাজার। এ বছর সুবিধাভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে ২৪ লক্ষ ৭৫ হাজারে উন্নীত করে এ বাবদ ৮৯১ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

- **'অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের ভাতা'** বাবদ চলতি অর্থবছরে ব্যয় করা হয়েছে ৯৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। আগামী অর্থবছরে এ ভাতার সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২ লক্ষ ৮৬ হাজারে উন্নীত করে এ বাবদ বরাদ্দ ১০২ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা রাখার প্রস্তাব করছি।

- চলতি অর্থবছরে **'দরিদ্র মা-র মাতৃত্বকালীন ভাতা'** বাবদ বরাদ্দ ছিল ৩৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। আগামী ২০১০-১১ অর্থবছরে এ বাবদ ৪৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। একইসাথে শহরে নিম্নআয়ের কর্মজীবী মহিলাদের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা বাবদ ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

- এছাড়াও **'মেটারনাল হেলথ ভাউচার স্কিম** ও **ন্যাশনাল নিউট্রিশন প্রোগ্রাম'**-এর জন্য আগামী অর্থবছরে যথাক্রমে ৬৬ কোটি ৪০ লক্ষ ও ২২৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

- **'এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন ও মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান'** তহবিলে ২০১০-১১ অর্থবছরে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

- **'বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাদের জন্য দুস্থ ভাতা'**র বর্তমান সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৯.২ লক্ষ। আগামী অর্থবছরে এই ভাতা বাবদ বরাদ্দ ৩৩১ কোটি ২০ লক্ষ টাকায় নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

- **পথশিশুদের কল্যাণ, এতিম শিশুদের বিভিন্ন উন্নয়ন** কর্মসূচিতে চলতি অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ছিল ৬৩ কোটি ২ লক্ষ টাকা। মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা ছিল ৬২ হাজার। ২০১০-১১ অর্থবছরে এ তিনটি কর্মসূচির জন্য আমি ৭৩ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

- চলতি অর্থবছরে **'প্রতিবন্ধীদেরকে ওয়ান স্টপ সার্ভিস'** প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী সেবা ও সহায়ক কেন্দ্র শীর্ষক একটি কর্মসূচি আমরা প্রবর্তন করেছি। প্রতিবন্ধী

ছাত্র-ছাত্রীর জন্য উপবৃত্তি প্রদান করছি। সমাজকল্যাণ পরিষদের ও প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশনের endowment fund অনুদান আমরা বাড়াব। এসব কর্মসূচিতে আগামী অর্থবছরে আমি ৩৩ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

- ভিক্ষাবৃত্তির অবসান আমাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার। ইতোমধ্যে ভিক্ষাবৃত্তির অবসানের জন্য ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থান কার্যক্রম গ্রহণকল্পে ভিক্ষুক জরিপ কাজের প্রাথমিক কার্যক্রম আরম্ভ হয়েছে। ইতোমধ্যে জরিপ কাজের জন্য এনজিও নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আশা করছি, ২০১০-১১ অর্থবছরেই ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়ন কাজ শুরু করতে পারব।

ভিক্ষাবৃত্তির অবসান

- আমি ইতোমধ্যে **'খাদ্য নিরাপত্তা'** অংশে খোলাবাজারে কমমূল্যে খাদ্য বিক্রয়, কাজের বিনিময়ে খাদ্য, ভিজিএফ, ভিজিডি, টিআর (খাদ্য), জিআর (খাদ্য) এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে খাদ্য সহায়তার আদলে খাদ্য নিরাপত্তামূলক কার্যক্রমের জন্য বিভিন্ন পরিমাণ খাদ্য বিতরণের প্রস্তাব করছি। আগামী অর্থবছরে এসব কর্মসূচির বিপরীতে আমি ৫ হাজার ৭২৬ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব আমি করছি।

- **'অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান'** শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় চলতি অর্থবছরে ১ হাজার ১৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। ১ম পর্যায়ে ১৬টি জেলায় প্রায় ৬ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে সারাদেশে ৬৪টি জেলায় প্রায় ১৭ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। এ খাতে আমি ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটে ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

- একইসাথে আগামী অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় **'দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের কর্মসংস্থান'**মূলক গ্রামীণ রাস্তাঘাট মেরামত প্রকল্পে ১৪০ কোটি টাকা, সরকারি সম্পদ সংরক্ষণ, গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পে ৭৭ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা, মঙ্গাপীড়িত হতদরিদ্রদের কর্মসংস্থানের জন্য ৬৮ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকাসহ চরাঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের জন্য ও বিভিন্ন দারিদ্র্য বিমোচনমূলক প্রকল্পে ৩ হাজার ৫৪৬ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

কর্মসূচিসমূহ সমন্বয় ও ডাটাবেজ তৈরি

২০১। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের একটি **'ডাটাবেজ'** (database) তৈরির পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি। আমরা চাই, বিভিন্ন সমাজসেবা কার্যক্রমের **সমন্বয়** এবং যথাযথ

পরিবীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন। এ ডাটাবেজ সুবিধার মাধ্যমে দেশের সুবিধাবঞ্চিত ও স্বল্পআয়ের মানুষের কল্যাণে আগামী সময়ে **'পেনশন ইন্স্যুরেন্স স্কিম'** চালু করার সক্রিয় চিন্তা-ভাবনা আমরা করছি। আমাদের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য হ'ল দেশব্যাপী একটি টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।

২০২। গত বাজেটে ঘোষিত সামাজিক নিরাপত্তা ও মানব-দারিদ্র্য উন্নয়নে আমাদের আরেকটি বড় অঙ্গীকার হচ্ছে ঘরে ফেরা কর্মসূচি। ইতোমধ্যে ঘরেফেরা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য একটি নীতিমালা প্রণীত হয়েছে এবং এই নীতিমালার আলোকে ঘরেফেরা কর্মসূচি সেল গঠিত হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২ হাজার ৮৩টি পরিবারের মধ্যে জরিপ চালানো হয়েছে এবং যাচাই-বাছাই শেষে ২২১টি বস্তিবাসী পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। ১২০টি পরিবারের মধ্যে ঋণও বিতরণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের কলেবর আগামীতে আরও বৃদ্ধি পাবে।

ঘরেফেরা কর্মসূচি

২০৩। ইতোমধ্যে **'একটি বাড়ি একটি খামার'** কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে অবহিত করেছি। পরিকল্পিত গ্রামীণ আবাস, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আদর্শগ্রাম ও আশ্রায়ণ প্রকল্পকে সমন্বিতভাবে আমরা এখনও দাঁড় করতে পারিনি। তবে, প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

২০৪। বঞ্চিত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধি এবং তাদের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা বিভিন্ন ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া, কর্মসংস্থান ব্যাংক, পল্লী-কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ঋণ কার্যক্রম বহাল রাখছে।

বিভিন্ন সরকারি সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি

২০৫। সামাজিক নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়ন খাতে নেয়া আমাদের সকল কার্যক্রম অব্যাহত রেখে আমি ২০১০-১১ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়ন খাতে ১৯ হাজার ৪৯৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। যা উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের প্রায় ১৪.৮ শতাংশ এবং যা জিডিপি'র ২.৫ শতাংশ।

কর্মসংস্থান

মাননীয় স্পীকার

২০৬। সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী আমাদের দেশে ১৫ বছর বা তার বেশি বয়স্ক প্রায় ৫ কোটি শ্রমশক্তি রয়েছে। এর মধ্যে সরকারি খাতে নিয়োজিত রয়েছে ২০ লক্ষ। প্রতিবছর দেশের শ্রমবাজারে প্রায় ২০ লক্ষ নতুন শ্রমশক্তি প্রবেশ করে। এই শ্রমশক্তিসহ বিদ্যমান বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিই বর্তমান সরকারের অন্যতম নির্বাচনী অঙ্গীকার বলে আমি গত বাজেটে উল্লেখ করেছিলাম।

২০৭। বিপুল এ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে গিয়ে আমরা যে নীতি ও কৌশল গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করার কথা গত বাজেটে ঘোষণা করেছিলাম তা হ'ল – কৃষি ও গ্রামীণ খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, শ্রমঘন অবকাঠামো নির্মাণে প্রাধান্য দেয়া, ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে আত্মনিয়োজনের ব্যবস্থা জোরদারকরণ, প্রবাসে শ্রমিক প্রেরণের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ অধিকতর সুযোগ-সুবিধা প্রদান ও বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে এসব শিল্পের সাব-কন্ট্রাক্টিং সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং হতদরিদ্র ও অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। আমি খাতওয়ারি আলোচনায় ইতোমধ্যে কয়েকটি খাতের কর্মসংস্থান সম্পর্কিত আমাদের অগ্রগতি ও পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেছি।

২০৮। ২০০৯-১০ অর্থবছরে অনুন্নয়ন এবং উন্নয়ন মিলিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচিতে সর্বমোট ৫২৬.৭ লক্ষ জনমাসের কাজ সৃষ্টি হয়েছে। প্রস্তাবিত ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটে সর্বমোট ৬২১.৬ লক্ষ জনমাস কাজ সৃষ্টি হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৯৪.৮ লক্ষ জনমাস বেশি। এই অতিরিক্ত কর্মসংস্থান দেশের বেকার জনগোষ্ঠীর ৩৯.৫ শতাংশের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

আর্থিক খাত

মাননীয় স্পীকার

২০৯। আর্থিক খাত সম্বন্ধে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল যে, বাংলাদেশ এবার প্রথমবারের মত সার্বভৌম ঋণমানের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান দু'টির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ঋণমান নিয়ন্ত্রণকারী দুটি প্রতিষ্ঠান Standard and Poor's (S&P) এবং Moody's বাংলাদেশকে প্রথমবারের মত তাদের সার্বভৌম ঋণমান

সার্বভৌম ঋণমান নির্ধারণ

(Sovereign Credit Rating) তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। এ রেটিং তালিকায় S&P এবং Moody's বাংলাদেশকে যথাক্রমে **BB-** এবং **Ba3** মান প্রদান করেছে। এ রেটিং অনুযায়ী ঋণ পরিশোধের অর্থনৈতিক সক্ষমতার বিচারে বাংলাদেশ ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনামের সমকক্ষতা অর্জন করেছে। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান ভারতের পরে থাকলেও পাকিস্তান ও শ্রীলংকার ওপরে রয়েছে। এরূপ রেটিং প্রাপ্তির ফলে দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। ঋণপত্রের খরচ কমবে। ফলে আমদানি ব্যয়ের সাশ্রয় হবে ও রপ্তানিকারকগণ লাভবান হবে। ফলশ্রুতিতে দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে বলে আমি আশাবাদী। এখানে বলে রাখা ভাল যে, রেটিং তালিকায় স্থান লাভ করার ফলে এখন আমাদের দায়িত্ব অনেক গুণ বেড়ে গেল; আমরা কোনমতেই আমাদের অবস্থানের অবক্ষয় হতে দেব না এবং আরও ভাল অবস্থানে পৌঁছাবার চেষ্টা করব। একইসঙ্গে আরও বলতে চাই যে, আমাদের বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকেও এখন তাদের স্ব-স্ব ঋণমান সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে এবং সেজন্য আমরা অতিরিক্ত পেশাজীবী ঋণমান প্রতিষ্ঠানকে এদেশে কাজ করতে দেব।

আর্থিক খাত সংস্কার

২১০। গত বাজেট বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম, একটি দক্ষ আর্থিক খাত অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনের পূর্বশর্ত এবং সে বিবেচনায় এ খাতে সংস্কারমূলক বেশকিছু কার্যক্রম আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। এর মধ্যে প্রণিধানযোগ্য হচ্ছে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দক্ষতা বৃদ্ধি ও আর্থিক খাতে অধিকতর ভূমিকা পালনকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রম অটোমেটেড করা। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে আন্তঃব্যাংক নেটওয়ার্কিং স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল বিভাগ/অফিসের মধ্যে সংযোগ (Connectivity) স্থাপন করা হয়েছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ঋণগ্রহীতাদের বিষয়ে তথ্যাদি সংরক্ষণ কার্যক্রম দক্ষতার সাথে সম্পাদনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) অনলাইন সেবা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এবছর ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ নামে অর্থ মন্ত্রণালয়ে একটি নতুন বিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই বিভাগ এবং বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের (যথা- বাংলাদেশ ব্যাংক, সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ) মধ্যে দায়িত্ব বিভাজনের প্রক্রিয়া নির্ধারণ একটি চলমান প্রক্রিয়া। আগামী বছরে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন দু'টির সংস্কার করা হবে এবং এসইসি'র আইন ও বিধিমালা ঢেলে সাজানোর বিষয়টিও ভেবে দেখা হবে। কোম্পানি আইনের সংস্কার হবে পরবর্তী এজেন্ডা।

২১১। বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাতকে আরো মজবুত করে এ খাতের কর্মকাণ্ড আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক স্তরে উন্নীত করা এবং মূলধন সংরক্ষণ আরো ঝুঁকি-সহনশীল ও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে বর্তমানে ব্যাসেল-১ এর সাথে ব্যাসেল-২ তথা ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন সংরক্ষণ নীতিমালা পরিপালন করছে। ১ জানুয়ারি ২০১০ থেকে ব্যাসেল-২ এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। এর ফলে ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন সংরক্ষণের মধ্যে একটি সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হবে।

ব্যাংক ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ

২১২। ব্যাংকিং খাতের উন্নয়নে আমাদের আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অর্জন হচ্ছে, দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঋণসুবিধা প্রদানসহ নতুন শিল্প স্থাপনে সহায়তা করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পব্যাংক (বিএসবি) ও বাংলাদেশ শিল্পঋণ সংস্থা (বিএসআরএস)-কে একীভূত করে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ নামক একটি পৃথক বিশেষায়িত ব্যাংক সৃষ্টি করা হয়েছে।

২১৩। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রমকে অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০০৯ এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ জারি করা হয়েছে। উক্ত আইনে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বীমা কোম্পানি, মানি চেঞ্জার, অর্থ প্রেরণকারী এবং অর্থ স্থানান্তরকারী কোন কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট রিপোর্টিং-এর আওতায় আনা হয়েছে। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০০৯ এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (এফআইইউ) গঠন করা হয়েছে এবং বিদেশি ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (এফআইইউ)-এর সাথে অর্থপাচার সংক্রান্ত এবং আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য বিনিময়ের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত মোট ৭টি দেশের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ

মাননীয় স্পীকার

২১৪। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও জনগণের জীবনে ঝুঁকিপ্রসূত সমস্যা নিরসনে বীমা ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আমরা সে লক্ষ্যে বীমা আইন, ১৯৩৮ যুগোপযোগী করার উদ্দেশ্যে **'বীমা আইন, ২০১০'** প্রণয়ন করেছি। এ আইনটি সংসদে পাস করা হয়েছে। বীমাখাতের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান, বীমা পলিসি গ্রাহক ও পলিসির অধীনে উপকারভোগীদের স্বার্থ সংরক্ষণ, বীমাখাতের আর্থিক ভিত্তি শক্তিশালীকরণ এবং এ খাত পরিচালনায় সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিদ্যমান বীমা অধিদপ্তরকে বীমা আইনের সাথে

বীমা খাত সংস্কার

সামঞ্জস্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে **'বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০'** বিলটি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হয়েছে। অতি শীঘ্রই আমরা বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠন করব।

পুঁজিবাজার সংস্কার

২১৫। মন্দার ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পুঁজিবাজারে বিশেষ করে নিউইয়র্ক, টোকিও, লন্ডন, মুম্বাই ও অন্যান্য পুঁজিবাজারে ধ্বস নামলেও ঐ সময়ে বাংলাদেশের পুঁজিবাজার যথেষ্ট তেজী থাকে। পুঁজিবাজারের প্রতি সাধারণ জনগণের আগ্রহ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বাজার মূলধন জুন ২০০৯-এ ছিল জিডিপি'র ২১.৪ শতাংশ। এপ্রিল ২০১০ শেষে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৪.২ শতাংশে। বিও (Benificiery Owners) একাউন্টের সংখ্যা এপ্রিল ২০১০-এ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৫ লক্ষ ৬ হাজারে।

গৃহীত পদক্ষেপ

২১৬। একথা অস্বীকার করা যাবে না, পুঁজিবাজারে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি, সিকিউরিটিজের স্বল্প যোগান এবং বিনিয়োগকারীদের অধিক লাভের প্রত্যাশা বাজারকে মাঝে মধ্যে অস্থিতিশীল করেছে। তবে বাজারকে যথাযথ পর্যায়ে রাখা এবং গভীরতা বৃদ্ধিসহ একটি স্বচ্ছ, গতিশীল ও সমৃদ্ধ পুঁজিবাজার গড়ার লক্ষ্যে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বাজার তদারকি জোরদার করা হয়েছে। ঋণ-সীমা (Loan-margin) পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। শেয়ারের বিকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি Book Building সম্পর্কিত বিধি জারি হয়েছে। তালিকাচ্যুত কোম্পানিসমূহের সিকিউরিটিজ লেনদেনের জন্য ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে ওভার-দি-কাউন্টার (ওটিসি) মার্কেট চালু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৫টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানির শেয়ার অফলোড করা হয়েছে। আরও ২৬টি কোম্পানির শেয়ার অফলোডিং প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিনিয়োগকারী, মধ্যস্থতাকারী এবং কোম্পানিসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসনের উন্নতিকল্পে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে।

বিনিয়োগ

২১৭। ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট পেশকালে আমি জানিয়েছিলাম যে, বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে আমরা প্রশাসনিক সংস্কার ও উপযোগ সেবার সহজলভ্যতা নিশ্চিত করে ব্যবসায়িক খরচ হ্রাসের ওপর গুরুত্ব আরোপ করব। আমি আনন্দের সাথে জানাতে চাই, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ প্রকাশিত Doing Business 2009 শীর্ষক প্রতিবেদন অনুযায়ী Ease of Doing Business : Global Rank-এ বাংলাদেশের অবস্থান ১৮৩টি দেশের মধ্যে ১১৯তম, যা প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত হতে ১৪ ধাপ এগিয়ে। বর্তমান বছরে এই অবস্থানে অবক্ষয়ের খবর খুবই দুশ্চিন্তার বিষয়। এবং এক্ষেত্রে আমাদের ত্রুটি সংশোধনীর জন্য

আমি দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি। উপরন্তু বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষার (protection of investors) ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ২০তম। তাছাড়া, ঋণপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ৭১তম এবং কর প্রদান ও ব্যবসা শুরুর ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৮৯তম ও ৯৮তম।

বিনিয়োগ আকর্ষণে গৃহীত পদক্ষেপ

২১৮। ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় আমি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বেশকিছু এলাকা নিয়ে অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলাম। আমি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, এ লক্ষ্যে **'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন ২০১০'** মহান জাতীয় সংসদে চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। এসব অঞ্চলে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নসহ সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে সরকার শিল্প স্থাপনে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করবে।

পররাষ্ট্রনীতি

মাননীয় স্পীকার

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার

২১৯। আমাদের সরকারের প্রথম বছরের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে বেশকিছু মৌলিক প্রেক্ষিত লক্ষণীয়। এই প্রথম বছরেই একবিংশ শতাব্দীর কূটনীতিতে বৈশ্বিক বলয়ে নতুন নতুন যে মাত্রা যুক্ত হচ্ছে এবং যে সকল নবদিগন্তের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে তার আলোকে রূপকল্প এবং কাঠামোগতভাবে মন্ত্রণালয়কে প্রস্তুত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক বলয়ে দায়িত্বশীল ও ইতিবাচক অবদানক্ষম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের পরিচিতি বহুমাত্রায় দৃশ্যমান হয়েছে। লক্ষ্য করা গেছে যে, বাংলাদেশ কেবলমাত্র ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে নয়, বরঞ্চ বহির্বিশ্বে ঘটনার বাস্তবতাকে প্রভাবিত করার দৃশ্যমান উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক জোরদার ও নিবিড় হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশ ইউনিসেফ কার্যনির্বাহী বোর্ডের সভাপতি, ইউএনডিপি ইউএনএফপিএ'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্য, ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন (আইএমও) কাউন্সিলের সদস্য, ইকোনমিক এন্ড সোশ্যাল কাউন্সিল (ইকোসক)-এর কার্যকরী কমিটির সদস্য এবং ইউনেস্কো বোর্ডের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে।

২২০। আর একটি বিষয় এখানে উল্লেখ না করলেই নয়, বাংলাদেশের সফল কূটনৈতিক তৎপরতায় স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন। তাঁর ভারত, চীন, ভুটান, সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, সুইডেনসহ ঐতিহাসিক সফরসমূহ ব্যাপকভাবে বাংলাদেশের স্বার্থ সুসংহত করেছে এবং বিশ্বে দায়িত্বশীল, কর্মতৎপর ও অবদানক্ষম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

সফল কূটনৈতিক তৎপরতা

২২১। আমি গত বাজেটে উল্লেখ করেছিলাম, আমাদের বিদ্যমান পররাষ্ট্রনীতির আলোকে আমাদের অঙ্গীকার অনুযায়ী প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করেছি। তার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক কূটনীতির আলোকে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। সার্ক অঞ্চলের আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রটিকে আরো সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আমরা ভারত, নেপাল ও ভুটানের সাথে উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র চিহ্নিত করে এ অঞ্চলের জনগণের নিকট উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেয়ার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। একইসাথে সহযোগিতার আওতাকে চীন ও মায়ানমার পর্যন্ত প্রসারিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা

২২২। আঞ্চলিক/উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলোকে বাস্তব রূপদানের জন্য যে সকল বিস্তারিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, তার সামান্য কিছু এ মহান সংসদের সামনে আমি তুলে ধরতে চাই। বাংলাদেশ ও ভারত শুল্ক ও অশুল্ক বাধা অপসারণ; ভারতে আমদানি-নিষিদ্ধ তালিকায় বাংলাদেশ থেকে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের সংখ্যা কমিয়ে আনা; বাংলাদেশের মাননিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান বিএসটিআই-এর উন্নয়নের মাধ্যমে ভারত কর্তৃক উক্ত প্রতিষ্ঠানের সনদ গ্রহণ; বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে রামগড়-সাবরুম ও দেমাগিরি-তেগামুখ এলাকায় আরও ২টি স্থলবন্দর চালু করা, বিদ্যমান স্থলবন্দরসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং পরীক্ষামূলকভাবে সীমান্ত হাট চালু করা; বাংলাদেশের আশুগঞ্জ ও ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের শিলঘাটকে পোর্ট-অব-কল হিসেবে ঘোষণা; ভারতের আর্থিক অনুদানে আখাউড়া-আগরতলা রেল সংযোগ স্থাপন; চট্টগ্রাম বন্দর এবং মংলা বন্দরের উন্নয়নের মাধ্যমে ভারতকে ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করে তা নেপাল ও ভুটানকে ব্যবহারের সুযোগ প্রদান।

সহযোগিতার ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ

২২৩। এছাড়া, ভুটান ও নেপালের সাথে বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য বাংলাবান্দা-ফুলবাড়ি সীমান্তের স্থলবন্দর ব্যবহারে ভারতের সম্মতি; নেপাল-বাংলাদেশ পণ্য পরিবহনে রোহনপুর-সিংগাবাদ রেলপথ এবং ভুটান-বাংলাদেশের জন্য বিরল-রাধিকাপুর রেলপথ ব্যবহার; বাংলাদেশের নদী খনন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ভারত কর্তৃক ড্রেজার সরবরাহ; তিস্তা নদীর পানি বন্টনে দ্রুত সমঝোতা এবং টিপাইমুখে বাংলাদেশের জন্য ক্ষতিকর এমন কোন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে না মর্মে ভারতের অঙ্গীকার; বিদ্যুৎ খাতে দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতার অংশ হিসেবে ভারত-বাংলাদেশকে বিদ্যমান গ্রীড থেকে ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর; বিনিয়োগ ক্ষেত্রে সহযোগিতার নিদর্শন হিসেবে ভারত কর্তৃক ১ বিলিয়ন ডলার বা প্রায় সাত হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ সহজ শর্তে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান; চীনের কুনমিং পর্যন্ত সড়ক যোগাযোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে চীনের অর্থায়ন বিষয়গুলোতেও ইতোমধ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রতিরক্ষা

মাননীয় স্পীকার

২২৪। গত বাজেট বক্তৃতায় আমি উল্লেখ করেছিলাম, আমাদের সরকার বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীকে সকল বিতর্কের ঊর্ধ্বে রাখতে চায়, সে লক্ষ্যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়ে অব্যাহতভাবে আমরা বাড়াতে চাই দেশের প্রতিরক্ষা সামর্থ্য। একইসঙ্গে নিরাপত্তার জন্য কূটনৈতিক উদ্যোগ বাড়ানোর পাশাপাশি দেশের সামরিক বাহিনীর জন্য উন্নত প্রশিক্ষণ, আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর জন্য জোর প্রচেষ্টা আমরা অব্যাহত রেখেছি। এ প্রসঙ্গে একটি কথা না বললেই নয়, জাতিসংঘের বিভিন্ন শান্তিরক্ষা মিশনে আমাদের সামরিক বাহিনীর সদস্যরা অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে দেশের ভাবমূর্তি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। তাঁদের প্রতি রইল আমার ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা।

সশস্ত্রবাহিনীর আধুনিকায়ন

২২৫। গত বাজেট বক্তৃতায় আমি জনগণের অংশগ্রহণ ও আলোচনার মাধ্যমে একটি জাতীয় প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে উল্লেখ করেছিলাম। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং আশা করি আগামী অর্থবছরে এটা চূড়ান্ত করা সম্ভব হবে।

প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন

২২৬। দেশের প্রতিরক্ষা ও উন্নয়ন এবং বিশ্বে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা বিবেচনায় এনে আমি ২০১০-১১ অর্থবছরে প্রতিরক্ষা খাতে সর্বমোট ১০ হাজার ৬৯৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। যা ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট থেকে ১ হাজর ৫১২ কোটি টাকা বেশি।

ভূমি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন

মাননীয় স্পীকার

২২৭। ভূমি ডিজিটাইজেশনের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার কর্তৃক অর্জিত সফলতার কথা আমি আমার গত বাজেট বাস্তবায়নের ষান্মাষিক অগ্রগতি প্রতিবেদনে এ মহান সংসদকে অবহিত করেছি। আমি বলেছি, ‘আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে এদেশে একটি ডিজিটাইজেশন ভূমি ব্যবস্থার প্রবর্তন করা, যার মধ্য দিয়ে আমরা ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আমাদের দীর্ঘদিনের চলমান অচলায়তন ভেঙ্গে তা আধুনিকায়ন করতে পারি।’

ভূমি ব্যবস্থাপনা

২২৮। এর বাইরে আমি বলতে চাই, গত এক বছরে আমরা ভূমি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং প্রক্রিয়ায় ব্যয়িত সময় ও ব্যয় হ্রাস এবং সকল প্রকার কর ও ফি একই পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। তাছাড়া, ভূমি রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে মূল্য পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে জমির মূল্য ও রেজিস্ট্রেশন ব্যয় সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে। ভূমি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে দেশের সাধারণ নাগরিকদের ভূমি অফিসে গিয়ে কাঙ্ক্ষিত সেবা দ্রুত প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপও আমরা গ্রহণ করেছি। ৩০ দিনের মধ্যে নামজারি সম্পন্নকরণ, স্বচ্ছভাবে কর গ্রহণ এবং রেকর্ডরুম থেকে সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য জেলা প্রশাসক ও সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ বরাবর অনুশাসন জারি করা হয়েছে। তদারকি জোরদার করা হয়েছে।

ভূমি সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা

২২৯। বর্তমান সরকার দায়িত্বভার গ্রহণের পর থেকে ভূমি মন্ত্রণালয় এ পর্যন্ত ২২ হাজার ২৬১টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ১০ হাজার ২২৭ একর কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান করেছে। যা দারিদ্র্য নিরসনের পাশাপাশি কৃষিক্ষেত্রে মোট উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। চলতি অর্থবছরে সারাদেশে আরও ৩৪ হাজার ৫৩২টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ৫ হাজার ৫৩৪ একর কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

খাস জমি বিতরণ

২৩০। বর্তমানে দেশে বালু ও মাটি উত্তোলন নিয়ন্ত্রণহীনভাবে চলছে। যা পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। বাধাগ্রস্ত করছে উন্নয়ন। তাই, বালুমহাল ও মাটি ইজারা নিয়ে সৃষ্ট জটিলতা নিরসন পরিকল্পিতভাবে বালু ও মাটি উত্তোলন, নিয়ন্ত্রণ, বিপনন ও এ সম্পর্কিত অপরাধ প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ আমরা প্রণয়ন করতে যাচ্ছি।

বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা

২৩১। আপনি জানেন, অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত জটিলতায় দেশের মানুষ প্রতিদিনই হয়রানির শিকার হচ্ছেন। এ ধরনের হয়রানি বন্ধ ও অর্পিত সম্পত্তির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নিমিত্তে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং অর্পিত সম্পত্তি সার্বিকভাবে নিস্পত্তির লক্ষ্যে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ সংশোধনকল্পে সংসদে উত্থাপনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ প্রণীত ও সংশোধনীসহ অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়ন হলে অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত সকল জটিলতার নিরসন হবে বলে আশা করা যায়।

অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন

জাতীয় সংসদের কার্যক্রম

মাননীয় স্পীকার

২৩২। আমি ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় বলেছিলাম, জাতীয় সংসদকে সর্বোতভাবে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড় করানোর প্রয়াস আমরা শুরু থেকে নিয়েছি। এ কথার ধারাবাহিকতায় বলতে চাই – সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা সমুন্নত রাখার জন্য প্রতিটি অধিবেশনকে অর্থবহ ও অধিকতর কার্যকর করার অভিপ্রায়ে বর্তমান নবম জাতীয় সংসদ শুরু থেকে নিরলসভাবে কাজ করে চলছে। সরকারের সকল কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে ৪৮টি স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত তাঁরা ৪৭২টি বৈঠকে মিলিত হয়েছেন।

জাতীয় সংসদকে অর্থবহ করা

২৩৩। উপরোক্ত বৈঠকসমূহে প্রায় ৩ হাজারটি প্রস্তাবনা/সুপারিশ/সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহে প্রেরণ করা হয়েছে।

২৩৪। যদিও আমাদের সংসদ অধিবেশনে বিরোধী দল প্রায়ই অনুপস্থিত থাকেন কিন্তু তাঁরা যখন উপস্থিত থাকেন তখন তাঁদের মতামত প্রদানের জন্য বিশেষ সুবিধা আমাদের মাননীয় স্পীকার সবসময় দিয়ে থাকেন। বিরোধী দল অত্যন্ত স্বল্পকায় হলেও আমরা মনে করি যে, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তাঁদের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। আমি আশা করব, বাজেট আলোচনায় যোগ দিয়ে তাঁরা সক্রিয় এবং গঠনমূলক ভূমিকা পালন করবেন।

স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ

২৩৫। বিকেন্দ্রিভূত শাসনব্যবস্থায় একটি শক্তিশালী স্থানীয় সরকার কাঠামোর মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণকে সরাসরি সম্পৃক্ত করা সম্ভব। সে লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি, তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারের সুশাসন নিশ্চিত করতে ইতোমধ্যে স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় আইনসমূহ প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার

২৩৬। একথা অনস্বীকার্য যে, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদ তেমন জোরালোভাবে কাজ করতে পারছে না। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য এবং সচিবদের প্রশিক্ষণের জন্য লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রকল্পের কাজ অব্যাহত রয়েছে এবং এর সুফল অবশ্যই আশা করা যায়। ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান দুর্বলতার প্রধান কারণ হ'ল পরিষদ নির্বাচনে দীর্ঘ বিলম্ব। উপজেলা পরিষদের আইনের সংস্কার এবং দায়িত্ব নির্দিষ্টকরণে অনেক সময় ব্যয় হয়েছে। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে উপজেলা পরিষদের কার্যক্রমে গতিশীলতা আসবে।

২৩৭। এবিষয়ে সরকার মনে করে যে, উন্নয়ন এবং সেবা সরবরাহের সুফল জনগণের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে হবে। যেসব কর্মকাণ্ড বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেমন- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ, গ্রামীণ পূর্তকর্ম ইত্যাদি সেসব ক্ষেত্রে ব্যাপক বিকেন্দ্রায়ণের প্রয়োজন এবং দায়িত্ব ও ক্ষমতার প্রতিসংক্রম অপরিহার্য। সরকার এও মনে করে যে, জেলা পরিষদকে ঢেলে সাজিয়ে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বিলম্বের জন্য আমরা দুঃখিত। তবে, এ মহান সংসদকে আমি অবহিত করতে পারি যে, এবিষয়টি বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সবিশেষ নজরে আছে।

জনপ্রশাসন সংস্কার

মাননীয় স্পীকার

২৩৮। আমি বলেছিলাম, আমাদের দিনবদলের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন একটি আধুনিক, দক্ষ, দুর্নীতিমুক্ত ও সেবাপরায়ণ জনপ্রশাসন। এ কারণে জনপ্রশাসনে ব্যাপক সংস্কার অপরিহার্য। আমরা সে সংস্কার কার্যক্রম হাতে নিয়েছি।

দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা

২৩৯। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই বিভিন্ন সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। যেমন- সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে পরীক্ষামূলকভাবে **'কৃতিভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতি'** (Performance Based Evaluation System, PBES) চালু করা হয়েছে। **'সিভিল সার্ভিস এ্যাক্ট'**-এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা, কর্মশালা ও মতবিনিময় করে তা চূড়ান্ত করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। পদোন্নতি বিধিমালা, পদায়ন/বদলি নীতিমালা, ক্যারিয়ার প্ল্যানিং, মাঠ প্রশাসনের কাঠামো সংস্কার ও মন্ত্রণালয়সমূহ গুচ্ছায়নের ওপর বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জনপ্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের উচ্চশিক্ষা ও প্রশাসনিক জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে **'জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতি'** (National Training Policy) সংশোধন করে যুগোপযোগী করার কার্যক্রমও চলমান রয়েছে। এছাড়া, **ডিজিটাল পদ্ধতির নথি ব্যবস্থাপনা** চালুর কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

কৃতিভিত্তিক মূল্যায়ন

২৪০। আমাদের আর একটি উল্লেখযোগ্য অঙ্গীকার ছিল বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করা। সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য একটি বেতনকাঠামো উপহার দিয়ে আমরা সে অঙ্গীকার পূরণ করেছি।

আইন-শৃঙ্খলা ও আইনের শাসন

মাননীয় স্পীকার

২৪১। আমরা আইনের শাসন ও ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা বিধান করতে চাই। সে লক্ষ্যে উগ্র সম্প্রদায়িক ও জঙ্গীদের বিরুদ্ধে আমরা কঠোর অবস্থান নিয়েছি। দেশের প্রত্যেকটি অংশে জঙ্গী তৎপরতার বিষয়ে আমরা তৎপর ও সজাগ রয়েছি। অপরাধের বিরুদ্ধে চলমান

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন

বিচার প্রক্রিয়াকে দ্রুতায়িত করা হচ্ছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তদন্তকে সুচারুভাবে সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দেশে মোটামুটিভাবে অপরাধ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার অধিকার প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এবং গ্রাম-গঞ্জে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে টেন্ডার ও চাঁদাবাজির অভিযোগ এবং বিশেষ করে ঢাকায় অপরাধ প্রবণতার অভিযোগ আছে। এই বিষয়ে আইন-শৃঙ্খলা এবং নিগ্রহ বল প্রয়োগকারী সংস্থাদের সুগঠিত করার প্রচেষ্টা চলছে এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে লাগাম টানা হয়েছে।

পুলিশ বাহিনী শক্তিশালীকরণ

২৪২। দেশের পুলিশ বাহিনী শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে **'মেরিন পুলিশ'** ও **'পর্যটন পুলিশ'** গঠন করা হয়েছে। **'শিল্পাঞ্চল পুলিশ'** গঠনের বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সিআইডি, এসবি এবং হাইওয়ে পুলিশ পুনর্গঠনের কার্যক্রমও চলমান রয়েছে।

আইন ও বিচার

২৪৩। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের কার্যক্রমকে সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে এনে একে বাস্তবে রূপদানের লক্ষ্যে The Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 2009 জারি করেছে। ফলে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের কাজটি স্থায়ীরূপ লাভ করেছে। বাংলাদেশে সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগে বিচারপতির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া বিচার ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে নিম্নআদালত থেকে শুরু করে উচ্চআদালতগুলোতে নতুন কার্যকর কৌশল হিসেবে বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির (Alternative Dispute Resolution - ADR) পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসন নিশ্চিত করতে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার সংকল্পবদ্ধ। সে লক্ষ্যে নতুন আইন প্রণয়ন, পুরাতন আইনের সংশোধন ও গুণগত উৎকর্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ গঠন করা হয়েছে।

অসমর্থ বিচার প্রার্থীদের আইনি সহায়তা

২৪৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবেধানের ২৭ ও ৩১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। সংবিধান স্বীকৃত এ অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমাদের সরকার ২০০০ সালে আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল সহায় সম্বলহীন এবং নানাবিধ অর্থ সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচার প্রার্থীকে আইনগত সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে **'আইনগত সহায়তা প্রদান আইন ২০০০'** শীর্ষক একটি আইন প্রণয়ন করে। এ আইনের অধীনে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান নামে

একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ সংস্থার মাধ্যমে সরকার অসমর্থ বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদান করে আসছে। সরকারের এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০০৯ সালে ৯ হাজার ২৪১ জন বিচারপ্রার্থীকে সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং আইনগত সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৩ হাজার ১৮০টি মামলা নিস্পত্তি করা হয়েছে। আমি মনে করি, সংসদ, বিচার এবং নির্বাহী বিভাগ – রাষ্ট্রের এ তিনটি বিভাগের মধ্যে যথাযথ ভারসাম্যের ওপর নির্ভর করে আধুনিক গণতন্ত্রের বিকাশ ও জনগণের কল্যাণ।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা

২৪৫। আমি আমার গত বাজেট বক্তৃতায় বলেছিলাম গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও তথ্যপ্রবাহের অবাধ চলাচল নিশ্চিত হলে সর্বত্র স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে, দুর্নীতি হ্রাস পাবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। এ কথার সূত্র ধরে বলতে চাই, আমাদের সরকার এযাবত গণমাধ্যমের ওপরে সবিশেষ হস্তক্ষেপ করেনি অথবা আইনের বরখেলাপে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। সাংবাদিকরা আমাদের সরকারের সকল কর্মকাণ্ডের খবর কোনরূপ হস্তক্ষেপহীনভাবেই সংবাদ মাধ্যমগুলোতে তুলে ধরতে পারছেন। তবে, আমি পত্রিকা, মিডিয়া এবং দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত সিনিয়র ও প্রথিতযশা সাংবাদিকদের নিকট অনুরোধ করব সাংবাদিকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। আমাদের দেশে সাংবাদিকতার মান এবং পেশাগত দায়িত্বশীলতা সময় সময় যথাযথ হয় না এবং অনেক অনুসন্ধানে দায়সারা ভাব আমাকে পীড়া দেয়। এ ব্যাপারে সিনিয়র সাংবাদিক এবং সম্পাদকেরা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারেন। পত্রিকার মালিকদের বলব সাংবাদিকদের রোয়েদাদ অনুযায়ী সম্মানজনক বেতন দিন। আমি সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রেস ইন্সটিটিউটের অনুকূলে ৩ কোটি ৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

দুর্নীতি প্রতিরোধ

মাননীয় স্পীকার

২৪৬। আমি বলেছিলাম অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রতিবন্ধক হ'ল দুর্নীতি। দুর্নীতি দূর না হলে সুশাসন নিশ্চিত হবে না। আমি এ কথার সূত্র ধরে বলতে চাই – আমাদের ক্ষমতা গ্রহণের পর এ যাবত দেশের ক্ষুদ্রমাত্রার দুর্নীতি যে আমরা দূর করতে পেরেছি তা বলব না। তবে রাষ্ট্রীয় দুর্নীতির কোন নজির কেউ দেখাতে পারবেন না বলে আমার বিশ্বাস।

দুর্নীতি দমনে সর্বাত্মক সহযোগিতা

দেশে দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য ইতোমধ্যে দুর্নীতি দমন আইনের কতিপয় সংশোধনী এনে মন্ত্রিসভায় একটি সংশোধনী নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রস্তাবিত আইন দ্বারা বিদ্যমান আইনের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর হবে। বর্তমানে এ ধরনের আইনের সাথে অন্যান্য দেশের আইন মিলিয়ে এটাকে দেখা হচ্ছে। তাছাড়া, দুর্নীতি দমন আইন প্রয়োগের কারণে যাতে কোন ক্ষেত্রে মৌলিক মানবাধিকার ক্ষুণ্ন না হয় সে বিষয়ে আমরা সজাগ রয়েছি। আমরা চাই যে, দুর্নীতি দমন কমিশন স্বাধীন থাকবে, কিন্তু তাকেও অবশ্যই দায়বদ্ধ থাকতে হবে। তদন্তে এবং অভিশংসনে তাদের স্বাধীনতার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হচ্ছে।

২৪৭। সরকারি ক্রয়সহ সকল কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতার জন্য আমরা টেন্ডার প্রক্রিয়াটি online-এ করার উদ্যোগ নিয়েছি। এছাড়া, খেলাপি সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে পুনঃতফসিলিকরণ প্রক্রিয়ায় যাতে কোনভাবেই মূলধন বেহাত না হয় সে বিষয়টিতে দৃঢ় অবস্থান ধরে রেখেছি। আশা করি, এ সকল কার্যক্রম বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি কমাবে।

চতুর্থ অধ্যায়

রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম

মাননীয় স্পীকার

২৪৮। এতক্ষণ আমি আগামী বছরের কর্মপরিকল্পনা এবং তার আর্থিক হিসাব মহান সংসদের সামনে উপস্থাপন করলাম। আমাদের কর্মপরিকল্পনা আমাদের বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য মোটেই বিশাল নয়। কিন্তু আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থানটি যে পর্যায়ে আছে সেজন্য এই বাজেটের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবেই একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। আমাদের সরকারের মোট ব্যয় ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ছিল ৮৮ হাজার ৫০ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরে তা বেড়ে প্রায় ১ লক্ষ ১০ হাজার কোটি টাকায় দাঁড়াবে। সাধারণ বুদ্ধিতে আয়-ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। সরকারও মোটামুটিভাবে সেই বুদ্ধিতেই চলে। তবে সরকার আয় ও ব্যয়ের মধ্যে কিছু ঘাটতি অন্যভাবে মেটাতে পারে। আমাদের ব্যয়ের কিছু অংশ আসে বৈদেশিক সাহায্য থেকে এবং কিছু অংশ আমরা দেশ থেকে ঋণ হিসেবে গ্রহণ করি। সামষ্টিক অর্থনীতিকে শক্তিশালী রাখার উদ্দেশ্যে আমাদেরকে আয়-ব্যয়ের ঘাটতি সীমিত রাখতে হয়। আমাদের বিশাল কার্যক্রমের জন্য আমরা এই ঘাটতিকে ৫ শতাংশে রাখতে চাই। আমরা আগামী অর্থবছরে যে হিসাব করেছি তাতে সরকারি ব্যয় হবে জাতীয় আয়ের ১৬.৯ শতাংশ। তাই, আমাদের রাজস্ব আদায় করতে হবে জাতীয় আয়ের ১১.৯ শতাংশ।

সামগ্রিক আয়-ব্যয়ের ঘাটতি সীমিতকরণ

২৪৯। অধুনা আমাদের দেশে একটি লক্ষণীয় বিত্তশালী গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সরকার সবসময় তাঁদের কাছ থেকে যথাযথ রাজস্ব বা কর আদায় করতে পারে না। জাতীয় সম্পদের প্রসারের জন্য আমাদের অনেক ধরনের প্রণোদনা এবং উৎসাহ দিতে হয়। যেমন- আমরা যেখানে দেখি শ্রমিকের জন্য কাজ সৃষ্টি হচ্ছে সেখানে কর আহরণে নানা ছাড় দিই। আমাদের রপ্তানি আমাদের উৎপাদনের চাহিদা বৃদ্ধি করে তাই আমরা রপ্তানির জন্য নানা ধরনের প্রণোদনা দিই এবং কর আদায়ে নানা ধরনের অবকাশ দিই।

২৫০। আমাদের সরকারি ব্যয়ের বেশি অংশকেই আমরা রাজস্ব ব্যয় হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করি। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির পরিধি হ'ল সরকারি ব্যয়ের মাত্র ২৯.১ শতাংশ। এক সময়ে বার্ষিক উন্নয়ন ব্যয়ই ছিল

বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি

সরকারি ব্যয়ের প্রধান খাত। বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রম সাধারণত দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করে এবং মূলধনের সৃষ্টি করে। এইসব সম্পদকে রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনার জন্য অনবরতই রাজস্ব ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের লক্ষ্য হ'ল যে, উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিধি কিছুটা বাড়ানো। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, এটি সরকারি ব্যয়ের সিংহভাগ দাবি করবে। আমরা আসলে একীভূত বাজেট চাই। কারণ, একীভূত বাজেটে মূলধন ব্যয়, পরিচালনা ব্যয় এবং সংরক্ষণ ও মেরামত ব্যয়ের মধ্যে যথাযথ ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা যায়। এছাড়াও, রাজস্ব খাতেও প্রচুর মূলধন ব্যয় হয় এবং বর্তমানে রাজস্ব বাজেটের বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় উন্নয়ন কার্যক্রমও পরিচালিত হয়।

২৫১। সরকারি রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য আমাদের হাতে রয়েছে কয়েকটি উপায় বা কৌশল।

- আমাদের দেশে আয়কর অথবা মূল্য সংযোজন কর বা অন্য কোন ধরনের কর প্রদানকারীর সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। আমরা করজালের সম্প্রসারণ করে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করতে পারি। আমরা আয়কর এবং মূসক দু'টি ক্ষেত্রেই করজাল সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিয়েছি।
- দ্বিতীয়ত, কর প্রদানে বা রাজস্ব দিতে বা নানা ধরনের ফিস দিতে অনেকেই ফাঁকির আশ্রয় নেয়। এইসব ফাঁক-ফোকর আমরা সবসময়ই বন্ধ করার চেষ্টা করি। মূসকের ক্ষেত্রে এই বছর একটি ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের ইচ্ছা ছিল যে, মূসক আইনটিকেই নতুন করে সাজাবো। সেই কাজটি এখনও সম্পন্ন হয়নি। তবে আশা করছি যে, আগামী বছর প্রথম দিকেই নতুন মূল্য সংযোজন কর আইন এই মহান সংসদকে উপহার দিতে পারব। আয়কর আইনের সে রকম সংস্কার এই বছর তেমন করা হয়নি। কারণ, আমরা ১৯৮৪ সালের আয়কর অর্ডিন্যান্সটাকেই পুরোপুরি নতুন করে প্রণয়ন করতে চাই। এইসব বিষয়ে আমাদের পরীক্ষিত রাস্তায় আমরা বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং জনগণের সঙ্গে আলোচনা করব।
- আমাদের তৃতীয় একটি উপায় হচ্ছে, কর বা রাজস্ব প্রদানে জনগণের সচেতনতা সৃষ্টি এবং সম্পদশালী ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানকে কর প্রদানে প্রণোদনা। আমরা অবহিত যে, অনেক ক্ষেত্রে কর প্রদানে অথবা সরকারি দফতরে নানা হয়রানি ও জটিলতার কারণে অনেক সময় জনগণ কর প্রদানে বিরত থাকেন। আমরা ইতোমধ্যেই করের মাধ্যমে যে দেশসেবা করা হয় এবং সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা যায় সে সম্বন্ধে প্রচারণা শুরু করেছি। এই প্রচারণা উদ্যোগকে আরও শক্তিশালী করা হবে এবং একইসঙ্গে বিভিন্ন কর দফতরে জনগণকে সাদর সম্ভাষণ জানানোরও ব্যবস্থা

নেয়া হচ্ছে। নতুন নতুন কর দফতর প্রতিষ্ঠা এই উদ্যোগেরই অন্যতম অংশ। কোন কোন ক্ষেত্রে ওয়ান-স্টপ সার্ভিসেরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বিশেষ করে আয়কর এবং মূসক-এর করজাল বিস্তৃত করার লক্ষ্যে নানা ধরনের প্রচারণা, মতবিনিময় সভা এবং আলোচনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এবং এজন্য উপযুক্ত বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। একইসঙ্গে রাজস্ব প্রশাসনে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহে (আয়কর, মূসক ও শুল্ক) কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতাভিত্তিক প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

- আমরা একটি চতুর্থ কৌশলেরও চিন্তা-ভাবনা করতে পারি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যক্তি মালিকানা খাতকে উৎসাহ ও প্রণোদনা দেয়ার জন্য আমরা বিশেষ করহার প্রবর্তন করতে পারি। সরকার ইতোমধ্যে একটি বাংলাদেশ অবকাঠামো অর্থায়ন তহবিল সৃষ্টি করেছে। এই তহবিলের বন্ড ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। আমি প্রস্তাব করছি যে, এই তহবিলের ইস্যুকৃত বন্ডে জুন ২০১২ সাল পর্যন্ত ১০ শতাংশ হারে কর প্রদান সাপেক্ষে বিনিয়োগের বিধান প্রবর্তন করা হবে। আমাদের বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং আরও বিভিন্ন সংস্থা তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা (Corporate Social Responsibility) সম্বন্ধে বর্তমানে অনেক বেশি সচেতন। বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনা করে রাজস্ব বোর্ড সামাজিক দায়বদ্ধতা পরিপালনের জন্য অনেকগুলো নতুন নতুন খাতকে চিহ্নিত করেছে। বিভিন্ন স্বীকৃত ও পরীক্ষিত সামাজিক উদ্যোগে যাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দরাজ হাতে অনুদান দিতে পারেন সেজন্য এই অনুদানের ওপর আয়কর রেয়াত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
- পঞ্চম, আমাদের কর আহরণ বেড়ে গেলেও কর প্রশাসনে জনবল তত শক্তিশালী বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়নি। বর্তমান বছরে জনবল বৃদ্ধির জন্য, বিশেষ করে আয়কর ও মূসকের ক্ষেত্রে সবিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। জনবল নিযুক্তিতেও রয়েছে নানাবিধ অসুবিধা, তাও অতিক্রম করার ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি। আমরা কর প্রশাসনকে ঢেলে সাজাবার চিন্তা করছি। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের দায়িত্ব ও কার্যাবলীর বিভাজন ও কর্মকর্তা বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। বিভাগের নীতি নির্ধারণ ও গবেষণা, অনুসন্ধান ও তদন্ত, পরিসংখ্যান ও তথ্যপ্রযুক্তি এবং তদারকি বিষয়ক কর্মকাণ্ডকে আরো শক্তিশালী ও বেগবান করতে হবে।
- কর আহরণে আরেকটি অসুবিধা হচ্ছে বিভিন্ন মামলা-মোকদ্দমা রুজু করে প্রায়ই কর আদায়ে অন্তত সাময়িকভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়।

আয়কর আদায়ে, আমদানি শুল্ক আদায়ে, মূল্য সংযোজন কর আদায়ে, ভূমিকর আদায়ে এবং আরও অন্যান্য সূত্রে সরকারি রাজস্ব আদায়ে অনেকেই আইনের আশ্রয় নিয়ে অসুবিধা সৃষ্টি করেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রায় **১২** হাজার কোটি টাকা আদায় বিভিন্ন মামলা-মোকদ্দমায় স্থগিত হয়ে আছে। সেখানেও আমরা বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে অবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারি। (১) আমরা কর-আপীলত ট্রাইব্যুনালকে নতুনভাবে সাজাতে যাচ্ছি। গতবার আমি এই অঙ্গীকার করেছিলাম, কিন্তু সেটি পালন করতে পারিনি। (২) এবারে আরেকটি অতিরিক্ত অঙ্গীকার করছি যে, আমরা অতি সত্বর বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বিষয়ক আইন প্রণয়ন করে মামলা-মোকদ্দমা হ্রাস করার চেষ্টা করব। এবিষয়ে ইতোমধ্যেই আইন কমিশনের সঙ্গে আলোচনা চলছে। (৩) একইসঙ্গে আমরা হাইকোর্টে রাজস্ব বিষয়ক নিবেদিত বেঞ্চ গঠনের প্রচেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছি।

২৫২। বর্তমানে আমাদের রাজস্বের একটি বড় অংশ আমদানি শুল্ক এবং আমদানিকৃত পণ্যের ওপর মূল্য সংযোজন কর বা সম্পূরক শুল্ক থেকে আদায় হয়। আমরা জানি যে, এই উৎস ক্রমেই সঙ্কুচিত হচ্ছে। এবারে আমরা অভ্যন্তরীণ সূত্র থেকে রাজস্ব আদায়ে যথেষ্ট প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। এই ধারাটিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এছাড়াও, নতুন নতুন অভ্যন্তরীণ রাজস্ব সূত্রও আমাদের চিন্তা করতে হবে।

প্রত্যক্ষ কর

আয়কর

মাননীয় স্পীকার

২৫৩। এবারের বাজেট প্রস্তাবে ব্যক্তি এবং কর্পোরেট কর হারের কোন পরিবর্তন করা হয়নি। গত বছরে অনেকগুলো পরিবর্তন সাধন করা হয় এবং সেগুলোর প্রতিফলকে আরও বিবেচনা করার সুযোগ দেয়া উচিত বলে আমরা মনে করি। আমাদের সরকার সামাজিক বৈষম্য কমিয়ে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আর এ জন্য জনগণের কাছে আমাদের অঙ্গীকারের দলিল **'রূপকল্প-২০২১'** বাস্তবায়ন সহায়ক আয়কর সংক্রান্ত প্রস্তাবাবলী প্রণয়নের চেষ্টা করেছি। এ লক্ষ্যে পরিশিষ্ট-ক এর **১**ম অংশে বিভিন্ন প্রস্তাব উপস্থাপন করছি।

'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়ন সহায়ক আয়কর সংক্রান্ত প্রস্তাবাবলী

২৫৪। আগামী অর্থ বছরে কমপক্ষে ৫ লক্ষ নতুন করদাতাকে করনেটে আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। কর জাল (tax net) সম্প্রসারণে আমাদের পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যাঁরা স্বেচ্ছায় আয়কর দিতে চান তাঁদের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি এবং যারা অনিচ্ছুক তাঁদেরকে আইনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। পরিশিষ্ট-ক এর ২য় অংশে এগুলো তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে।

কর জাল (tax net) সম্প্রসারণ

মাননীয় স্পীকার

২৫৫। **'পুঁজিবাজার'** আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর এলাকা।বর্তমান সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের লগ্নে পুঁজি বাজারে market capitalisation ছিল ১০৪২.৯৭ বিলিয়ন টাকা যা ৩১ মে ২০১০ এ ২৫৫৭.৪৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। আমাদের সরকার পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতা ও প্রসার অব্যাহত রাখার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সাধারণ বিনিয়োগকারীদের শেয়ার লেনদেন হতে আয়ের ওপর করমুক্তি অব্যাহত রেখে অন্যান্য ক্ষেত্রে হ্রাসকৃতহারে করারোপনের লক্ষ্যে কিছু প্রস্তাব পরিশিষ্ট-ক এর ৩য় অংশে উপস্থাপন করছি। এখানে আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই ব্যক্তিশ্রেণীর সাধারণ বিনিয়োগকারীদের শেয়ার লেনদেন হতে অর্জিত আয় করমুক্ত থাকবে।

'পুঁজিবাজার'

২৫৬। সাম্প্রতিককালে দেশে রিয়েল এস্টেট ব্যবসার ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে। এ খাত বর্তমান প্রেক্ষাপটে লাভজনক বলে ধারণা করা যায়। কিন্তু এ খাত থেকে আহরিত রাজস্ব সে তুলনায় কম। এ জন্য এ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয়কালে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীদের নিকট হতে উৎসে সংগৃহীত আয়করের হার যৌক্তিকীকরণের জন্য পরিশিষ্ট-ক এর ৪র্থ অংশে এ সংক্রান্ত প্রস্তাব উপস্থাপন করেছি।

মাননীয় স্পীকার

২৫৭। পৃথিবীর সকল দেশে আয়কর সংগ্রহের জনপ্রিয় ও আধুনিক ব্যবস্থা হচ্ছে উৎস মূলে আয়কর সংগ্রহ। এ পদ্ধতি করদাতাদের কর পরিকল্পনা ও হিসাব প্রণয়নের জন্য যেমন সুবিধাজনক তেমনি হয়রানিমুক্ত। সময়ের পরিক্রমায় উৎস মূলে আয়কর সংগ্রহের কতিপয় ক্ষেত্রের আওতা ও হার যৌক্তিকীকরণ করা প্রয়োজন। পরিশিষ্ট-ক এর ৫ম অংশে এ সম্বন্ধে কিছু প্রস্তাবাবলী তুলে ধরেছি।

উৎস মূলে আয়কর সংগ্রহের হার যৌক্তিকীকরণ

মাননীয় স্পীকার

২৫৮। **'রূপকল্প ২০২১'** এর অঙ্গীকার বাস্তবায়নে যেমন অত্যাবশ্যক দীর্ঘমেয়াদি ও যুগোপযোগী নীতি প্রণয়ন, তেমন প্রয়োজন দক্ষ ও আধুনিক প্রশাসন। আয়কর প্রশাসনের পুনর্বিন্যাস ও আধুনিকায়ন অত্যন্ত জরুরি। কর ফাঁকি রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি করদাতাদের মধ্যে কর সচেতনতা সৃষ্টি ও সৎ করদাতাদের প্রণোদনা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে কতিপয় পদক্ষেপ পরিশিষ্ট-ক এর ৬ষ্ঠ অংশে লিপিবদ্ধ আছে।

আয়কর প্রশাসন পুনর্বিন্যাস ও আধুনিকায়ন

মূল্য সংযোজন কর

মাননীয় স্পীকার

২৫৯। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ বর্তমান সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার। মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থাকে ডিজিটাইজ করার লক্ষ্যে অনলাইনে মূসক নিবন্ধন এবং দাখিলপত্র দাখিলের পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রস্তাব করছি। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সফটওয়্যার (Bangladesh VAT System, eVAT) ব্যবহার করা হবে।

মূসক ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ

২৬০। বর্তমান মূল্য সংযোজন কর আইনের অধীনে অর্থদণ্ড ঠিকমত আরোপের জন্য "Criminal Law Amendment Act, 1958" আওতায় নিয়োগকৃত স্পেশ্যাল জজ আদালতে বিচারিক কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য বিধান সংযোজনের প্রস্তাব করছি। অবশ্যি, ট্রাইবুনালের রায়ে সংক্ষুব্ধ করদাতাগণ উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে যেন হাইকোর্টে আপীল করতে পারেন, সে লক্ষ্যে আইনের প্রাসঙ্গিক সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করছি। করদাতার প্রদত্ত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার কোন বিধান মূল্য সংযোজন কর আইনে নেই। করদাতাদের দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে প্রদত্ত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষণের বিধান আইনে সন্নিবেশনের প্রস্তাব করছি।

বিচারিক প্রক্রিয়ার সংস্কার

মাননীয় স্পীকার

২৬১। মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে **"মূল্য ঘোষণা"** পদ্ধতি এবং বিভিন্ন উপায়ে কর পরিশোধের সুবিধা দেবার জন্য

মূসক ব্যবস্থার সংস্কার

প্রয়োজনীয় আইনি সংশোধন আনয়নের প্রস্তাব করছি। একইসঙ্গে ইলেকট্রনিক কমার্সের আওতায় সেবার আমদানিকে মূল্য সংযোজন করের আওতায় আনার প্রস্তাব করছি।

২৬২। মূসকের আদায় বাড়ানোর জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করছিঃ

(১) উৎসে কর কর্তনের পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, এনজিও, ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, লিমিটেড কোম্পানি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক টেন্ডারের মাধ্যমে যে কোন সেবা বা পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের প্রস্তাব করছি।

(২) নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সঙ্কুচিত ভিত্তিমূল্য পর্যালোচনা করে কতিপয় সেবা খাতে তা প্রত্যাহার করছি। এবং কতিপয় পণ্যের ক্ষেত্রে বিদ্যমান কর অব্যাহতির সুবিধা প্রত্যাহার করছি। এছাড়াও, কতিপয় পণ্য ও সেবাকে মূল্য সংযোজন করের আওতায় আনয়নের প্রস্তাব করছি। এসব পণ্য ও সেবা পরিশিষ্ট-খ এ দেয়া আছে।

(৩) ট্যারিফ মূল্যের ভিত্তিতে মূসক প্রদানের ব্যবস্থা প্রমিতকরণ করা হচ্ছে এবং কতিপয় ক্ষেত্রে ট্যারিফ মূল্য বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এটাও পরিশিষ্ট-খ এ দ্রষ্টব্য।

(৪) জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিবেচনায় সিগারেটের মূল্যস্তর ও সম্পূরক শুল্ক যুক্তিসঙ্গত হারে বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি। এছাড়াও, কতিপয় পণ্যের ওপর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক আরোপ এবং বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি। এখানেও পরিশিষ্ট-খ দ্রষ্টব্য।

(৫) ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ২০০৪ সালে ন্যূনতম হারে মূসক পরিশোধের সুযোগ দেয়া হয়। এই ন্যূনতম হার এতদিন অপরিবর্তিত ছিল। এবারে ন্যূনতম মূসক পুনর্নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। পরিশিষ্ট-খ দ্রষ্টব্য।

ভারি শিল্পকে উৎসাহ প্রদান

২৬৩। দেশে ভারি শিল্প স্থাপন এবং বিকাশের লক্ষ্যে রেফ্রিজারেটর, ফ্রিজার, মোটর সাইকেল, পূর্ণাঙ্গ এনার্জি সেভিং বাল্ব ও এর কাঁচামাল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে পাঁচ বছরের জন্য মূসক অব্যাহতি সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করছি।

টার্নওভার করের পরিধি সম্প্রসারণ

২৬৪। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সহায়তার লক্ষ্যে বর্তমানে বার্ষিক ৪০ (চল্লিশ) লক্ষ টাকা টার্নওভার সীমা পর্যন্ত ৪ শতাংশ

হারে টার্নওভার কর প্রদানের সুবিধা রয়েছে। দেশের শিল্পায়নে এ খাতের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা বিবেচনা করে টার্নওভার করের পরিধি সম্প্রসারণ করে নির্ধারিত বার্ষিক টার্নওভার এর সর্বোচ্চ সীমা পঞ্চাশ শতাংশ বৃদ্ধি করে ৬০(ষাট) লক্ষ টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

মূসক প্রত্যাহার

২৬৫। অপেক্ষাকৃত স্বল্প আয়ের জনসাধারণের ব্যবহার্য প্লাস্টিক ও রাবারের হাওয়াই চপ্পল এবং প্লাস্টিকের পাদুকা যার প্রতি জোড়ার মূল্য আশি টাকার নীচে তার ওপর প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।

আবগারী শুল্ক আরোপ

২৬৬। বর্তমানে দেশের অভ্যন্তরে বিমান ভ্রমণের ক্ষেত্রে প্রতি টিকেটে ৩০০ টাকা হারে আবগারী শুল্ক প্রদান করতে হয়। অভ্যন্তরীণ বিমান ভ্রমণের ন্যায় আন্তর্জাতিক বিমান ভ্রমণের ক্ষেত্রে এবং লিজিং এবং ফাইন্যান্সিং প্রতিষ্ঠানের সঞ্চিত আমানতের ওপর আবগারী শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করছি (পরিশিষ্ট-খ দ্রষ্টব্য)। একইসঙ্গে ট্রাভেল এজেন্সি সেবার ওপর থেকে মূসক প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করা হচ্ছে।

প্রশাসনিক সংস্কার

267| মূসক আদায় কার্যক্রম শুল্ক ও আবগারী ক্যাডারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে, তাই বিষয়টি যৌক্তিকীকরণের লক্ষ্যে বিসিএস (শুল্ক ও আবগারী) ক্যাডারের নাম সংশোধন করে বিসিএস (শুল্ক, আবগারী ও মূল্য সংযোজন কর) হিসাবে নামকরণের প্রস্তাব করছি। মূসকের আওতা সম্প্রসারণের লক্ষ্য মূসক দফতর ও জনবল ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির ব্যবস্থা নিচ্ছি। জনবল পুনর্বিন্যাসের জন্য দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি ক্ষুদ্র মূসক দপ্তর গঠন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করছি। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত সম্প্রসারণ প্রস্তাবে উল্লিখিত নবসৃষ্ট ২টি কাস্টম হাউস, ২টি কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ৪টি কাস্টমস এক্সাইজ ও মূসক কমিশনারেট, মূসক জরিপ অধিদপ্তর, আইসিটি কমিশনারেট, ৩টি আপীল কমিশনারেট, আপীলাত ট্রাইবুনালের নতুন ৩টি বেঞ্চ এবং ১০টি বৈদেশিক মিশনে কাস্টমস বিষয়ক দপ্তর, ৫৬টি মূসক বিভাগীয় দপ্তর, ১৪৬ টি মূসক সার্কেল এবং পুনর্গঠিত বিদ্যমান দপ্তরের কার্যক্রম আগামী জুলাই ২০১০ হতে চালু করছি।

আমদানি শুল্ক

মাননীয় স্পীকার

২৬৮। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে আমদানি পর্যায়ে শুল্ক হার হ্রাস করলেও দেশের মোট অভ্যন্তরীণ রাজস্বের প্রায় ৩৮ শতাংশ এখনো আমদানি পর্যায় হতে সংগৃহীত হচ্ছে। এবার ৪ স্তরবিশিষ্ট আমদানি শুল্ক কাঠামো অপরিবর্তিত রাখছি। তবে, বাণিজ্য সহজীকরণ, জনসাধারণের নিকট সুলভমূল্যে পণ্য সরবরাহ এবং দেশীয় শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত করা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি নজর দিয়ে আমি আগামী ২০১০-১১ অর্থবছরের আমদানি শুল্ক সংক্রান্ত প্রস্তাবাবলী মহান জাতীয় সংসদের সামনে উপস্থাপন করছি।

অভ্যন্তরীণ রাজস্বের প্রায় ৩৮ ভাগ আমদানি পর্যায়ে আদায়

২৬৯। দ্রব্যমূল্য জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখার লক্ষ্যে চাল, ডাল, গম, ভোজ্যতেল, পেঁয়াজ, সার, বীজ, ঔষধ ও তুলার ওপর বিদ্যমান ০ শতাংশ শুল্কহার অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি। বিশ্বব্যাপী গুড়া দুধের মূল্য ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় গুড়া দুধের ওপর প্রযোজ্য আমদানি শুল্ক ১২ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ৫ শতাংশ নির্ধারণ এবং ৫ শতাংশ রেগুলেটরি ডিউটি প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।

প্রধান খাদ্যদ্রব্য, ঔষধ, তুলা ও সারের ওপর ০ শুল্ক হার বহাল

২৭০। আমদানি পর্যায়ে শুল্ক-কর ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়ায় দেশীয় শিল্পকে প্রতিরক্ষণ এবং রাজস্ব আহরণে প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিগত বাজেটে রেয়াতি সুবিধাপ্রাপ্ত পণ্য শ্রেণী ব্যতীত সর্বোচ্চ (২৫ শতাংশ) শুল্ক হার যুক্ত পণ্যের ওপর ৫ শতাংশ হারে রেগুলেটরি ডিউটি আরোপ করা হয়েছিল। দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী সংগঠনসমূহের দাবির প্রেক্ষিতে উক্ত রেগুলেটরি ডিউটির মেয়াদ আরো ১ (এক) বছর বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করছি।

দেশীয় শিল্পকে প্রতিরক্ষণ

২৭১। দেশীয় শিল্প বিকাশে সহায়তা দেয়ার লক্ষ্যে ৪০ বা ততোধিক আসনের সিবিইউ, ডিজেল, পেট্রোল, সিএনজি বাস আমদানির ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ হারে মূসক (VAT) প্রদান করতে হবে। দেশে মোটর সাইকেল শিল্প বিকাশের জন্য সিবিইউ ও সিকেডি মোটর সাইকেল আমদানির ক্ষেত্রে সম্পূরক শুল্ক ২০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৩০ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।

দেশীয় পরিবহন শিল্পকে সহায়তা প্রদান

২৭২। বিশ্ববাজারে চিনির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় গত বছর অপরিশোধিত চিনির ওপর প্রযোজ্য নির্ধারিত শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা হয়। বর্তমান বছরে বিশ্বব্যাপী আখের ভাল ফলন হওয়ায় দেশে চিনির মূল্য হ্রাস পেয়েছে। সে কারণে সরকারি রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে অপরিশোধিত চিনির জন্য দুই হাজার টাকা প্রতি মেট্রিক টন এবং পরিশোধিত চিনির জন্য চার হাজার টাকা প্রতি মেট্রিক টন স্পেসিফিক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করছি।

চিনি শিল্প থেকে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি

২৭৩। কৃষি জমিতে তামাক চাষ নিরুৎসাহিত করতে তামাক (আন-ম্যানুফ্যাকচার্ড) রপ্তানির ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ হারে রপ্তানি শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করছি।

২৭৪। বাংলাদেশে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বিনিয়োগের লক্ষ্যে ইতঃপূর্বে প্রদত্ত সকল শুল্ক সুবিধা অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি। এ বাজেটেও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী চারটি পণ্যের এবং জ্বালানি খাতের তিনটি পণ্যের জন্য শুল্ক হ্রাসের সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব মহান জাতীয় সংসদের সামনে উপস্থাপন করছি (পরিশিষ্ট-খ-৮)।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে কতিপয় পণ্যের শুল্ক হ্রাস সুবিধা

২৭৫। বাধ্যতামূলক পিএসআই ব্যবস্থা এদেশে ২০০০ সালে প্রবর্তন করা হয়। তার আগেও বিভিন্ন পিএসআই কোম্পানির সেবা মাঝে মাঝে গ্রহণ করা হতো। তবে, সরকারের একটি প্রতিষ্ঠান, সরবরাহ ও পরিদর্শন বিভাগ, মোটামুটিভাবে প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন কাজটি সম্পন্ন করতো। পিএসআই ব্যবস্থা প্রচলনের সময় লক্ষ্য ছিল যে, পিএসআই কোম্পানিগুলো থেকে আমরা প্রশিক্ষণ লাভ করে আমাদের জনবলকে শক্তিশালী করব এবং প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশনের দায়িত্ব আমরাই পালন করব। নানাভাবে পিএসআই ব্যবস্থা প্রায় ১০ বছর ধরে চলছে। আমরা কিছুদিন আগে সিদ্ধান্ত নিই যে, পিএসআই ব্যবস্থাটিকে ২০১০ সালের ডিসেম্বরে সমাপ্ত করব। সেই উদ্দেশ্যে শুল্ক কর্তৃপক্ষের capacity building এর কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। শুল্ক বিভাগে নতুন জনবল নিয়োগসহ ব্যাপক সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া চলছে। ইতোমধ্যে শুল্ক কর্তৃপক্ষের capacity building এর অংশ হিসেবে কম ঝুঁকিপূর্ণ পণ্যশ্রেণীর ওপর পিএসআই ব্যবস্থা প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি (পরিশিষ্ট-খ-৯)।

পিএসআই ব্যবস্থার মেয়াদ বৃদ্ধি

২৭৬। আমাদের বর্তমান পরিকল্পনা হ'ল যে, কিছু কিছু দেশে আমরা প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশনের জন্য শুল্ক কর্তৃপক্ষের প্রশিক্ষিত জনগণ নিয়োগ করব। এছাড়াও, কেন্দ্রীয়ভাবে প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশনের সামর্থ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা গড়ে তুলবো। আবার, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা আগের মত মাঝে মাঝে আন্তর্জাতিক পিএসআই

প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণ করব। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার লক্ষ্যে আমরা প্রস্তাব করছি যে, আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত পিএসআই ব্যবস্থা বহাল রাখা হোক এবং সেজন্য শিগ্‌গির নতুন পিএসআই সংস্থা নিয়োগের কার্যক্রম হাতে নেয়া হবে।

মাননীয় স্পীকার

২৭৭। নিম্নোক্ত কতিপয় প্রস্তাবের প্রতি আমি মহান সংসদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

১. দেশীয় কাগজ প্রস্তুতকারক শিল্পকে সহায়তার উদ্দেশ্যে De-inking chemical এর ওপর প্রযোজ্য আমদানি শুল্ক ও ওয়েস্ট পেপারের ওপর প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতির মেয়াদ আরো ১ (এক) বছরের জন্য বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করছি।

২. অপঘোষণা রোধের মাধ্যমে সঠিক রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যে আমদানি পর্যায়ে স্ক্র্যাচ কার্ড, চশমার মেটাল ফ্রেম ও প্লাষ্টিক ফ্রেম এবং ক্রেকার বিস্কুটের ক্ষেত্রে ট্যারিফ মূল্য নির্ধারনের প্রস্তাব করছি।

৩. বর্তমান অর্থবছরে কিছু পণ্য, যেমন সিআর কয়েল, জিপি শীট, ক্লোরিনেটেড প্যারাফিন ওয়াক্স এর ক্ষেত্রে আরোপিত রেগুলেটরি ডিউটি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্কের সঙ্গে সমন্বয়ের এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পৃথক এইচএস কোড সৃষ্টির প্রস্তাব করছি। এছাড়াও, ছয় ক্যাটাগরির পণ্যের জন্য ক্ষেত্রমতে বর্ণনা/এইচএস কোড/ স্ট্যাটিসটিক্যাল ইউনিট সংশোধনের প্রস্তাব করছি।

৪. বাংলাদেশে চলাচলকারী বিদেশী বিমান সংস্থার নিজস্ব স্টেশনারি সামগ্রী ও কমিউনিকেশন ইক্যুইপমেন্ট আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক-কর প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি। ওয়েজ আর্নার্স যাত্রীদের সুবিধার্থে ব্যাগেজ বিধিমালা সহজীকরণ করার এবং ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স ও কাস্টমস্ এজেন্টস্ (লাইসেন্সিং) বিষয়ক বিধিমালা দুটোর সংশোধনের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার

২৭৮। এছাড়া, আরও কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে শুল্কহার সরলীকরণ, সুষমকরণ, সামঞ্জস্যকরণ, প্রত্যাহার, হ্রাসকরণ ও বৃদ্ধিকরণ করা হয়েছে। কি কারণে তা করা হয়েছে এবং কিভাবে প্রস্তাব সাজানো হয়েছে তা পরিশিষ্ট-গ'তে সন্নিবেশিত হ'ল।

২৭৯। দেশের বড় শহরগুলোতে যানজটের কথা চিন্তা করে গাড়ি আমদানি নিরুৎসাহিত করা এবং রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে মোটর গাড়ি ও মাইক্রোবাসের ক্ষমতা (সিসি) এবং সম্পূরক শুল্ক হার পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব করছি (পরিশিষ্ট-গ-১)। বিগত বাজেটে প্রবর্তিত flat rate অবচয় পদ্ধতি অব্যাহত রেখে অবচয়ের সর্বসাকুল্য পরিমাণ ৪০ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ৩৫ শতাংশে নির্ধারণ করার এবং তা অনধিক চার বছরের পুরাতন গাড়ির জন্য প্রযোজ্য করার প্রস্তাব করছি। নতুন গাড়ির মূল্য বিষয়ে অপঘোষণা রোধে প্রস্তুতকারক অথবা প্রস্তুতকারকের অন্যূন ৩০ শতাংশ মালিকানাধীন বিপনন কোম্পানির সার্টিফিকেট দাখিল বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করছি।

মোটর গাড়ি আমদানি নিরুৎসাহিত করার জন্য গাড়ির শুল্ক হার পুনর্বিন্যাস

মাননীয় স্পীকার

২৮০। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্ট কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে গুরুত্ব লাভ করতে শুরু করেছে। বাংলাদেশে এরূপ পণ্যের শুল্ক বিষয়ক আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদনসহ প্রযোজ্য ট্রানশিপমেন্ট/ট্রানজিট ফী বিষয়ে একটি বিধিমালা জারির প্রস্তাব করছি।

২৮১। শুল্ক পদ্ধতি আধুনিকীকরণের বিষয়ে বিগত বাজেটের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক একটি ট্যারিফ র‍্যাশনালাইজেশন কমিটি গঠন করা হয়েছিল। উক্ত কমিটি শুল্কায়ন কার্যক্রমকে সহজতর করা, ট্যারিফ বৈষম্য দূর করা এবং অপঘোষণার সুযোগ রহিত করার লক্ষ্যে সুপারিশ করেছে। সে অনুযায়ী ৩২৮টি অপ্রয়োজনীয় এইচএসকোড বিলুপ্ত করাসহ ৬৭৭ টি এইচএস কোডে পরিবর্তন আনয়ন করে The Customs Act, 1969 এর First Schedule সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

শুল্কায়ন সহজতর করার জন্য Customs Act এর FIRST SCHEDULE সংশোধন

২৮২। শুল্ক প্রশাসনকে গতিশীল করার লক্ষ্যে The Customs Act, 1969 এর কতিপয় ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং কতিপয় নতুন ধারা সংযোজনের প্রস্তাব করছি।

২৮৩। বর্তমানে শুল্ক কর্তৃপক্ষের অটোমেশন কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। সকল কাস্টম হাউসে পর্যাপ্ত হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সরবরাহ করা হয়েছে। আগামী অর্থবছরের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থল শুল্ক স্টেশনেও ASYCUDA++ সফটওয়্যারের মাধ্যমে শুল্কায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হবে বলে আশা করছি। শীঘ্রই নতুন জনবল নিয়োগ সম্পন্ন করা গেলে শুল্ক বিভাগে লোক সংকটের নিরসনসহ গুণগত উন্নয়ন সাধিত হবে বলে আশা করা যায়। সংশ্লিষ্ট সকলের নিবিড় মনিটরিং ও কর্মতৎপরতার ফলে আগামী অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা আদায় করা সম্ভব হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী।

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

মাননীয় স্পীকার

২৮৪। আপনি জানেন, একটি সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে আমাদের ক্ষমতা গ্রহণের পটভূমির কথা। বিশ্বমন্দার কারণে তাবৎ পৃথিবীর অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত।

দিনবদলের সনদ

যুক্তরাষ্ট্রসহ উন্নত দেশগুলোতে ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে বড় বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। লাখ লাখ মানুষ কাজ হারিয়েছে। তার ঢেউ এসে পড়েছে আমাদের এ দেশে। এর বাইরে সিডর ও আইলার মত দুটো উপর্যুপুরি প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের অর্থনীতি ও সামাজিক খাতকে প্রায় স্থবির করে ফেলে। পাশাপাশি বিএনপি সরকারের সীমাহীন দুর্নীতির কারণে কৃষিখাতে স্থবিরতা, আর্থিক খাতে নৈরাজ্য ও ব্যাপক প্রতারণা, জবাবদিহিতাহীন অস্বচ্ছ প্রশাসন ব্যবস্থা, খাদ্যের জন্য বিদেশের ওপর নির্ভরশীলতা, হতোদ্যম বেসরকারি খাত, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি এবং ৫ বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সীমাহীন স্থবিরতা, দেশের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে তোলে। অতঃপর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অপরিণামদর্শী কিছু কার্যক্রম পরিস্থিতিকে আরও জটিল আবর্তে ফেলে দেয়। এ প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আমরা আমাদের দিনবদলের সনদের পক্ষে লাভ করি জনগণের বিপুল সমর্থন। এবং এ প্রেক্ষাপটে গত ১৭টি মাস আমরা আমাদের সদিচ্ছা আর কর্মপ্রচেষ্টা নিয়ে জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী উন্নয়ন, গণতন্ত্র, শান্তি ও প্রগতির পথে এ দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। পরিশেষে কয়েকটি কথা বলে আমি আমার বাজেট বক্তৃতা শেষ করতে চাই।

২৮৫। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর আজীবন লালিত স্বপ্ন ছিল অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের মাধ্যমে এদেশের গণমানুষের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা।

জাতির জনকের স্বপ্ন, আমাদের রূপকল্প ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্ব

তাঁর এই স্বপ্নকে উপজীব্য করেই আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে সমৃদ্ধির উচ্চতর সোপানে পৌঁছে দেয়ার রূপকল্প বাস্তবায়নের দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আমরা জানি, **'রূপকল্প ২০২১'** বাস্তবায়নের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। হাজারো বাধা-বিপত্তি প্রতিনিয়তই আমাদের অভীষ্ট অর্জনের পথে এগিয়ে চলার গতিকে বাধাগ্রস্ত করছে। তা সত্ত্বেও আমরা আমাদের

অপরাহত প্রত্যয় থেকে কখনও বিচ্যুত হইনি। বিগত **১৭** মাস জাতিগতভাবে আমরা প্রমাণ করেছি যে, আমরা স্থিতিস্থাপক শক্তি। আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থান তেমন শক্তিশালী বা উন্নত নয়। কিন্তু আমাদের রিজিলিয়্যান্স অসাধারণ এবং অনমনীয়। বস্তুনিষ্ঠ সমাধানের উপায় স্থির করে আমরা আমাদের অঙ্গীকার পূরণে সামনে এগিয়ে চলেছি। বন্ধুর পথের বিপত্তিকে অতিক্রম করে আমরা প্রমাণ করেছি জাতির স্বার্থে আমাদের টীম স্পিরিট দিয়ে অসাধ্য সাধন করতে পারি। এখন আমাদের লক্ষ্য হ'ল যে করেই হোক আমরা পৌঁছে যেতে চাই আমাদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে। এ গন্তব্যে পৌঁছার অভিযাত্রায় আমাদের সঙ্গী এদেশের সকল স্তরের জনসাধারণ – যাঁরা দুর্যোগে, সংকটে অবিচল থেকে দেশকে এগিয়ে নেয়ার স্বপ্নে উজ্জীবিত, অদম্য প্রাণশক্তিতে ভরপুর, অফুরন্ত কর্মস্পৃহায় বলীয়ান।

হতাশা-দারিদ্র্যমুক্ত এক উত্তর-প্রজন্ম এবং সুখী-সমৃদ্ধ ও সংবেদনশীল বাংলাদেশ

২৮৬। আমাদের একান্ত বিশ্বাস, এদেশের গণমানুষের বিপুল আস্থা **'রূপকল্প ২০২১'** বাস্তবায়নের অগ্রযাত্রাকে অনিরুদ্ধ করবে এবং আমাদেরকে পৌঁছে দেবে সেই অভীষ্ট সোপানে যেখানে আমরা দেখতে পাব হতাশামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত এক উত্তর-প্রজন্ম যাঁরা নিমগ্ন থাকবে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও সংবেদনশীল বাংলাদেশ হিসেবে বিশ্বসভায় অতুলনীয় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করার নিরলস সাধনায়। আসুন, আমরা গড়ে তুলি সম্প্রীতি আর ঐক্যের সেই মেলবন্ধন যা আমাদের যূথবদ্ধ করে **'রূপকল্প ২০২১'**-এর লক্ষ্য অর্জনকে করবে সুনিশ্চিত। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

জয় বাংলা,
জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্ট-ক

আয়কর ও কর্পোরেট কর

১ম অংশ

(১) সোলার প্যানেল, এনার্জি সেভিং বাল্ব এবং জন্মনিরোধে ব্যবহার্য দ্রব্যাদির (Barrier Contraceptive or Rubber Latex) উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প প্রতিষ্ঠানকে কর অবকাশ সুবিধা প্রদান;

(২) ভৌত অবকাঠামো যথাঃ সেতু, সড়ক, ফ্লাইওভার বা পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) কর্মসূচির আওতায় নির্মিতব্য অন্যান্য ভৌত অবকাঠামোর আয় নিরূপণের ক্ষেত্রে ভৌত কাঠামোর অবচয় ভাতা অনুমোদনের বিধান প্রবর্তন;

(৩) ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে Bangladesh Infrastructure Finance Fund Gi আওতায় ইস্যুকৃত বন্ডে জুন ২০১২ পর্যন্ত ১০ শতাংশ হারে কর প্রদান সাপেক্ষে বিনিয়োগের বিধান প্রবর্তন;

(৪) এমপিওভুক্ত স্কুল ও কলেজে কম্পিউটার ও ইংরেজি শিক্ষার উন্নয়নে সহায়তা এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহারকারী পর্যায়ে বিনামূল্যে বিতরণ, স্বেচ্ছা বন্ধ্যাকরণ ক্যাম্প পরিচালনায় প্রদত্ত অনুদান বাবদ খরচের ওপর আয়কর রেয়াত প্রদানের বিধান প্রবর্তন করে কর্পোরেট সামজিক দায়বদ্ধতা (Corporate Social Responsibility) পরিপালন উৎসাহিত করা।

২য় অংশ

(১) কম আয়ের নতুন করদাতাদের জন্য one-stop সার্ভিসের মাধ্যমে আয়কর নির্ধারন ও কর পরিশোধের spot assessment পদ্ধতি এবং এ পদ্ধতির আওতায় করদাতাদের জন্য দুই পৃষ্ঠার সহজ আয়কর রিটার্ন ফরম প্রবর্তন।

(২) Outsourcing প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নতুন করদাতা শনাক্তকরণের জন্য ইতোমধ্যেই জরিপ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে, যার ব্যাপ্তি আরও সম্প্রসারণ করা।

(৩) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণে এবং ভাড়ায় ব্যবহৃত বাস, ট্রাক, ইত্যাদি যানবাহনের নিবন্ধন ও ফিটনেস নবায়নের ক্ষেত্রে টিআইএন গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা;

(৪) ভুয়া টিআইএন ব্যবহার প্রতিরোধের জন্য জরিমানা আরোপসহ কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা প্রবর্তন;

(৫) টিআইএন ব্যবস্থার আধুনিকায়নের জন্য National ID সংশ্লিষ্ট ডাটা-বেইজ এর সাথে ই-সংযোগের মাধ্যমে তথ্য যাচাইয়ের পদ্ধতি চালুর উদ্যোগ গ্রহণ;

(৬) অব্যাহতি (exemption) আয়কর আইনের আরও একটি স্পর্শকাতর ইস্যু। করনেট সম্প্রসারণ করে কর ভিত্তি বৃদ্ধি করার জন্য অব্যাহতি ক্রমান্বয়ে প্রত্যাহার করে হ্রাসকৃত হারে করারোপনের নীতি আমরা অর্থ আইন ২০০৯ হতে শুরু করেছি। এজন্য অব্যাহতির বিধানসমূহ revisit করার উদ্যোগ আগামী অর্থবছরের শুরু থেকেই গ্রহণ করা হবে।

<u>৩য় অংশ</u>

(১) সকল কোম্পানি করদাতার ক্ষেত্রে স্টক এক্সচেঞ্জে নিবন্ধিত কোম্পানির শেয়ার লেনদেন হতে অর্জিত আয়ের ওপর হ্রাসকৃত ১০ শতাংশ হারে কর আরোপ;

(২) স্টক এক্সচেঞ্জে নিবন্ধিত কোম্পানির উদ্যোক্তা অংশীদার বা পরিচালকদের শেয়ার লেনদেন হতে অর্জিত আয়ের ওপর হ্রাসকৃত ৫ শতাংশ হারে কর আরোপ;

(৩) প্রিমিয়ামসহ শেয়ার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির প্রিমিয়াম মূল্যের ওপর ৩ শতাংশ হারে কর আরোপ।

<u>৪র্থ অংশ</u>

ফ্ল্যাট বা বিল্ডিং রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীদের ওপর উৎসে আয়কর সংগ্রহের হার-

(১) ঢাকার গুলশান মডেল টাউন, বনানী, বারিধারা, ডিওএইচএস, ধানমণ্ডি, লালমাটিয়া, উত্তরা, বসুন্ধরা, মতিঝিল, দিলকুশা, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ও

কারওয়ান বাজার এবং চট্টগ্রামের খুলশী, আগ্রাবাদ ও পাঁচলাইশ এলাকার জন্য প্রতি বর্গমিটার ২ হাজার টাকা।

(২) অন্যান্য সকল এলাকার জন্য প্রতি বর্গমিটার ৮০০ টাকা।

৫ম অংশ

(১) ক্ষুদ্র ঠিকাদার বা সরবরাহকারীদের ক্ষতিগ্রস্ত না করে উৎসে কর কর্তনের জন্য সর্বনিম্ন বিল প্রাপ্তির সীমা ও হার;

(২) ফিনিশড/সেমি ফিনিশড পণ্য উৎপাদনকারী দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ও মূলধনী যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে অব্যাহতি বহাল রেখে অন্যান্য পণ্য আমদানিকালে উৎসে আয়কর কর্তনের হার;

(৩) কার, মাইক্রোবাস, জীপ ও ভাড়ায় ব্যবহৃত তাপানাকুল বাস ও মিনিবাসের মালিকানাজনিত প্রদেয় অনুমিত আয়কর এবং ইট উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর সংগ্রহের হার;

(৪) স্টক এক্সচেঞ্জের মেম্বারদের প্রাপ্ত কমিশনের ওপর উৎসে আয়কর কর্তন হার;

(৫) বিশ্বমন্দার পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রপ্তানিকারকদের রপ্তানি মূল্যের ওপর উৎসে আয়কর সংগ্রহের হার।

৬ষ্ঠ অংশ

(১) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কিছু সংস্কার আমাদের চিন্তা-ভাবনায় আছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড একদিকে যেমন নীতি নির্ধারণ করে, অন্যদিকে তেমনি এই নীতি বাস্তবায়নের জন্য সমস্ত প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা করে। সেজন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং একে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা অপরিহার্য।

(২) আগামী বছরের মধ্যে অন্তত ঢাকার আয়কর অফিসসমূহ automate করা হবে। ই-ফাইলিং পদ্ধতিতে আয়কর রিটার্ন দাখিল পরীক্ষামূলকভাবে একটি কর অঞ্চলে চালু করা হয়েছে। আগামী অর্থবছর থেকে সীমিত আকারে ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে আয়কর রিটার্ন দাখিলের ব্যবস্থা চালু করা হবে;

(৩) করদাতারা যাতে তাঁদের আয়করের হিসাব সহজে করতে পারেন সেজন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েব সাইটে tax calculator সফটওয়্যার সংযোজন করা হবে;

(৪) আয়কর আইন ও বিধি-বিধান যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে expert team গঠন করে নিবিড় পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে এবং আয়কর বিভাগের জনবল ও অন্যান্য সুবিধা পুনর্বিন্যাসের কাজ আগামী অর্থবছরের প্রথমার্ধেই চূড়ান্ত করা হবে;

(৫) কর ফাঁকি রোধ কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল এর মহাপরিচালকের পদ দ্বিতীয় গ্রেডভুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

(৬) কর বিষয়ে সচেতনতা ও ভীতি দূর করার জন্য অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায়সহ অন্যান্য গণমাধ্যমে প্রচারণা ও তথ্যকণিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। আয়কর ও মূসক করদাতাদের উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য আমি বাজেটে ৬ (ছয়) কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি;

(৭) সৎ করদাতাদের উৎসাহিত করার জন্য সীমিতসংখ্যক সর্বোচ্চ করদাতাদেরকে 'tax card' প্রদান, তাঁদের রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো, হাসপাতালে বা বিমানে বা যে কোন পাবলিক পরিবহনে ভ্রমণের ক্ষেত্রে প্রাধিকার প্রদানসহ ভিআইপি মর্যাদা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

(৮) আগামী অর্থবছরে চট্টগ্রামে বৃহৎ করদাতা ইউনিট চালুর পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হবে।

পরিশিষ্ট-খ

মj¨ ms‡hvRb Ki

২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটে মূল্য সংযোজন কর (স্থানীয় পর্যায়) বিষয়ক প্রস্তাব

০১। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর সংশোধন

(১) মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ২ এ সংজ্ঞায়িত 'উপকরণ', 'উপকরণ কর', 'ব্যক্তি', 'সরবরাহ' এবং 'রপ্তানিকৃত বলিয়া গণ্য' এর সংজ্ঞা সংশোধন এবং 'স্পেশ্যাল জজ' এর সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্তকরণ।

(২) সেবা আমদানি বিষয়টি আইনে অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য ধারা ৩ এর উপধারা (৩) সংশোধন এবং ধারা ৪ এর উপধারা (৩) অন্তর্ভুক্তকরণ।

(৩) মূসক ব্যবস্থায় মূল্য ঘোষণা পদ্ধতি সহজতর করার উদ্দেশ্যে ধারা ৫ এর উপধারা (২) এর প্রথম শর্তাশের বিলুপ্তি এবং ধারা ৯ এর উপধারা (১) সংশোধন।

(৪) আইনের কাঠামো যৌক্তিকীকরণের লক্ষ্যে ধারা ৬ সংশোধন।

(৫) মূল্য সংযোজন কর আইনে উৎসে কর্তনের পরিধি এবং সীমা সম্প্রসারণ ও যৌক্তিকীকরণের লক্ষ্যে নতুন উপধারা (৪কক), (৪খ), (৪গ), (৪গ), (৪ঙ) এবং (৪চ)।

(৬) উপকরণ কর রেয়াতের পদ্ধতি যৌক্তিকীকরণের লক্ষ্যে ধারা ৯ এর উপধারা (১) সংশোধন।

(৭) মূসক নিবন্ধিত বা টার্নওভার তালিকাভুক্ত ব্যক্তির নিবন্ধন বাতিলের পদ্ধতি যৌক্তিকীকরণের লক্ষ্যে ধারা ১৯ সংশোধন।

(৮) মূসক কর্মকর্তাগণের নিয়োগ পদ্ধতিতে বিদ্যমান অসঙ্গতি দূরীকরণের লক্ষ্যে ধারা ২০ সংশোধন।

(৯) মূসক কর্মকর্তাগণকে তথ্য সংগ্রহের ক্ষমতা প্রদানের লক্ষ্যে ধারা ২৪ অন্তর্ভুক্তকরণ।

(১০) মূসক কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ধারা ২৬ সংশোধন।

(১১) নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক মূসক সংক্রান্ত দলিলাদি সংরক্ষণের মেয়াদ ৬ বছর করার লক্ষ্যে ধারা ৩৩ সংশোধন।

(১২) বড় ধরনের কর ফাঁকির ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের পরিবর্তে স্পেশাল জজের আদালতে মামলার বিধান সন্নিবেশিত করে ধারা ৩৭ সংশোধন এবং নতুন ধারা ৩৭ক এবং ৩৭খ অন্তর্ভুক্তকরণ।

(১৩) বিলম্বে কর পরিশোধের জন্য সুদ আরোপের বিধান সন্নিবেশিত করে ধারা ৩৭ এর উপধারা (৩) সংশোধন

(১৪) মূসক আপীলাত ট্রাইবুনালের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীলের বিধান সন্নিবেশিত করে ধারা ৪২ সংশোধন।

(১৫) অনাদায়ী ও কম পরিশোধিত কর আদায়ের বিধান সম্বলিত ধারা ৫৫ এর অসঙ্গতি দূরীকরণ।

(১৬) আটককৃত পচনশীল পণ্য নিলামে বিক্রয়ের বিধান সন্নিবেশিত করে ধারা ৫৬ সংশোধন।

(১৭) করদাতার প্রদত্ত তথ্যের গোপনীয়তা সংরক্ষণের বিধান সন্নিবেশিত করে নতুন ধারা ৬২ক অন্তর্ভুক্তকরণ।

(১৮) সরকারি পাওনা অবলোপনের বিধান সংক্রান্ত ধারা ৭১ক সংশোধন।

(১৯) বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মূসক নিবন্ধন এবং তথ্য প্রক্রিয়াকরণ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে নতুন ধারা ৭০ক অন্তর্ভুক্তকরণ।

(২০) এইচ এস কোড বিভাজন, বিলোপ ও সংশোধনের পরিপ্রেক্ষিতে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর প্রথম তফসিল প্রতিস্থাপন।

(২১) কতিপয় সেবার ওপর মূসক অব্যাহতি প্রত্যাহারের লক্ষ্যে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর দ্বিতীয় তফসিল প্রতিস্থাপন।

(২২) কতিপয় পণ্যের ওপর সম্পূরক শুল্ক আরোপ ও হার পরিবর্তন এবং এইচ এস কোড বিভাজন, বিলোপ ও সংশোধনের পরিপ্রেক্ষিতে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর তৃতীয় তফসিল প্রতিস্থাপন।

০২। **<u>মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর সংশোধন</u>**

(১) মূসক ব্যবস্থায় মূল্য ঘোষণা পদ্ধতি সহজতর করার উদ্দেশ্যে বিধি ৩ এর উপ-বিধি (১ক), (২ক) সংশোধন এবং নতুন উপবিধি (১ঘ) ও (১ঙ) অন্তর্ভুক্তকরণ।

(২) টার্নওভার করের সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে বার্ষিক টার্নওভারের পরিমাণ ৬০ (ষাট) লক্ষ টাকা নির্ধারণের লক্ষ্যে বিধি ৪, বিধি ৯, বিধি ১৫ সংশোধন।

(৩) উৎপাদন স্থল, সেবা প্রদান স্থল, আবাস স্থল ও যানবাহন পরিদর্শন, তল্লাশি ও আটক সংক্রান্ত বিধানে বিদ্যমান অসসঙ্গতি দূরীকরণের লক্ষ্যে বিধি ৭ সংশোধন।

(৪) উৎসে কর্তিত মূল্য সংযোজন করের আদায় পদ্ধতি, হিসাব রক্ষণ ও প্রত্যয়নপত্র জারির বিধান সন্নিবেশিত করে নতুন বিধি ১৮ক, ১৮খ, ১৮গ ও ১৮ঘ অন্তর্ভুক্তকরণ।

(৫) সরকারের নিকট পাওনা সমন্বয়ের বিধান সংবলিত নতুন বিধি ৩৪খ অন্তর্ভুক্তকরণ

০৩। **<u>মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ঃ</u>**

(১) ভুট্টার তৈরি সুজি, প্লাস্টিক ও রাবারের হাওয়াই চপ্পল এবং প্লাস্টিকের পাদুকা (প্রতি জোড়া আশি টাকা মূল্যসীমা পর্যন্ত) (উৎপাদন পর্যায়ে), ট্রাভেল এজেন্সি, জনশক্তি রপ্তানিকারককে সেবা পর্যায়ে বিদ্যমান মূসক প্রত্যাহার করার লক্ষ্যে প্রজ্ঞাপন জারিকরণ।

(২) হাতে তৈরি বিস্কুট ও কেক (উৎপাদন পর্যায়ে), প্রাকৃতিক রাবার ও জরি (আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে), সিলভার বুলিয়ান ও গোল্ড বুলিয়ান (আমদানি পর্যায়ে), বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সামাজিক ও খেলাধুলা বিষয়ক ক্লাব (সেবা পর্যায়ে) এর ওপর বিদ্যমান মূসক অব্যাহতি প্রত্যাহার করার লক্ষ্যে প্রজ্ঞাপন জারিকরণ।

(৩) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, স্থাপন ও স্থাপনা ভাড়াগ্রহণকারী, স্টক ও সিকিউরিটি ব্রোকার, সামাজিক ও খেলাধুলা বিষয়ক ক্লাব, ট্যুর অপারেটর, নিজস্ব ব্রান্ড সংবলিত তৈরি পোশাক বিপণন কেন্দ্র এবং বিবিধ শিরনামা এর বিপরীতে ৭টি নতুন সেবা কোড সৃজন এবং

ইজারাদার, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস সার্ভিস এবং ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ব্যাখ্যা সংশোধনের লক্ষ্যে প্রজ্ঞাপন জারিকরণ।

(৪) চানাচুর, জুস, এনার্জি ড্রিংক, সকল প্রকার সিগারেট, বিড়ি, গুল, জর্দা ও এম এস প্রোডাক্টকে কুটিরশিল্পের আওতা বহির্ভুতকরণের লক্ষ্যে প্রজ্ঞাপন জারিকরণ।

(৫) বাণিজ্যিক আমদানিকারকদের ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ে উৎসে মূসক কর্তন সংক্রান্ত বিধান সংশোধন এবং বিদ্যমান উৎসে কর্তনযোগ্য মূসকের হার ৩ শতাংশ নির্ধারণের লক্ষ্যে প্রজ্ঞাপন জারিকরণ।

(৬) জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য সিগারেট খাতে মূল্য বৃদ্ধি করে সম্পূরক শুল্ক ও মূসক আরোপযোগ্য মূল্যস্তর পুনঃনির্ধারণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে জর্দা ও গুল, অনুজ্জ্বল সিরামিক প্রস্তর, টাইলস ও মোজাইক, উজ্জ্বল সিরামিক প্রস্তর, টাইলস ও মোজাইক, সিরামিকের বাথটাব ও জিকুজি, সিঙ্ক, বেসিন, কমোড, ও বাথরুমের অন্যান্য ফিটিংস, শ্যাম্পু এর উপর সম্পূরক শুল্কের হার বৃদ্ধি এবং এ্যালুমিনিয়াম প্রোফাইল, জুস ও ফ্রুট ড্রিংক, পার্টিকেল বোর্ড ও লেমিনেটেড বোর্ড, সাধারণ বৈদ্যুতিক (ফিলামেন্ট) বাল্ব, মিনারেল ওয়াটার (তিন লিটার পর্যন্ত), পেইন্টস এর উপর সম্পূরক শুল্ক আরোপ, নারিকেল তেলের সম্পূরক শুল্ক হ্রাস এবং গুড়া দুধের সম্পূরক প্রত্যাহারের লক্ষ্যে প্রজ্ঞাপন জারিকরণ।

(৭) ডকইয়ার্ড, বিজ্ঞাপনী সংস্থা, ছাপাখানা, কুরিয়ার সার্ভিস, কনসালটেন্সি ও সুপারভাইজারী ফার্ম, অডিট ও একাউন্টিং ফার্ম, আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ার ও ইনটেরিয়র ডিজাইনার, গ্রাফিক ডিজাইনার, পিকনিক ও স্যুটিং স্পট, এমিউজমেন্ট পার্ক ও থিম পার্ক এবং রেস্তোরাঁ (শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত) এর ক্ষেত্রে সংকুচিত ভিত্তিমূল্য প্রত্যাহার করে প্রকৃত হারে মূসক নির্ধারণ এবং প্রকৃত মূল্য সংযোজনের পরিমাণের ভিত্তিতে ব্যবসায়ী ও বাণিজ্যিক আমদানিকারক পর্যায়ে ৩ শতাংশ, নির্মাণ সংস্থা খাতে ৫.৫ শতাংশ, আসবাবপত্র উৎপাদন পর্যায়ে ৬ শতাংশ ও বিপণন পর্যায়ে ৩ শতাংশ এবং যোগানদার খাতে ৪ শতাংশ হারে মূসক নির্ধারণের লক্ষ্যে প্রজ্ঞাপন জারিকরণ।

(৮) নারিকেল তেল, ফলের জ্যাম ও জেলি, ফলের রস, ঔষধ, পেইন্টস, প্রসাধন সামগ্রী, সাবান, দিয়াশলাই, মশার কয়েল, পিভিসি পাইপ, জুতা, স্যান্ডেল, ইট, সিরামিক এবং পোরসিলিনের তৈরী পণ্য, এম এস

প্রোডাক্ট, বৈদ্যুতিক পাখা, ড্রাইসেল ব্যাটারি ও স্টোরেজ ব্যাটারি, বৈদ্যুতিক বাল্ব এবং রাবার ও প্লাস্টিক ফোমের ওপর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে এবং ইনডেন্টিং সংস্থা, কমিউনিটি সেন্টার, অনুষ্ঠান আয়োজক, মানব সম্পদ সরবরাহ বা ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান ও স্থান বা স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারীর ওপর সেবা প্রদান পর্যায়ে বার্ষিক টার্ণওভার নির্বিশেষে মূল্য সংযোজন করের আওতায় নিবন্ধন গ্রহণ বাধ্যতামূলক করার লক্ষ্যে প্রজ্ঞাপন জারিকরণ।

(৯) স্থানীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণের স্বার্থে এবং সংযোজন (Assembling) শিল্পের পরিবর্তে পূর্ণাঙ্গ উৎপাদনশীল শিল্পকে অধিক প্রণোদনা প্রদানের লক্ষ্যে পূর্ণাঙ্গ রেফ্রিজারেটর, ফ্রিজার ও মোটর সাইকেল উৎপাদনকারী শিল্পকে আগামী ০৪ (চার) বছরের জন্য মূসক অব্যাহতি প্রদান করার লক্ষ্যে প্রজ্ঞাপন জারিকরণ।

(১০) স্থানীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণের স্বার্থে এবং সংযোজন (Assembling) শিল্পের পরিবর্তে পূর্ণাঙ্গ উৎপাদনশীল শিল্পকে অধিক প্রণোদনা প্রদানের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাল্ব এবং এর উপকরণ উৎপাদনকারী শিল্পকে আগামী ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য মূসক অব্যাহতি প্রদান করার লক্ষ্যে প্রজ্ঞাপন জারিকরণ।

(১১) নিউজপ্রিন্ট উৎপাদনকারী শিল্পের মৌলিক কাঁচামাল Waste paper এর ওপর বিদ্যমান মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি সুবিধা আগামী ৩০ জুন, ২০১১ পর্যন্ত বর্ধিত করার লক্ষ্যে প্রজ্ঞাপন জারিকরণ।

(১২) করযোগ্য সেবার পরিধি নির্ধারণের লক্ষ্যে ব্যাখ্যা সম্বলিত প্রজ্ঞাপন জারিকরণ।

(১৩) ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় ছয় হাজার টাকা, অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকায় চার হাজার আট শত টাকা, অন্যান্য জেলা শহরের পৌর এলাকায় তিন হাজার ছয় শত টাকা এবং দেশের অন্যান্য এলাকার জন্য এক হাজার আট শত টাকা হারে বার্ষিক ন্যূনতম মূসক নির্ধারণ এবং ব্যবসায়ী পর্যায়ে বিদ্যমান ১.৫ শতাংশের স্থলে ৩ শতাংশ হারে মূসক আরোপের লক্ষ্যে একটি নতুন প্রজ্ঞাপন জারিকরণ।

০৪। **মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত সাধারণ আদেশ ঃ**

[১] ফিল্টারযুক্ত বিড়ির ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে নতুনভাবে ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণের প্রেক্ষিতে মাঠ পর্যায়ে গৃহীতব্য কার্যক্রম বিষয়ে একটি সাধারণ আদেশ জারিকরণ।

[২] স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে মূসক প্রদানের ব্যবস্থা প্রমিতকরণের লক্ষ্যে ইয়োগার্ট ড্রিংক, চকোলেট দুধ, আম দুধ, কটন ইয়ার্ণ বর্জ্য, কৃত্রিম আঁশ ও অন্যান্য আঁশের সংমিশ্রনে তৈরি ইয়ার্ণ, ফেরোম্যাঙ্গানিজ ও সিলিকো ম্যাঙ্গানিজ এ্যালয়, চিলার, সিএনজি অটোরিক্সা, ট্যাম্পু এবং হিউম্যান হিউলারের ক্ষেত্রে ট্যারিফ মূল্য প্রত্যাহার এবং টমেটো পেস্ট, হোয়াইট রুলড পেপার, হোয়াইট প্রিন্টিং পেপার, সাধারণ ইট এবং যান্ত্রিক পদ্ধতিতে তৈরি ইট, এম.এস প্রোডাক্ট, বিটুমিন, টাওয়ার ও স্টিল স্ট্রাকচার, ইলেক্ট্রিক পোল, তারকাটা, ব্লেড, ডিজেল ইঞ্জিন, বাস ও ট্রাকের বডি এবং স্ক্র্যাপ এর ট্যারিফ মূল্য যুক্তিসংগত পরিমাণে বৃদ্ধিসহ ট্যারিফ মূল্য সংক্রান্ত পূর্বের সকল আদেশ বাতিল করে একটি সমন্বিত সাধারণ আদেশ জারিকরণ।

[৩] এইচ, এস, কোড ২৪০২.২০.০০ এর আওতাধীন সিগারেটের খুচরা মূল্য এবং সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে মূল্য স্তর ভেদে বিভিন্ন স্ট্যাম্প/ব্যান্ডরোল ব্যবহার এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক পরিশোধ বিষয়ে দিক নির্দেশনামূলক একটি সাধারণ আদেশ জারিকরণ।

[৪] মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এবং মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এ বর্ণিত বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা সংবলিত যে সকল পত্র উক্ত আইন ও বিধিমালা পরিবর্তনের কারণে অকার্যকর হয়ে পড়েছে সেগুলি বাতিলের লক্ষ্যে একটি সাধারণ আদেশ জারিকরণ।

০৫। **২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহের তালিকাঃ**

(ক) প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও নং ...-আইন/২০১০/৫৪৭ -মূসক, তারিখ ১০.০৬.২০১০ খ্রি:
(খ) প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও নং ...-আইন/২০১০/৫৪৮-মূসক, তারিখ ১০.০৬.২০১০ খ্রি:
(গ) প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও নং ...-আইন/২০১০/৫৪৯-মূসক, তারিখ ১০.০৬.২০১০ খ্রি:
(ঘ) প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও নং ...-আইন/২০১০/৫৫০-মূসক, তারিখ ১০.০৬.২০১০ খ্রি::
(ঙ) প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও নং ...-আইন/২০১০/৫৫১-মূসক, তারিখ ১০.০৬.২০১০ খ্রি::
(চ) প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও নং ...-আইন/২০১০/৫৫২-মূসক, তারিখ ১০.০৬.২০১০ খ্রি:

(ছ) প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও নং ...-আইন/২০১০/৫৫৩-মূসক, তারিখ ১০.০৬.২০১০ খ্রি:
(জ) প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও নং ...-আইন/২০১০/.৫৫৪-মূসক, তারিখ ১০.০৬.২০১০ খ্রি:
(ঝ) প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও নং ...-আইন/২০১০/৫৫৫-মূসক, তারিখ ১০.০৬.২০১০ খ্রি:
(ঞ) প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও নং ...-আইন/২০১০/৫৫৬-মূসক, তারিখ ১০.০৬.২০১০ খ্রি::
(ট) প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও নং ...-আইন/২০১০/৫৫৭-মূসক, তারিখ ১০.০৬.২০১০ খ্রি:
(ঠ) প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও নং ...-আইন/২০১০/৫৫৮-মূসক, তারিখ ১০.০৬.২০১০ খ্রি:
(ড) প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও নং ...-আইন/২০১০/৫৫৯-মূসক, তারিখ ১০.০৬.২০১০ খ্রি:
(ঢ) প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও নং ...-আইন/২০১০/৫৬০-মূসক, তারিখ ১০.০৬.২০১০ খ্রি:
(ণ) প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও নং ...-আইন/২০১০/৫৬১-মূসক, তারিখ ১০.০৬.২০১০ খ্রি:
(ত) প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও নং ...-আইন/২০১০/৫৬২-মূসক, তারিখ ১০.০৬.২০১০ খ্রি:
(থ) প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও নং ..-আইন/২০১০/৩০৩-আবগারী, তারিখ ১০.০৬.২০১০ খ্রি:
(দ) প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও নং ..-আইন/২০১০/৩০৪-আবগারী, তারিখ ১০.০৬.২০১০ খ্রি:

০৬। ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটে জারীকৃত সাধারণ আদেশসমূহের তালিকাঃ

(ক) আদেশ নং-১৭/মূসক/২০১০, তারিখ-১০.০৬.২০১০ খ্রি:
(খ) আদেশ নং-১৮/মূসক/২০১০, তারিখ-১০.০৬.২০১০ খ্রি:
(গ) আদেশ নং-১৯/মূসক/২০১০, তারিখ-১০.০৬.২০১০ খ্রি:
(ঘ) আদেশ নং-২০/মূসক/২০১০, তারিখ-১০.০৬.২০১০ খ্রি:

০৭। **The Exices & Salt Act, 1944 এর অধীনে আবগারী শুল্ক আরোপ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন।**

আবগারী শুল্কের আওতাভুক্ত ব্যাংক এর পাশাপাশি লিজিং ও ফাইন্যান্সিং প্রতিষ্ঠানের গৃহীত আমানতের ওপর কর আবগারী শুল্ক আরোপ এবং অভ্যন্তরীণ রুটে বিমান ভ্রমণের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক রুটে বিমান ভ্রমণের ক্ষেত্রে যাত্রীর টিকিট প্রতি (international air ticket) সার্কভূক্ত দেশসমূহের জন্য ৩০০.০০ টাকা, এশিয়ার অন্যান্য দেশের জন্য ৫০০.০০ টাকা, বিশ্বের অন্যান্য দেশের জন্য ১০০০.০০ টাকা হারে আবগারী শুল্ক নির্ধারণ করার লক্ষ্যে প্রজ্ঞাপন জারিকরণ।

পরিশিষ্ট-গ

আমদানি ও সম্পূরক শুল্ক

টেবিল-১ (যানবাহনের শুল্কহার পুনঃবিন্যাস)

মোটর গাড়ীর বিবরণ (প্রস্তাবিত)		সম্পূরক শুল্ক হার (বিদ্যমান)	সম্পূরক শুল্ক হার (প্রস্তাবিত)
(ক)	সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১০০০ সিসি পর্যন্ত	৩০%	৩০%
(খ)	সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি- (১) ১০০১ সিসি হতে ১৫০০ সিসি পর্যন্ত (২) ১৫০১ সিসি হতে ১৬৫০ সিসি পর্যন্ত	 ৩০% ১০০%	৪৫%
(গ)	সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১৬৫১ সিসি হতে ২০০০ সিসি পর্যন্ত	১০০%	১০০%
(ঘ)	সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ২০০১ সিসি হতে ২৭৫০ সিসি পর্যন্ত	২৫০%	২৫০%
(ঙ)	সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ২৭৫১ সিসি হতে ৪০০০ সিসি পর্যন্ত	৩৫০%	৩৫০%
(চ)	সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ৪০০১ সিসি এর উর্ধ্বে	৫০০%	৫০০%
(ছ)	সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১৮০০ সিসি পর্যন্ত মাইক্রোবাস	২০%	৩০%
(জ)	সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১৮০১ সিসি হতে ২০০০ সিসি পর্যন্ত মাইক্রোবাস	৬০%	৬০%
(ঝ)	বিযুক্ত মোটর গাড়ি, মোটরযান ও স্টেশন ওয়াগন (থ্রি হুইলার ব্যতীত)	৩০%	৪৫%

টেবিল-২ (মূলধনী যন্ত্রপাতি প্রজ্ঞাপন সংশোধন)

ক্রম নং	পণ্যের বর্ণনা	টেবিলে অন্তর্ভুক্তি / প্রত্যাহার	বিদ্যমান শুল্ক হার (%)	প্রস্তাবিত শুল্ক হার(%)
১	Vacuum Cleaner (Industrial)	অন্তর্ভুক্তি	২৫	৩
২	Overhead Cleaner/Dust Collector/Cyclone	অন্তর্ভুক্তি	২৫	৩
৩	Laminar air flow equipment, industrial type	অন্তর্ভুক্তি	২৫	৩
৪	Air Filtering System/Industrial Filter	অন্তর্ভুক্তি	২৫	৩
৫	Kiln ফার্নিচার	অন্তর্ভুক্তি	২৫	৩
৬	সিরামিক রোলার	অন্তর্ভুক্তি	১২	৩

ক্রম নং	পণ্যের বর্ণনা	টেবিলে অন্তর্ভুক্তি / প্রত্যাহার	বিদ্যমান শুল্ক হার (%)	প্রস্তাবিত শুল্ক হার(%)
৭	প্রিন্টার (এইচএসকোড ৮৪৪৩.৩২.৯০, ৮৪৪৩.৩৯.৯০)	অন্তর্ভুক্তি	১২	৩
৮	Sandwich panel with cold room facility imported by agro-processing industry (9406.00.10)	অন্তর্ভুক্তি	১২	৩
৯	বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রাংশ	প্রত্যাহার	শুল্ক-৩ মূসক-০ এআইটি-০	শুল্ক-৩ মূসক-১৫ এআইটি-৩
১০	কপার টিউব/কপার পাইপ	প্রত্যাহার	৩	৫
১১	Toothless saw blade	প্রত্যাহার	৩	১২
১২	Formed Core	প্রত্যাহার	৩	২৫
১৩	Parts of Kilowatt-hour meter	প্রত্যাহার	৩	১২

টেবিল-৩ (টেক্সটাইল যন্ত্রপাতি প্রজ্ঞাপন সংশোধন)

ক্রম নং	পণ্যের বর্ণনা	টেবিলে অন্তর্ভুক্তি / প্রত্যাহার	বিদ্যমান শুল্ক হার(%)	প্রস্তাবিত শুল্ক হার(%)
১	Plotter	অন্তর্ভুক্তি	১২	১
২	Fibre Depositing plant	অন্তর্ভুক্তি	২৫	১
৩	Paper Bobbin/Cone (HS Code 4822.10.00 & 4822.90.00)	প্রত্যাহার	১	৫

টেবিল-৪ (শিল্পের কাঁচামালের শুল্ক-কর হ্রাস)

ক্রম নং	পণ্যের বর্ণনা	শুল্ক/কর	বিদ্যমান হার (%)	প্রস্তাবিত হার (%)
১	প্যারাফরমালডিহাইড	আমদানি শুল্ক	১২	৫
২	এলসিডি/এলইডি প্যানেল	আমদানি শুল্ক	২৫	১২
৩	SIM Module	আমদানি শুল্ক	১২	৫
৪	Unbleached kraftliner paper	আমদানি শুল্ক	২৫	১২
৫	কালার ফটো পেপার	আমদানি শুল্ক	২৫	১২
৬	সিলিকা স্যান্ড	আমদানি শুল্ক	১২	৫

ক্রম নং	পণ্যের বর্ণনা	শুল্ক/কর	বিদ্যমান হার (%)	প্রস্তাবিত হার (%)
৭	প্লাষ্টিক লেন্স	আমদানি শুল্ক	১২	৫
৮	সেলুলোজ এসিটেট শীট	আমদানি শুল্ক	২৫	১২
৯	টিন প্লেটেড ক্যান ফর এ্যারোসল প্রোডাক্টস্	আমদানি শুল্ক	২৫	১২
১০	আগর	আমদানি শুল্ক	১২	৫
১১	নন-গ্রেইন ওরিয়েন্টেড সিলিকন ইলেকট্রিক্যাল ষ্টীল শীট	আমদানি শুল্ক	১২	৫
১২	পুরাতন সুয়েটার (কম্বল প্রস্তুতকারকদের জন্য)	আমদানি শুল্ক	২৫	৫
১৩	অকটানল (২-ইথাইল হেক্সানল)	আমদানি শুল্ক	১২	৫
১৪	Wire of Iron or non alloy steel plated or coated with zinc	আমদানি শুল্ক	২৫	১২
১৫	Rosin size	আমদানি শুল্ক	২৫	১২
১৬	Leucocyte filter	আমদানি শুল্ক	২৫	৫
১৭	Neonatal scale with spring	আমদানি শুল্ক	১২	৫
১৮	মিডিয়াম ডেনসিটি বোর্ড	সম্পূরক শুল্ক	২০	০

টেবিল-৫ (আমদানি নিরুৎসাহিত করণের জন্য শুল্ক-কর বৃদ্ধি)

ক্রম নং	পণ্যের বর্ণনা	শুল্ক/কর	বিদ্যমান হার (%)	প্রস্তাবিত হার (%)
১	গ্লাস টিউব	আমদানি শুল্ক	১২	২৫
২	ইউরিয়া রেজিন	আমদানি শুল্ক	৫	১২
৩	মেইজ স্টার্চ	আমদানি শুল্ক	৫	১২
৪	Cast poly propylene film	আমদানি শুল্ক	১২	২৫
৫	ফ্লাই এ্যাশ	আমদানি শুল্ক	১২	২৫
৬	পেপার/পেপার বোর্ড ব্যাকড এলুমিনিয়াম ফয়েল	সম্পূরক শুল্ক	২০	৩০
৭	সারফেস কালার্ড পেপার/পেপার বোর্ড	সম্পূরক শুল্ক	২০	৩০

টেবিল-৬ (অপঘোষণা রোধে শুল্ক-কর সুষমকরণ)

ক্রম নং	পণ্যের বর্ণনা	শুল্ক/কর	বিদ্যমান হার (%)	প্রস্তাবিত হার (%)
১	Self tapping screws imported by other than VAT regd. pre-fab building ind.	আমদানি শুল্ক	১২	২৫
২	হেডিং ৩৯.২০ ভূক্ত প্লাষ্টিক শীট (৩৯২০.৬২.৯০, ৩৯২০.৯৯.৯০)	সম্পূরক শুল্ক	০	২০
৩	Printed PVC Sheet (3920.49.30)	সম্পূরক শুল্ক	০	২০
৪	ডাই-নোনাইল অর্থথেলেট (ডিআইএনপি)	সম্পূরক শুল্ক	০	২০
৫	Other esters of orthophalic acid	সম্পূরক শুল্ক	০	২০
৬	Coconut (copra) oil and its fractions other than crude (1513.19.00)	সম্পূরক শুল্ক	২০	৩০
৭	Preparations for use on the hair (33.05)	সম্পূরক শুল্ক	২০	৬০
৮	অন্যান্য প্লাষ্টিসাইজার	সম্পূরক শুল্ক	০	২০
৯	Woven fabrics (5407.10.00)	সম্পূরক শুল্ক	০	২০
১০	Chenile fabrics (5801.36.00)	সম্পূরক শুল্ক	০	২০
১১	Knitted fabrics (6006.22.00, 6006.23.00, 6006.24.00, 6006.32.00, 6006.33.00, 6006.34.00, 6006.42.00, 6006.43.00, 6006.44.00)	সম্পূরক শুল্ক	০	২০
১২	Glass beads	সম্পূরক শুল্ক	০	২০
১৩	Furniture designed to receive refrigerating or freezing equipment	সম্পূরক শুল্ক	০	৩০
১৪	Air conditioner parts imported by VAT regd. ind.	সম্পূরক শুল্ক	৪৫	২০
১৫	Television parts imported by commercial firms	সম্পূরক শুল্ক	০	২০
১৬	Remote control for electronic apparatus	আমদানি শুল্ক	৫	২৫

টেবিল-৭ (ট্যারিফ বৈষম্য দূর করার জন্য শুল্ক-কর সুষমকরণ)

ক্রম নং	পণ্যের বর্ণনা	শুল্ক/কর	বিদ্যমান হার (%)	প্রস্তাবিত হার (%)
১	Airtight storage bags with zipper Ges Preserving jars of glass	আমদানি শুল্ক	৫	১২
২	Monofilament rods, sticks, profile for door window and photo frame	আমদানি শুল্ক	৫	১২
৩	Parts of KWH মিটার	আমদানি শুল্ক	৩	১২

টেবিল-৮ (বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে শুল্ক-কর হ্রাস)

ক্রম নং	পণ্যের বর্ণনা	শুল্ক/কর	বিদ্যমান হার (%)	প্রস্তাবিত হার (%)
১	Parts for energy saving lamps imported by VAT Regd. Ind.	আমদানি শুল্ক	০	০
২	Parts for energy saving lamps imported by commercial firms	আমদানি শুল্ক	০	১২
৩	সোলার অপারেটেড স্টোরেজ ওয়াটার হিটার	আমদানি শুল্ক	২৫	১২
৪	Pressure regulator/valve for LPG	আমদানি শুল্ক	২৫	৫
৫	Safety or relief valve for LPG	আমদানি শুল্ক	২৫	৫
৬	Submerge welding flux	আমদানি শুল্ক	১২	৫
৭	Energy saving light with blast & fittings	সম্পূরক শুল্ক	৬০	০

টেবিল-৯ (পিএসআই অব্যাহিতযোগ্য কম ঝুঁকিপূর্ণ পণ্যের তালিকা)

(ক) শুল্ক-কর রেয়াত সুবিধা প্রাপ্ত যে সকল পণ্য/পণ্য শ্রেণীকে এখনও পিএসআই হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়নি সেগুলোর ক্ষেত্রে।

(খ) পিএসআই ব্যবস্থা প্রত্যাহারের জন্য বিভিন্ন সেক্টর ও শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আবেদনকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে।

(গ) এসআরও এর মাধ্যমে যে সকল পণ্যের শুল্ক হার শূন্য করা হয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রে।

(ঘ) যেসকল পণ্যের ওপর স্পেসিফিক রেট অব ডিউটি/ট্যারিফ মূল্য নির্ধারিত আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে।

(ঙ) অনুর্ধ্ব ১০০০ মার্কিন ডলার শুল্কায়নযোগ্য মূল্যমানের আমদানি চালান (নমুনা, শিল্পের যন্ত্রাংশ, অতি জরুরি আমদানি পণ্য)।

(চ) ফার্স্ট সিডিউল এর চ্যাপ্টার ৮৪, ৮৫, ৮৭, ৯০ এবং ৯৪ এর আওতাধীন কতিপয় হেডিংভূক্ত পণ্য।

(ছ) ৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক বলবৎ রয়েছে এমন সকল পণ্যের ক্ষেত্রে। তবে কোন আমদানিকারক স্বেচ্ছায় পিএসআই করাতে চাইলে তার ক্ষেত্রে পিএসআই প্রযোজ্য হবে।